ত্রৈমাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ইজতেমা সংখ্যা

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৮

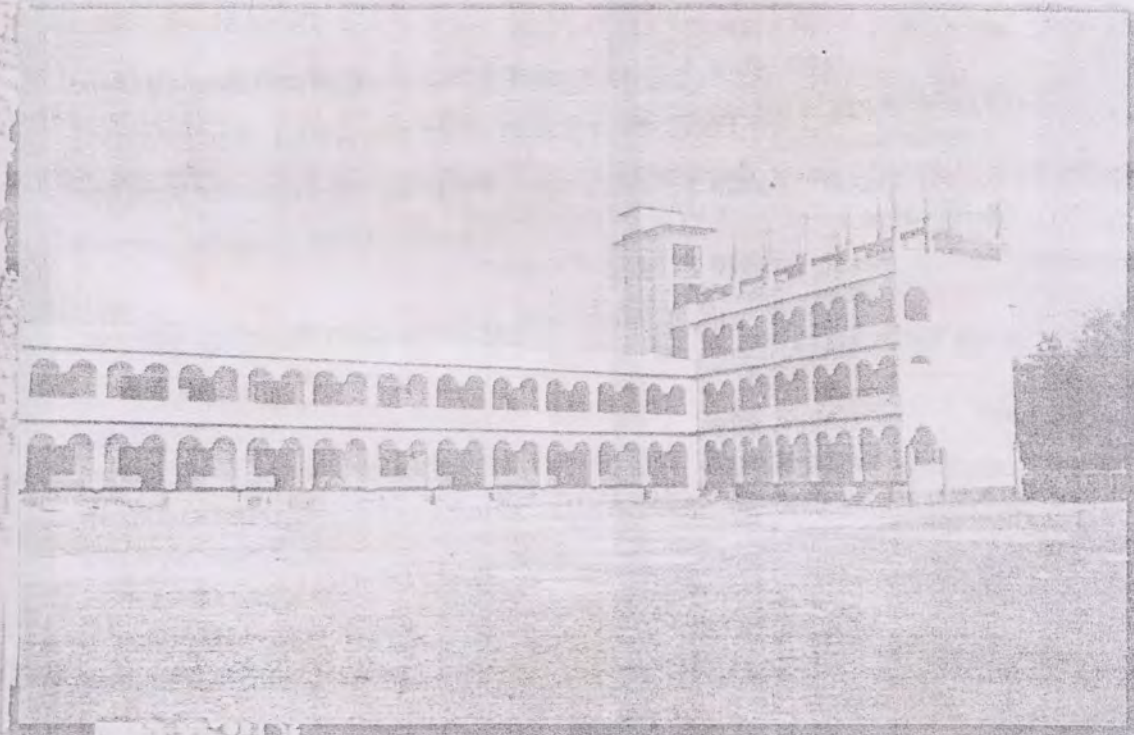

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা
যিলক্বা'দ ১৪১৮ হিঃ
ফাল্গুন ১৪০৪ সাল
মার্চ ১৯৯৮ ইং

সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নির্বাহী সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজারঃ শামসুল আলম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজারঃ অলিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে
মুদ্রিত।

সূচীপত্র

	পৃঃ
* সম্পাদকীয়	৩
* দরসে কুরআন	৭
* দরসে হাদীছ	৯
* ছাহাবা চরিত যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ) -আখতারুল আমান	১১
* গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান -আব্দুস সামাদ সালাফী	১৩
* কবিতা জাগো মুসলিম -মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান	১৩
সৃষ্টির খেলা -মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম	১৩
আত-তাহরীক -ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক	১৩
অনির্বাণ আহুতি -মুহাম্মাদ আবু আহসান	১৪
* মহিলাদের পাতা প্রবন্ধঃ খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) -তাহেরুন নেসা	১৭
* সোনামণিদের পাতা	২২
* পাঠকের মতামত	২৪
* স্বদেশ-বিদেশ	২৭
* মুসলিম জাহান	২৮
* বিজ্ঞান ও বিস্ময়	২৯
* মারকায সংবাদ	৩১
* সংগঠন সংবাদ	৪৬
* প্রশ্নোত্তর	

সম্পাদকীয়

তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ সবেমাত্র শেষ হ'ল (২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী)। নওদাপাড়ার মাটি ধন্য হ'ল লক্ষ মুমিনের পদ স্পর্শে। রাজশাহী মহানগরী প্রকম্পিত হ'ল গগনভেদী তাকবীর ধ্বনিতে। উচ্চকিত হ'ল অযুত কণ্ঠের প্রাণোৎসারিত দাবী **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**। অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আকুল আবেদন জানালেন নেতৃবৃন্দ। সেমতে প্রস্তাব পাস করলেন সকলে। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়াবলীর উপরে সারগর্ভ ভাষণ সমূহ পেশ করলেন দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বানমণ্ডলী। নিজেদের রচিত বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা, ইজম ও মতবাদ ভুলে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানালেন নেতৃবৃন্দ। ধর্মহীন বৈষয়িকতা ও বৈষয়িকতাহীন ধর্ম কোনটাই যে মানবজীবনে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা, সেটা বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত 'দ্বীনে কামেল'- যাতে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের অভ্রান্ত হেদায়াত মওজুদ রয়েছে। ইসলামের অনুসারীগণ তাদের সার্বিক জীবন সে অনুযায়ী গড়ে তুলবেন এটাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র একান্ত দাবী। রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র 'অহি'-র অনুসরণ করতেন ও তারই প্রচার করতেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনে তিনি অহি-র বিধানের বাস্তব রূপদান করে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর উম্মতের ওলামা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের উপরে অহি-র প্রচার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কিন্তু পেরেছি কি আমরা তা করতে? যদি না পারি, তবে সেটা হবে আমাদের ও আমাদের নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, বড় পরাজয়, বড় গ্লানি। কেননা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে বড় ব্যর্থতা মুমিনের জীবনে আর নেই।

'তাবলীগ' অর্থ পৌঁছে দেওয়া, প্রচার করা। ইসলামকে পূর্ণাংগ রূপে জাতির সম্মুখে পেশ করাই হ'ল তাবলীগের মূল উদ্দেশ্য। তাকে খণ্ডিত রূপে পৌঁছে দেওয়ার অর্থ প্রকৃত তাবলীগ নয়। অজানা অচেনা মুরব্বী ও বুযর্গদের নামে ভিত্তিহীন অলৌকিক কেরামতির গাল-গল্প, মাসায়েল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ফাযায়েল-এর লোভ দেখানো, রাসূলের (ছাঃ) নামে মিথ্যা জাল ও যঈফ হাদীছের প্রচার, দ্বীনের নামে মুসলমানকে দুনিয়াবী জীবনের আলোচনা থেকে দূরে রাখা, অসংখ্য ফযীলতের জাল ফেলে বুদ্ধিমান লোকগুলিকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া, 'চেল্লা'র নাম করে মাসের পর মাস দেশের একটি সক্রিয় কর্মশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ও তার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করার হীন চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা, জাল হাদীছ ও বানোয়াট অপব্যাখ্যায় পূর্ণ একটি বিশেষ 'নেছাব'-এর জীবনভর পঠন-পাঠন ও সুকৌশলে কুরআন-হাদীছের বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আত্মঘাতি ষড়যন্ত্র, কুরআন- হাদীছের অপব্যাখ্যা করে ইসলামকে আর পাঁচটি ধর্মের মত বৈষয়িক জীবনের দিক-নির্দেশনাহীন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধহীন জিহাদ বিমুখ ধর্ম হিসাবে পেশ করার কুশলী প্রচারণা এবং তার পক্ষে ইসলাম বিরোধী দেশী ও বিদেশী শক্তি পুঞ্জের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সবশেষে 'আখেরী মোনাজাতের' করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে লাখো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর সূক্ষ্ম কৌশল কখনই প্রকৃত ইসলামের তাবলীগ নয়। বিদায় হজ্জে উপস্থিত লাখো মুসলিমকে নিয়ে যে রাসূল (ছাঃ) 'আখেরী মোনাজাত' করলেন না, যে কাজ তাঁর জীবন সাথী খলীফাগণ করলেন না, সেই কাজ আমরা করছি বাংলাদেশের একটি বিশেষ স্থানে হজ্জের পরের মর্যাদা দিয়ে। যে কাজ রাসূল (ছাঃ) করেননি, খুলাফায়ে রাশেদীন করেননি, তা কখনোই 'দ্বীন' নয়। অতএব জান্নাত পেতে গেলে হুজুগ ত্যাগ করে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পথের সন্ধান করতে হবে। সে পথেই দাওয়াত দিতে হবে। সেটাই হবে প্রকৃত তাবলীগ বা তাবলীগী ইজতেমা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন! আমীন!!

দরসে কুরআন

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

উচ্চারণঃ ওয়াদ'উ এলা রব্বিকা ওয়া লা তাকূনান্না মিনাল মুশরেকীন।

১.অনুবাদঃ 'তুমি ডাক তোমার প্রভুর দিকে এবং অবশ্য অবশ্য তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (ক্বাছাছ ৮৭)।

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ ওয়াদ্'উ- এবং তুমি ডাক। এলা- দিকে, রব্বিকা- তোমার প্রভু, ওয়া লা তাকূনান্না- এবং অবশ্য অবশ্য তুমি হয়ো না। মিনাল মুশরেকীন- অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

দাওয়াতের লক্ষ্যঃ অত্র আয়াতে দাওয়াতের লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। ইসলামী দাওয়াত হবে আল্লাহ্‌র দিকে এবং তার লক্ষ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি দাওয়াত আল্লাহ্‌র দিকে না হয়ে অন্য কোন সত্তার দিকে হয় এবং অন্য কোন সত্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়, তবে সেটা 'শিরক' হবে। যা অমার্জনীয় অপরাধ ও মহাপাপ। যার একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম।

দাওয়াতের প্রকারভেদঃ পৃথিবীতে দু'ধরণের দাওয়াত বা আন্দোলন চলছে। একটি আন্দোলন আল্লাহ্‌র পথে এবং অন্যটি ত্বাগূতের বা কুফরীর পথে। অবশ্য মধ্যবর্তী আর একটি পথ রয়েছে যেখানে লোকেরা আল্লাহ্‌র পথে থেকেও ত্বাগূতের সাথে আপোষ করে চলে। যদি এই আপোষ অন্তর থেকে হয়। এ পথটি হ'ল আপোষমুখী পথ বা মুনাফিকের পথ। এ পথেরও শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। জাহান্নামে তাদের স্থান তাগূতের পূজারী কাফিরদের এক স্তর নীচে হবে। আল্লাহ্‌র নিকটে এরাই সবচাইতে ঘৃণিত।

উপরে বর্ণিত দু'টি দাওয়াতের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আহবান জানায়। ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার প্রতি মানবজাতিকে দাওয়াত দেয়। দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। দুনিয়াকে এড়িয়ে কিংবা বাদ দিয়ে নয় বরং দুনিয়াকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে। আখেরাতে কল্যাণ ও মুক্তি লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সে দুনিয়াকে ব্যবহার করে। দুনিয়ার লোভনীয় উপাচার তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। হারাম ও গোনাহের পথে সে উৎসাহ পায় না। ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশ তাকে ধরে রাখতে পারে না। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকী-র খাতায় শূন্য থাক' এই কথায় সে বিশ্বাস করে না। বরং সে বলে 'নেকী যা পাও হাত ভরে নাও, বাকী-র খাতা পূর্ণ হৌক'। আখেরাতের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাক। আখেরাতের ডালি ভরে উঠুক। কেননা আখেরাত হ'ল উত্তম ও চিরস্থায়ী। ওটাই মানব জাতির জন্য স্থায়ী ঠিকানা, চির শান্তির আবাসস্থল। সেখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়াই হ'ল প্রকৃত মুক্তি। সেখানে শান্তি পাওয়াই হ'ল প্রকৃত শান্তি। সেখানে জান্নাত লাভই হ'ল প্রকৃত কল্যাণ লাভ।

পক্ষান্তরে ত্বাগূতের পথে দাওয়াত সর্বদা ত্বাগূত -এর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানায়। 'আল্লাহ বিরোধী সকল সত্তা যার প্রতি মানুষ আনুগত্যশীল হয়, তাকে 'ত্বাগূত' বলে'। সে জিন, ইনসান, শয়তান, মূর্তি-প্রতিমা সবকিছুই হ'তে পারে। ত্বাগূত -এর পথে দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে ত্বাগূতের বিধান মেনে চলার প্রতি মানবজাতিকে আহবান জানায়। আখেরাতের চাইতে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। দুনিয়াবী লাভ-লোকসানকেই সে সকল ব্যাপারে মুখ্য গণ্য করে। 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকী-র খাতায় শূন্য থাক' এটাই তার মূল বক্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। যেন তেন প্রকারেণ দুনিয়া হাছিল করাই তার সকল কথা ও কাজের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যখন সে ব্যর্থ হয় তখন হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। নগদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাক্বদীরের লিখনে সে অবিশ্বাসী হয়। অথবা মুখে বিশ্বাস প্রকাশ করলেও অন্তরে সে মেনে নেয় না। ফলে অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে তার কাজের তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

ত্বাগূতের পূজারী ব্যক্তি বা সংগঠন ত্বাগূতী মতবাদ ও সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত সত্য বলে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জানমাল উৎসর্গ করে। তার যাবতীয় শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করে।

উপরের আলোচনায় মানব জাতির মধ্যে দু'টি ধারা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। একটি ধারার মানুষ আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকে ও সে পথেই যেকোন মূল্যে টিকে থাকে। অন্য ধারার মানুষ ত্বাগূতের পথে মানুষকে ডাকে ও সেপথেই যেকোন মূল্যে টিকে থাকে। আল্লাহ্‌র ভাষায়-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

'যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংগ্রাম করে এবং

যারা কাফের তারা ত্বাগূতের রাস্তায় সংগ্রাম করে' (নিসা ৭৬)।

এই সংগ্রামের ধারা আপোষমুখী হবে, না আপোষহীন হবে, বন্ধুত্বশীল হবে, না সংঘর্ষশীল হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ 'তারা হত্যা করে ও নিহত হয়' (তওবা ১১১)। বুঝা গেল যে, উক্ত সংগ্রামের ধারা আপোষহীন ও সংঘর্ষশীল, যা প্রথমে তার আক্বীদা ও বিশ্বাসের জগতে এবং পরে তার আমল বা বাস্তব জগতে পরিস্ফুট হয়।

বলা বাহুল্য এটা হ'ল দাওয়াতের চূড়ান্ত স্তর, যেখানে বাতিল শক্তি হক -এর দাওয়াতকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তবে তাদের থেকে ভীতির আশংকা থাকলে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে (আলে ইমরান ২৮)।

মূলতঃ দাওয়াত হ'ল জিহাদের প্রাথমিক স্তর। হাদীছে জিহাদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে- জিহাদ বিল মাল বা আর্থিক জিহাদ, জিহাদ বিন নাফ্স বা জান দিয়ে জিহাদ ও জিহাদ বিল লিসান বা যবানের জিহাদ (আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২১)। যবানের জিহাদই হ'ল মৌখিক দাওয়াত ও লেখনীযুদ্ধ, যা অন্য কথায় 'দাওয়াত' নামে অভিহিত হয়েছে।

নবীগণ মূলতঃ মৌখিক দাওয়াতের মাধ্যমেই দ্বীনের প্রতিষ্ঠাদান করে গেছেন। মৌখিক দাওয়াতের মাধ্যমে আক্বীদা ও বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন আসার ফলেই সে যুগের লোকদের বাস্তব জীবনে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তিত সেই মানুষগুলিই যুগে যুগে 'মুমিন' হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল, যাকে আজকের পরিভাষায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা চলে।

আধুনিক যুগে মৌখিক দাওয়াতের সাথে লেখনীর দাওয়াত যুক্ত হয়েছে। ত্বাগূতী শক্তি উভয় পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। আধিকাংশ প্রেস ও সংবাদ মাধ্যম আজ তাদের দখলে। এক্ষণে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দান কারীকে আরও বেশী শক্তি নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। এ পথে শরীয়ত সঙ্গত যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং কুফরী দাওয়াতের মোকাবিলায় আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকে সকল দিক দিয়ে বিজয়ী করতে হবে। দাওয়াতের সঙ্গে আমল যুক্ত হওয়া উত্তম এবং তাতে দাওয়াতের ফলাফল দ্রুত ও সুন্দর হয়। তবে সেটা শর্ত নয় বা অপরিহার্য নয়। বরং দাওয়াতটাই গ্রহণযোগ্য ও পালনযোগ্য যদি না সেটা অহি-র বিধানের অনুকূলে হয়।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াতঃ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত -এর অর্থ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথে দাওয়াত। যে 'অহি' সংকলিত রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে। মানব জাতিকে সেই অহি-র বিধানকে মেনে নেওয়ার জন্য ও তার প্রতি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের জন্য আহবান জানানোকেই ইসলামী দাওয়াত বা ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। ইসলামের নাম করে কোন মুসলিম বিদ্বান বা বিদ্বান মন্ডলীর রায় বা মতবাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়াকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী আন্দোলন বলা চলে না। 'দাওয়াত' অর্থ আহবান এবং 'তাবলীগ' অর্থ প্রচার। মুমিনের আহবান হবে আল্লাহ্র দিকে আল্লাহ্র পথে এবং তার তাবলীগ বা প্রচার হবে আল্লাহ্ প্রেরিত অহি-র বা অহি-র বিধানের। যার প্রচার নবীগণ করতেন। বর্তমানে তা প্রচারের দায়িত্ব মুমিন সমাজের। বিশেষ করে ওলামায়ে দ্বীনের। এক্ষণে যদি আমাদের দাওয়াত বা তাবলীগ অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে না হয়ে অন্য কিছুর দিকে হয় যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী, তবে তা হবে জাহেলিয়াতের দাওয়াত ও জাহেলিয়াতের তাবলীগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন,

ومن دعا بدعوى الجاهلية كان من جُثَى جهنمَ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم رواه احمد والترمذى-

'যদি কেউ জাহেলিয়াতের দাওয়াত দেয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও নিজেকে একজন 'মুসলিম' বলে ধারণা করে' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)। একদল মুমিন যখন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে নিজেদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক তথা সার্বিক জীবন গঠনের জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন, তখন তারাই হবেন সেই হক পন্থী দল বা জামা'আত। যাদের সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে

لا تزال طائفةٌ من امتى ظاهرينَ على الحقِّ لا يضُرُّهم مَنْ خَذَلَهم حتى يأتيَ أمْرُ اللهِ و هم كذالك رواه مسلم

'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবে, যারা হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা' (বুখারী, মুসলিম)।

ইবনুল মাদীনী বলেন, هم اصحاب الحديث 'তারা হ'লেন আহলেহাদীছ' (মিশকাত হা/৬২৮৩ 'মানাকিব' অধ্যায়)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) বলেন, إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم؟ 'যদি তারা আহলেহাদীছ না হয়, তবে আমি জানিনা তারা কারা'। ক্বাযী আয়ায বলেন, এর দ্বারা ইমাম আহমাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকে বুঝাতে চেয়েছেন এবং যারা আহলেহাদীছের আক্বীদা পোষণ করেন'। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী বলেন, أهل السنة ولا إسم لهم إلا إسم واحد وهو أصحاب الحديث– 'আহলে সুন্নাতের মাত্র একটি নাম রয়েছে আর সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ' বা আহলুল হাদীছ (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন মিসরী ছাপা ১/৯০)। ইমাম নববী বলেন, আহলেহাদীছ -এর এই দল বীর যোদ্ধা, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, সাধক ও হকপন্থী সকলের মধ্যে হ'তে পারে' (হাশিয়া মুসলিম হা/১৯২০)। যেকোন মূল্যে হকপন্থী লোকদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ–

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' (তওবা ১১৯)। যদি কোথাও জামা'আত না থাকে কিংবা দুনিয়াবী স্বার্থে সকলেই যদি ঐ হকপন্থীদের জামা'আত পরিত্যাগ করে, তথাপি একাই হক-এর দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে জান্নাত পাওয়ার স্বার্থে, পরকালীণ মুক্তির স্বার্থে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার স্বার্থে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তেমন কাউকে সাথী পাননি। তথাপি তাকেই আল্লাহ পাক একটি 'উম্মত' বা সম্প্রদায় হিসবে ঘোষণা দিয়ে বলেন, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفًا 'নিশ্চয়ই ইবরাহীম একটি উম্মত ছিলেন, যিনি আল্লাহ্র প্রতি বিনীত ও একনিষ্ঠ ছিলেন' (নাহল ১২০)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك رواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق لسند صحيح عنه– 'হক' কেই জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও' (আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৭৩)। অর্থাৎ হকপন্থী ব্যক্তি একা হলেও তিনি একাই একটি জামা'আত। এ জন্যেই দেখা গেছে, কোন কোন নবী সারা জীবন অহি-র দাওয়াত দিয়েও মাত্র একজন ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করেছেন' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৪)। ফলে প্রায় উম্মত শূন্য অবস্থায় তাঁকে ক্বিয়ামতে দণ্ডায়মান হ'তে হবে।

বুঝের কমবেশীর কারণে নবীদের যুগে কাফির ও মুনাফিক নেতাগণ নিজেদেরকে সঠিক মনে করত, নবীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত। বর্তমান যুগের মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বানগণের অনেকে নিজেদের রায়কে এমনকি সাধারণ মুসলমানগণ নিজেদের লালিত বিশ্বাস সঠিক ভাবতে অভ্যস্ত কেউবা কুরআনের দু'একটি আয়াত বা দু'একটি হাদীছের অনুবাদ পড়েই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং সেদিকেই সমাজকে দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। সেটিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মৌলিক মানদণ্ডে বিচার করতে এমনকি জাল ও যঈফ হাদীছ যাচাই করতেও তাঁরা রাযী নন। এই অহেতুক যিদ ও গোঁড়ামি মুসলিম উম্মাহ্কে আল্লাহ্র অহি-র শাশত বিধান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই বদভ্যাস থেকে যত দ্রুত ফিরে আসা যায় ততই মঙ্গল।

দাওয়াতের পদ্ধতিঃ

আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'তুমি ডাক মানুষকে তোমার প্রভুর রাস্তায় হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে'। 'হিকমত'-এর অভিধানিক অর্থ জ্ঞান, দূরদর্শিতা ইত্যাদি। 'হাকামাতুন' অর্থ লাগাম যা অন্যায় থেকে টেনে ধরে রাখে। 'হাকীম' অর্থ জ্ঞানী যিকি অন্যায় কথা বা কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। পারিভাষিক অর্থ কুরআন বা সুন্নাহ (আল-ক্বামূস, কুরতুবী ইবনু কাছীর ১/১৯০)। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ বা হাদীছ দ্বারা তোমরা মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহবান কর। যেহেতু বিভিন্ন ফের্কার দুষ্টমতি কিছুলোক হাদীছ-এর মধ্যে অনধিকার চর্চা করেছে, সেকারণ মুহাদ্দেছীনে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে জাল ও যঈফ হাদীছগুলি থেকে ছহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহকে পৃথক করে ফেলেছেন। এক্ষণে নিরপেক্ষ মুমিনের কর্তব্য হবে ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা জনগণের সম্মুখে পেশ করা ও সেদিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল সবচেয়ে সুন্দর কথা। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা ভাল যে, হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অতি উৎসাহী কিছু বিদ্বান হাদীছের ব্যাপারে সন্দেহবাদ আরোপ করে সকলকে কুরআনের অনুসারী হওয়ার আহবান জানিয়ে থাকেন। এমনকি পাকিস্তানে 'আহলে কুরআন' নামে একটি দলেরই অস্তিত্ব ছিল। অনেকে ছহীহ হাদীছ দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখেন না। কিন্তু নিজের রায় অনুযায়ী কুরআনের তথাকথিত তাফসীর পেশ করায় বড়ই পারঙ্গম। জনগণ সেগুলি শুনতেও ভালবাসে। আবার

কিছু বিদ্বান জাল হাদীছ ও চটকদার বানাওটি গল্প ভরে দিয়ে বড় বড় বই রচনা করে সেগুলির মাধ্যমে মানুষকে 'দ্বীনের রাস্তায়' দাওয়াত দিচ্ছেন। অথচ সকলেই জানেন, নিজের 'রায়' অনুযায়ী তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম (তিরমিযী, কুরতুবী ১/৩২)। এজন্যই তো আল্লাহ বলেছেন-

يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِىْ بِهِ كَثِيْرًا 'কুরআনের দ্বারা অনেকে পথভ্রষ্ট হবে ও অনেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে' (বাক্বারাহ ২৬)। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ও একদল ছাহাবী বলেন, কুরআন দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় মুসলিমগণ এবং বিভ্রান্ত হয় মুশরিকগণ (ইবনু কাছীর ১/৬৮)। অতএব ছহীহ হাদীছ দিয়েই কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে হবে ও জনগণকে সেদিকেই আহবান জানাতে হবে (কুরতুবী ১/৩৭-৩৮)। জনগণ তাতে খুশী হৌক বা না হৌক দাওয়াত দাতার সেদিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন নেই। কেননা দাওয়াত দাতার উদ্দেশ্য হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা, অন্য কিছুই নয়।

দাওয়াতের ২য় পদ্ধতি হ'ল 'সুন্দর উপদেশ দান'। এই সুন্দর উপদেশ কুরআন, ছহীহ হাদীছ, ছাহাবা, তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীনের জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য, বিজ্ঞানের যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে হ'তে পারে। এর দ্বারা দাওয়াতের একটি মৌলিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। যবরদস্তি করে ইসলাম প্রচার করা চলে না। ইসলামের প্রচারকগণ আল্লাহ্র অহি-র সত্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিবেন। জনগণ নিজেদের বিবেচনায় হক -কে 'হক' হিসাবে গ্রহণ করবে ও বাতিলকে 'বাতিল' হিসাবে প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ إِكْرَاهَ فِىْ الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ... 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। ভ্রষ্টতা হ'তে যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে গেছে' (বাক্বারাহ ২৫৬)। অবশ্য এই পদ্ধতি কেবল স্বাভাবিক অবস্থার জন্য। যদি কাফির মুনাফিকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার ও সক্রিয় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ এসেছে পবিত্র কুরআনে (তওবা ৭৩, তাহরীম ৯)।

দাওয়াত দাতার চরিত্রঃ

১. নম্রভাষী হ'তে হবে (আলে ইমরান ১৫৯, ত্বা- হা ৪৪)।

২. কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে (ছফ ৩)।

৩. অহি-র পথে দাওয়াত দিতে হবে (আল-আন'আম ৫০, ইউনুস ১৫)।

৪. জেনে শুনে হক ও বাতিল মিশিয়ে ফেলবে না ও সত্য গোপন করবে না (বাক্বারাহ ৪২)।

৫. সর্বদা জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় পদর্শন করবে (আল-আন'আম ৪৮)।

দাওয়াতের ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন لَأَنْ يُّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ 'যদি আল্লাহ তোমার দ্বারা একজনকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য একটি (উন্নত মানের) লাল উট কুরবানী করার চাইতে উত্তম হবে (বুখারী)। তিনি অন্যত্র বলেন, اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ 'কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কল্যাণকারীর ন্যায়' (নেকীর অধিকারী হবে)। দাওয়াত দাতার কাজে যিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবেন, তিনিও অনুরূপ নেকীর হকদার হবেন। যার যবান আছে তিনি বক্তব্য দিয়ে, যার মাল আছে তিনি মাল দিয়ে অথবা দাওয়াত দাতার সাথী হয়ে তাকে সাহস ও সমর্থন যুগিয়ে দাওয়াতকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাঊনের নিকটে দাওয়াত দিতে যান, তখন ভাই হারূণকে তিনি সাথী হিসাবে আল্লাহ্র নিকট থেকে চেয়ে নেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য (ত্বা-হা ৩১)। আমাদের নবীকে ছাহাবীগণ বিভিন্ন ভাবে দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করেছেন, যার অসংখ্য নযীর আমাদের সামনে মওজুদ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন-

عن ابى هريرة قال قال رسول الله (ص) مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَيَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا- وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَيَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواه مسلم-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহবান জানাবে, সে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী লোকদের সমান নেকী পাবে। এতে ঐ লোকদের নেকীতে সামান্য কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবান জানাবে সে ব্যক্তির উপরে ভ্রান্তির অনুগামীদের সমান গোনাহ চাপানো হবে। এতে ঐ ভ্রান্তদের গোনাহে কোনরূপ কম করা হবে না'। -মুসলিম, মিশকাত 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অধ্যায় হা/১৫৮।

অতএব নিজে দাওয়াত দেওয়া ও দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

দরসে হাদীছ

সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن أبى هريرةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ رواه مسلم وفى رواية لأحمدَ عن ابن مسعود (رض) وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ-

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইসলাম শুরু হয়েছে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যেমে এবং অতি সত্ত্বর সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্প সংখ্যক লোকের জন্য (মুসলিম)। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত মুসনাদে আহমাদ-এর ছহীহ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে এসেছে যে, 'ঐ অল্প সংখ্যক লোক হ'ল তারাই যারা আমার মৃত্যুর পরে লোকেদের দ্বারা বিনষ্ট সুন্নাতগুলির সংস্কার করবে'। -মিশকাত, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অধ্যায় হা/১৫৯, ১৭০ হাশিয়া আলবানী দ্রষ্টব্য।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, 'গরীব' অর্থ আগন্তুক বা মুসাফির, যাকে কেউ চিনে না। অর্থাৎ ইসলাম প্রথমাবস্থায় শুটি কতক লোকের মধ্যে ছিল, যা অন্যদের নিকটে অজানা অচেনা ছিল। অতঃপর বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলাম পুনরায় প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে। কেননা মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ, শিরক-বিদ'আত -এর বৃদ্ধি, সুন্নাতের অবলুপ্তি, ফারায়েয-ওয়াজিবাতের প্রতি অনীহা- অবহেলা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ছহীহ দ্বীন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক প্রকৃত দ্বীনদার মুমিনের জন্য' (মির'আত ১/১৫৩)।

এক্ষণে ঐ অল্পসংখ্যক লোক কারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ-

'যারা আমার পরে লোকেদের দ্বারা বিনষ্ট সুন্নাত সমূহের 'ইছলাহ' বা সংস্কার করে' (তিরমিযী, আহমাদ, মির'আত হা/১৫৯)। এখানে সংস্কার অর্থ পুনর্জাগরণ। কেননা সুন্নাত অটুট থাকে, তার কোন সংস্কার বা পরিমার্জ হয় না। বিদ'আতের উত্থানের ফলে সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে। অতঃপর বিদ'আতের উৎখাতের ফলে পুনরায় সুন্নাতের পুনর্জাগরণ হয়। শিরক ও বিদ'আতকে উৎখাত করে তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রচলন ঘটানোকেই প্রচলিত অর্থে সংস্কার বলা হয়। যা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেননা শিরক ও বিদ'আত মূলতঃ ধর্মের নামেই চালু হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি চালু করেন ধর্ম নেতারাই।

কুরআন বা ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণের অনেকেরই থাকে না। আবার কারো যোগ্যতা থাকলেও অলসতা অবহেলায় কিংবা জনরোষের ভয়ে অনেকে পিছিয়ে যান। তাই সংস্কারের কাজ সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহ পাক নবীদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। ফলে শিরক ও বিদ'আতের বিরোধিতা করায় ধর্ম ও সমাজ নেতারাই তাদের প্রধান শত্রু হয়েছিল। যেমন নূহের কওমের নেতারা বলেছিল لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ 'তোমরা তোমার উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না' (নূহ ২৩)। তারা নূহের আন্দোলনের মধ্যে নেতৃত্বের অভিলাষ আবিষ্কার করে বলেছিল,

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى اٰلِهَتِكُمْ، إِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ يُّرَادُ- مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ- 'আমরা ইতিপূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদের মুখে এসব কথা শুনিনি। নিশ্চয়ই নূহের এই আন্দোলনের পিছনে নেতৃত্বের দূরভিসন্ধি রয়েছে' (ছোয়াদ ৬)। সাড়ে নয় শত বছরের দিনরাত একটানা দাওয়াতে তেমন কোন ফল লাভ না হওয়ায় বরং উল্টা মিথ্যা তোহমতে অধৈর্য হয়ে তিনি নিজ কওমের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে বদ দো'আ করেন এই বলে যে,

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا- 'হে আল্লাহ এই যমীনের উপরে আপনি কাফেরদের একটি বসতিও রাখবেন না' (নূহ ২৬)। তাঁর দো'আ কবুল হ'ল এবং গযব নেমে এলো। তূফানে দুনিয়া ধ্বংস হ'ল। ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম নিজ পিতা ও বংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হ'লেন। অতঃপর শাসক নমরূদের কোপানলে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হ'লেন। মূসা (আঃ) প্রথমতঃ গোষ্ঠীগত হিংসার শিকার হলেন ও পরে ফেরাঊনের ভয়ে দেশ ছাড়লেন। ঈসা (আঃ) নিজ গৃহেও রেহাই পেলেন না। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন।

প্রশ্ন হ'ল সমাজ সংস্কারের এই কঠিন ঝুঁকি নেওয়ার পরিনাম যখন এতই মর্মান্তিক, তখন এই ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন কি? উত্তর হ'ল এই যে, ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যেই সমাজের জীবন নিহিত। যেমন কিছাছের মধ্যে মানুষের হায়াত নিহিত। কিছু লোকের এই দায়িত্ব পালন করার

ফলে নিজের ছেলে মেয়ে ও ভবিষ্যত প্রজন্ম তথা সমগ্র সমাজ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কেননা ধর্মহীন সমাজ পশুর সমাজ বৈ কিছুই নয়। আর সেই সমাজে কোন ভাল সন্তানও ভাল থাকতে পারে না। সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সত্যিকার অর্থে ধার্মিক তথা নৈতিকতা সম্পন্ন লোকদের উপরেই। সে কারণ মানুষকে এলাহী ধর্মে উদ্বুদ্ধ ও সে পথে পরিচালনা করা মানুষের নিজ স্বার্থেই অপরিহার্য।

শেষ নবী (ছাঃ) -এর আগমনের পরে আর কোন নবী আসবেন না। সমাজ সংস্কারের এই গুরু দায়িত্ব এখন মুমিন সমাজের উপরে। শুধু নিজ আয়ত্বাধীন এলাকা নয়। বরং বিশ্ব সংস্কারের দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, كنتم خير امة... 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা সর্বদা নেক কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ হ'তে লোকদের বিরত রাখবে' (আলে ইমরান ১১০)। এই দায়িত্ব সার্বিকভাবে সকল মুমিনের উপরে থাকলেও সকলে ঐ দায়িত্ব পালন করে না বা করার যোগ্যতা রাখেনা। সেজন্য আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, ولتكن منكم امة 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ভাল কাজের হুকুম দেবে ও অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করবে' (আলে ইমরান ১০৪)। এখানে 'খায়ের' বা কল্যাণের দিকে অর্থ কুরআন-হাদীছের দিকে। এই দলকে অবশ্যই দ্বীনী ইল্‌মে পারদর্শী হ'তে হবে। যারা সর্বদা স্বীয় জাতিকে জান্নাতের পথে দাওয়াত দিবে ও জাহান্নাম হ'তে হুঁশিয়ার করবে এবং এভাবে জাতিকে সর্বদা কল্যাণের পথে ধরে রাখবে। যেমন আল্লাহ বলেন فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ– 'তোমাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে কেন একটি দল দ্বীনী ইল্‌ম হাছিল করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে না? অতঃপর তারা ফিরে এসে তাদের স্ব স্ব কওমকে হুঁশিয়ার করবে' (তওবাহ ১২২)। অতএব সমাজ সংস্কারকের জন্য কুরআন ও হাদীছের ইলমে পারদর্শী হওয়া যরূরী। এটা ফরযে কেফায়াহ। প্রত্যেক এলাকার কিছু বিদ্বান যদি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাহ'লে অন্যদের জন্য এই ফরযে কেফায়া আদায় হবে। নইলে সকলের উপরে দায়িত্ব বর্তাবে জানাযার ছালাতের ন্যায়। এই দায়িত্ব যদি কেউ পালন না করেন, তবে ঐ ফরয তরক করার গোনাহ সকলের উপরে বর্তাবে।

অতএব দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের মূল দায়িত্ব আলেমদের উপরে। তাই বলে অন্যেরা দায়িত্ব মুক্ত নন। তাঁরা আলেমদের সাথী ও সহযোগী হবেন। যেমন ফেরাঊনের নিকটে দাওয়াত দিতে যাওয়ার সময় মূসা (আঃ)-এর সাথী হিসাবে ভাই হারূণকে আল্লাহ পাক অনুমতি দিয়েছিলেন (ত্বা-হা ২৯-৩১)। আমাদের রাসূলের (ছাঃ) সাথী হিসাবে আল্লাহ পাক খাদীজা, আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ) প্রমুখ সেরা ব্যক্তি বর্গকে নির্বাচন করেছিলেন। এখানে একটি বিষয় প্রাণিধান যোগ্য যে, রাসূলগণ ছিলেন মাছূম বা অভ্রান্ত। কিন্তু আলেমগণ অভ্রান্ত নন। সুতরাং রাসূলের সাথীগণ রাসূলের প্রতি আনুগত্য করবেন নিঃশর্তভাবে। কিন্তু আলেমদের সাথীগণ আলেমদের ভুল সিদ্ধান্তগুলিকে ভুল হিসাবেই গণ্য করবেন ও তা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং নিঃশর্তভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবেন। তাঁরা আলেমগণকে ছহীহ ও বিশুদ্ধ পথে জানমাল দিয়ে সহযোগিতা করবেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক আসামীকে কঠোর দণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তেহামার জনৈক সাধারণ ব্যক্তি হামাল বিন মালিক তাঁকে উক্ত বিষয়ে হাদীছ শুনিয়ে দিলে তিনি ফিরে আসেন ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন (আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনুমাজাহ; শাফেঈ, আর-রিসালাহ পৃঃ ৪২৭-২৮)।

ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হিঃ) স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ কে ধমকের সুরে বলেন

ويك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه منى فإنى قد أرى الرأىَ اليوم فأتركه غداً وارى الرأى غدا واتركه بعد غد– رواه الخطيب فى تاريخه باصناد متصل–

'হে ইয়াকুব তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি আমার সব কথা লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে ফৎওয়া দেই, কালকে তা পরিত্যাগ করি কালকে যে ফৎওয়া দেই পরশু তা পরিত্যাগ করি' (তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ)। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) স্বীয় প্রধান শিষ্য মুযানীকে বলেন, 'হে মুযানী! আমি যাই বলি তাই মেনে নিয়ো না। বরং তুমিও চিন্তা কর। কেননা এটা দ্বীন' (ইকদুল জীদ পৃঃ ৯৭)।

বুঝা গেল যে, বিদ্বানদের অনুসরণের সময় চোখ কান খোলা রাখতে হবে এবং তাদের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কথা গুলিই কেবল গ্রহণ করতে হবে।

সমাজ সংস্কারের জন্য আলেমদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি দায়িত্ব রয়েছে ইসলামী সংগঠনের নেতা ও মুসলিম সমাজ নেতা ও শাসন কর্তৃপক্ষের উপরে। কারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করে থাকে। তারা ইচ্ছা করলে সমাজকে অনেক সহজে দ্বীনের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারেন। অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের নীচে যে সাত শ্রেণীর মুমিন ছায়া পাবেন, তাদের প্রথম পাবেন

ন্যায় পরায়ণ নেতা বা শাসক (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১ 'ছালাত' অধ্যায়)। এক্ষণে যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হন, আর নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সামলাতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহলে তাদের জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন–

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قال سَمِعْتُ رسولَ الله (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ–

'আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে কিছু লোকের অভিভাবক নিয়োগ করেন, অতঃপর সে খেয়ানত কারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করেন দেন' (মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায় হা/১৪২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৮৬,৮৭)।

সংস্কারকের গুণাবলী

সমাজ সংস্কারক নেতৃবৃন্দের জন্য পবিত্র কুরাআনে প্রধানত চারটি গুণ বর্ণিত হয়েছে । যেমন তাকে ইলমে শরীয়তে অভিজ্ঞ হ'তে হবে। (২) সু স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে হবে (৩) ক্ষমতাশালী হ'তে হবে (৪) আমানতদার বা সত্যনিষ্ঠ হ'তে হবে' (বাকরাহ ২৪৭, নমল ৩৯, ক্বাছাছ ২৬)।

আমাদেরকে উপরোক্ত গুণাবলী যেমন অর্জন করতে হবে তেমনি সমাজের বুকে ক্ষমতাশালী হয়ে টিকে থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ..

'শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকটে দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিক প্রিয়' (মুসলিম, মিশকাত 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অধ্যায় হা/৫২৯৮)। সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে আল্লাহ্র সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছাহীহ হাদীছকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। যোগ্যতর ব্যক্তিগণ নেতৃত্ব দিবেন। অন্যরা জান দিয়ে, মাল দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম, সমাজনেতা ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ভাইদেরকে এ ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে হকপন্থীদেরকে জামা'আতবদ্ধ হ'তে হবে ও শক্তি অর্জনের মাধ্যমে ওদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্মের নামে রাজনীতির নামে, অর্থনীতির নামে, সংস্কৃতির নামে এক কথায় ধর্মীয় ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে যেসব জাহেলিয়াত জমাট বেঁধে আছে, এগুলিকে প্রথমে নিজ জীবন ও পরিবার থেকে হটাতে হবে ও ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে অপসারণ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সার্বিক সমাজ সংস্কারে নামতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

ছাহাবা চরিত

যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ)

(মৃত্যুঃ ৩৬ হিঃ/৫৯৬-৬৫৬ খৃঃ)

-আখতারুল আমান

যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। তিনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই ছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর ফুফু ছাফিয়্যাহ হ'লেন তার মাতা। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য সদা নিবেদিত প্রাণ থাকতেন এবং তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করতেন। বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে দশজনকে জান্নাতবাসী হওয়ার শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম হ'লেন হযরত যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ)। তার জীবন চরিত আয়নার মত স্বচ্ছ। দীর্ঘ পনেরটি বছর জাহেলী যামানায় অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু কোন দিন কোন সময় মূর্তিকে সিজদা করেননি। এমনকি জাহেলী যুগের কোন কাজই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি।

নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কখন মিথ্যা আরোপ করা হয়ে যায়, এ আশংকায় তিনি কম হাদীছ বর্ণনা করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৮। তন্মধ্য হ'তে বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন দু'টি হাদীছ। বুখারী একক ভাবে বর্ণনা করেছেন চারটি হাদীছ, আর মুসলিম বর্ণনা করেছেন একটি।[১]

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম যুবায়ের, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ, উপাধি হাওয়ারীয়ে রসূল (রাসূলের (ছাঃ) সাহায্যকারী), পিতার নাম আল-আওয়াম বিন খুওয়াইলিদ। মাতার নাম ছাফিয়্যা বিন্তে আব্দুল মুত্ত্বালিব।

বংশ তালিকা ঃ

যুবায়ের বিনুল আওয়াম বিন খুওয়াইলিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যা বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুর্‌রাহ বিন কা'ব বিন লুআই বিন গালিব বিন ফিহ্র।[২]

দৈহিক গঠনঃ

তিনি সাদা বর্ণের ও সুশ্রী ছিলেন। বেশী লম্বা ছিলেন না। বেশী খাটোও ছিলেন না (অর্থাৎ মধ্যম গঠনের ছিলেন)। দাড়িগুলি পাতলা ছিল এবং চুল অধিক ছিল। তিনি নরম হৃদয়ের ছিলেন।[৩]

---

১. তারীফুম বিররুওয়াত,পৃঃ ৫২৩।
২. আবূ নুসাইম ইসপাহানী, মা'আ-রেফাতুছ ছাহাবা ১/৩৪৪।
৩. তারীফুম বিররুওয়াত; মা'আ-রেফাতুছ ছাহাবা; আল-আশারাহ, আল-মুবাশ শারূনা বিল জান্নাহ দ্রষ্টব্য।

ইসলাম গ্রহণঃ

তিনি ষোল বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হেশাম বিন উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, যুবায়ের যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর।[৪] ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে হযরত যুবায়ের (রাঃ) অন্যান্য মাযলূমদের ন্যায় নির্যাতিত হয়েছিলেন। কথিত আছে,তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মাদুরে শায়িত করে উক্ত মাদুরে অগ্নি সংযোগ করে দিত, আর বলত, তুমি কুফরীতে ফিরে আস। তখন তিনি নির্দ্বিধায় ও নির্বিঘ্নে বলতেন, আমি কস্মিনকালেও কুফরী করবো না।[৫]

তাঁর মর্যাদাঃ

১। আব্দুর রহমান বিন 'আউফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আবূবকর জান্নাতে (যাবে), ওমর জান্নাতে (যাবে), উছমান জান্নাতে (যাবে), আলী জান্নাতে (যাবে), ত্বালহা জান্নাতে (যাবে), যুবায়ের জান্নাতে (যাবে), আব্দুর রহমান বিন 'আউফ জান্নাতে (যাবে), সা'দ বিন আবূ ওয়াক্ক্বাস জান্নাতে (যাবে), সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতে (যাবে) ও আবূ ওবায়দাহ বিনুল জাররাহ্ জান্নাতে (যাবে)।[৬]

২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,নবী করীম (ছাঃ) খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে ডাকলেন। হযরত যুবায়ের তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার তাদেরকে ডাকলেন এবারও যুবায়ের ডাকে সাড়া দিলেন, তিনি পুনরায় তাদেরকে ডাকলে এবারও যুবায়ের (তাঁর) ডাকে সাড়া দিলেন। তখন নবী করীম(ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য 'হাওয়ারী' (সাহায্যকারী) থাকে আর আমার 'হাওয়ারী' হ'ল যুবায়ের।[৭]

৩। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, খন্দকের (যুদ্ধের) দিন মহানবী (ছাঃ) আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ পূর্বক বলেছিলেন, হে যুবায়ের! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হউক।[৮]

৪। ওরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে (আমার খালা) আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম তোমার দুই পিতা ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখম জনিত ব্যথ্যা পাওয়ার পরেও। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি (দুই পিতা দ্বারা) আবূবকর ও যুবায়ের (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করেছিলেন।[৯]

৫। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন হেরা পর্বতে ছিলেন, এমতাবস্থায় পাহাড়টি হেলতে শুরু করল, তখন নবী (ছাঃ) বললেন, হে হেরা পর্বত! স্থির হও। কারণ তোমার উপরে উপবিষ্ট রয়েছেন, নবী (ছাঃ), সিদ্দীক্ব (অধিক সত্যবাদী) ও শহীদ। সে সময় তার উপরে উপবিষ্ট ছিলেন, মহানবী (ছাঃ), আবূবকর, ওমর, উছমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের সা'দ বিন আবূ ওয়াক্ক্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুম।[১০]

৬। হেশাম বিন ওরওয়া হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়ের (রাঃ) তাঁর ছেলেকে জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) -এর সকাল বেলায় অছিয়ত করেছিলেন আর বলেছিলেন, আমার এমন কোন অঙ্গ নেই যা ক্ষত হয়নি, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে।[১১]

সাহসিকতা ও বীরত্বঃ

তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর ছিলেন। ইসলামের প্রারম্ভে নবী (ছাঃ) অতি গোপনে আরক্বাম -এর বাড়ীতে দাওয়াতী কার্য পরিচালনা করতেন। যাঁরা ইসলাম এনেছিলেন তাঁরা সবাই আরক্বাম -এর বাড়ীতে সমবেত হ'তেন এবং নবী (ছাঃ) তাঁদেরকে দ্বীনী প্রশিক্ষণ দিতেন।

কথিত আছে যে, নবী (ছাঃ) -এর সকল সহচর আরক্বামের বাড়ীতে সমবেত রয়েছেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -কে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর যুবায়ের (রাঃ) -এর কর্ণকুহরে পৌঁছতে-ই স্বীয় তরবারী খানা খাপ হ'তে খুলে বিজলীর ন্যায় দ্রুত বেগে বের হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর সাক্ষাৎ পেয়ে গেলেন। নবী (ছাঃ) তাঁকে তাঁর এভাবে পথে বেরিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সব খুলে বললেন। এতদশ্রবণে নবী (ছাঃ) তাঁর জন্য ও তাঁর তরবারীর জন্য বিজয় লাভ ও সাহায্য প্রাপ্তির দো'আ করলেন।[১২]

ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন যুবায়ের (রাঃ) দেখলেন যে, মুসলমানগণ রোমক সৈন্যদের সম্মুখে টিকতে না পেরে পশ্চাদমুখী হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি আল্লাহ আক্বার বলে চিৎকার করতঃ একাই রোমক সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও তরবারী দ্বারা কাফেরদের শিরচ্ছেদ করতে লাগলেন।[১৩]

---

৪. মা'আ-রেফাতুছ ছাহাবা ১/৩৪৬।
৫. তদেব ১/৩৪৭।
৬. তিরমিযী হাদীছ নং ৩৯৯৪; ছহীহ তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ।
৭. বুখারী, হাদীছ নং ৬৭৫৩; মুসলিম হাদীছ নং ১৬৪৩।
৮. মুসলিম হা/১৬৪৩।
৯. মুসলিম হা/১৬৪৫। আবূবকর (রাঃ) উরওয়া (রাঃ)-এর নানা ছিলেন। উক্ত হাদীছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নানা-নাতীর সম্পর্ক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। ছহীহ হাদীছে নবী (ছাঃ) স্বীয় নাতী হাসান-হুসাইনকে ছেলে বলেছেন, ভাই বলেননি। অথচ আমাদের দেশের প্রথা এমন হ'য়ে গেছে যে, নাতীকে ভাই বলে স্নেহ না করলে মনের তৃপ্তি আসে না। নিঃসন্দেহে এটি একটি কুসংস্কার যা সংশোধন করা অপরিহার্য।
১০.মুসলিম হা/১৬৪৬।
১১. তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৯৯৩, আলবানী, ছহীহ তিরমিযী।
১২. আল-আশারাহ আল-মুবাশ্শারূনা বিল জান্নাহ পৃঃ ১৩২।
১৩. তদেব পৃঃ ১৩২।

শাহাদাত বরণঃ

উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন যুবায়ের (রাঃ) আলী -এর বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধে আলী (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) মুখোমুখী হ'লে আলী যুবায়েরকে বলেছিলেন, তোমার সর্বনাশ হোক হে যুবায়ের! কে তোমাকে এখানে বের করে এনেছে? তোমার কি স্মরণ নেই ঐ দিনের কথা, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম বনী কোরায়যায়, তিনি আমার দিকে দেখে হেসেছিলেন, আমিও তাঁর দিকে (দেখে) হেসেছিলাম। তখন তুমি তাঁর সাথেই ছিলে। তুমি বলেছিলে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'আলী তার অহংকার ছাড়ে না, তখন তিনি তোমাকে বলেছিলেন, ওর কাছে কোন অহংকার নেই। তুমি কি তাকে ভালোবাস হে যুবায়ের? তখন তুমি বলেছিলে, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাঁকে ভালোবাসি। তখন নবী (ছাঃ) তোমাকে বলেছিলেন, হে যুবায়ের! আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় তুমি অচিরেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অন্যায় ভাবে'। এতদশ্রবণে যুবায়ের বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ্র শপথ! যদি ঐ কথা আমার স্মরণে থাকতো তবে আমি (স্বীয় ঘর হ'তে) বেরই হ'তাম না। আলী (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে যুবায়ের! ফিরে যাও। তিনি বললেন, কিভাবে এখন ফিরে যাব? এখন তো উভয় পক্ষ মুখোমুখী। এতো একটি লজ্জার বিষয় যা দূর করা যাবে না। আলী (রাঃ) বললেন, লাঞ্ছনা নিয়ে ফিরে যাও, একসাথে লাঞ্ছনা ও অগ্নি বহন করার পূর্বে'। যুবায়ের (রাঃ) ফিরে গেলেন।

'ওয়াদীউস্ সেবা' (সেবা, উপত্যকা) -তে এসে পৌঁছলে আমর বিন জারমুয তাঁর পশ্চাদ অনুসরণ করে। তিনি ছালাতের জন্য সওয়ারী হ'তে নামলেন। এমতাবস্থায় সেই নরপশু আমর বিন জারমুয তাঁকে স্বীয় তরবারী দ্বারা আঘাত হানলে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবেই সেই প্রতাপশালী, জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত, নবী (ছাঃ)-এর হাওয়ারী, আবূবকর (রাঃ)-এর জামাতা হযরত যুবায়ের বিনুল আওয়াম (রাঃ) ৩৬ হিজরীতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। ইন্না-লিল্লাহে.....।

আলী (রাঃ) যুবায়ের (রাঃ)-এর হত্যার সংবাদে মর্মাহত হ'লেন ও তাঁর ঘাতক আমর বিন জারমুযকে জাহান্নামের শুভ সংবাদ দিলেন। যুবায়ের -এর তরবারী খানা স্বীয় হস্তে উত্তোলন করে বেদনার সুরে বলতে লাগলেন, এ তো সেই তরবারী যা বহুকাল ধরে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেহারা মুবারক হ'তে বালা-মুছীবত অপসারণ করেছে'। উক্ত মর্মান্তিক ঘটনার পর হ'তে আলী (রাঃ) উক্ত ঘাতক আমর বিন জারমুযকে বিতাড়িত করেন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান।[১৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সালাফে ছালেহীনের পথে পরিচালিত করুন! আমীন!!

১৪. তদেব পৃঃ ১৩৩।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-আব্দুস সামাদ সালাফী

জানুয়ারী'৯৮ সংখ্যার উত্তরঃ

১। উক্ত স্বামী ছিল এক লোকের গোলাম (ক্রীতদাস)। সে লোক গোলামের সাথে নিজ মেয়ের বিয়ে দেয় এবং ব্যবসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠায়। সে বিদেশে গিয়ে ব্যবসা করছিল। ইতিমধ্যে মালিক মারা যায় এবং একমাত্র সেই মেয়েকে ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হিসাবে ছেড়ে যায়। কাজেই গোলামের স্ত্রী এখন তার মালিক হয়ে যায় এবং সে কারণেই তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কারণ গোলামের সাথে মালিক (যদি সে স্ত্রী লোক হয়) বিয়ে জায়েয নয়। অতএব উক্ত স্ত্রী গোলামের মালিক হওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইদ্দতের পর সে অন্যত্র বিয়ে করে এবং উক্ত গোলামকে এধরণের ফরমান জারী করে।

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যার উত্তরঃ

১। স্ত্রী খেজুরের সমস্ত বীচি গুলোকে পৃথক করে দিবে।

২। তিনজন লোক ব্যবসার জন্য বিদেশে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ওখানেই বেশ কিছুদিনের জন্য থেকে যায় এবং অন্য দু'জন চলে আসে। যারা চলে এসেছিল তারা বলেছিল, আমাদের সাথী মারা গেছে। সে মারা যাওয়ার সময় অছিয়ত করে গেছে, তার ঘর খানা দিয়ে মসজিদ তৈরী করতে। তাদের কথা মত তার ঘরকে মসজিদে পরিণত করা হ'ল এবং ঐ ব্যক্তির স্ত্রী ইদ্দৎ পালন করার পর এই ইমামের সাথে বিয়ে করল। যারা জামা'আত করে ছালাত আদায় করছিল, তাদের একজন এই ইমাম এবং দু'জন সেই ব্যবসায়ী (স্বাক্ষী)। ইমাম ডান দিকে তাকিয়ে দেখলেন ক'জন লোক বলাবলি করছে যে, গত সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখা গেছে, আমরা সময় মত জানতে না পারায় ঈদ করতে পারিনি। যারা কথাবার্তা বলছিল, তাদের মধ্যে ইমাম ছাহেবের স্ত্রীর পূর্বের স্বামীও ছিল।

সমাধান হচ্ছে এই যে, (১) ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেল। (২) স্বামী যেহেতু মারা যায়নি সেহেতু ২য় বিয়েও হয়নি। কাজেই ইমাম ছাহেবের স্ত্রী হারাম হয়ে গেল। (৩) ঐ লোক মারা যায়নি কাজেই তিনি অছিয়তও করেননি, তাই মসজিদ ভেঙ্গে তার ঘর তাকে দিয়ে দিতে হ'ল। (৪) মুক্তাদীগণ মিথ্যা কথা বলার কারণে অবৈধ বিয়ে ও মিলন হয় (ইমাম ছাহেবের সাথে)। কাজেই তাদের প্রতি 'হদ' ওয়াজিব হয়ে যায়। (৫) ইমাম ছাহেবের কাপড় অপবিত্র ছিল, পানি না পাওয়ার কারণে ঐ কাপড়েই ছালাত রত ছিলেন। বাম দিকে তাকালে তিনি পানি দেখতে পান। সেকারণে ছালাত বাতিল হয়ে যায়।

৩। উপরের স্ত্রী নীচে ও নীচের স্ত্রী উপরে চলে যাবে। এবার স্বামী যার নিকট ইচ্ছা যেতে পারবে, এতে স্ত্রীদের উপর তালাক হবেন।

৪। এয়্যাস বিন মু'আবিয়ার ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ
(১) মেয়েরা যখন বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করান তখন স্তন গুলি ভারী হয়। ফলে উঠাবসা করতে অসুবিধা হয়। কাজেই উঠাবসা করার সময় স্তনে হাত দিয়ে থাকে, যাতে কষ্ট কম হয় (২) অন্যজন খুব লজ্জাবতি। সে অত্যন্ত সংযত হয়ে বলেছিল, আর এটা কুমারী বা অবিবাহিতা মেয়েদের লক্ষণ (৩) ৩য় জন এসে এলোমেলো হয়ে কোন দিকে না দেখে কারো তোয়াক্কা না করে বসে পড়েছিল। আর এটা সাধারণতঃ বিধবা মেয়েরাই করে থাকে।

৫। জীবন্ত পশু বা প্রাণী যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন তার শ্বাসের সাথে যে গ্যাস বের হয়, তাতে জলীয়বাষ্পের কারণে সামনের জিনিষ ভিজে যায়। ঐ সাপটি যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছিল তখন গর্তের মুখটা ভিজে যাচ্ছিল এবং যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল তখন শুকিয়ে যাচ্ছিল।

এই সংখ্যার গল্পঃ

(১) এক লোক অন্য এক লোকের নিকট কিছু মাল আমানত রেখেছিল। পরে তার নিকট উক্ত মাল চাইলে সে অস্বীকার করে বলল, তুমি আমার কাছে কিছু রাখনি। ঐ ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে কাযী এয়্যাস বিন মু'আবিয়ার নিকট নিয়ে যায় এবং তাঁর নিকট এর সমাধান চায়।

কাযী ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় কার সামনে দিয়েছিলে? ঐ ব্যক্তি বলল, আমি তাকে অমুক জায়গায় দিয়েছিলাম। তবে ওখানে কেউ ছিল না। কাযী ছাহেব বললেন, তুমি যেখানে মাল দিয়েছিলে সেখানে কিছু ছিল? সে বলল, একটি গাছ ছিল। কাযী ছাহেব বললেন, তুমি সেখানে যাও, হয়ত তুমি ওখানে মাটিতে পুঁতে রেখেছ। সেখানে গেলে হয়ত মনে হয়ে যাবে এবং তোমার মাল পেয়ে যাবে। এই বলে বাদীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বিবাদীকে বাদী ফিরে আসা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে তিনি বিচার কাজে ব্যস্ত থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বিবাদীকে জিজ্ঞেস করলেন, বাদী যে গাছের কথা বলছিল সে গাছের নিকট কি সে এখন পৌঁছে গেছে? সে বলল, না। আরো সময় লাগবে। কাযী ছাহেব বললেন, শয়তান! তুই তার সম্পদ ফেরত দে। সে কাযী ছাহেবের নিকট করুণা ভিক্ষা চাইল। কাযী ছাহেব একজন লোককে তার হেফাযতের জন্য নিয়োগ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত বাদী ফিরে আসলে কাযী ছাহেব বললেন, এই আসামী তোমার মালের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এর নিকট থেকে তোমার মাল আদায় করে নাও।

(২) অনুরূপ আরো একটি ঘটনা ইবনে সাম্মাক বর্ণনা করেছেনঃ একদিন বাগদাদের এক মসজিদে প্রধান বিচারপতির নিকট একটি বিচার আসল। একজন বলল, জনাব আমি এই লোকের নিকট (১০) দশটি দীনার আমানত রেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে অস্বীকার করছে। তিনি কিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে? সে বলল, না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি যখন আমানত রেখেছিলে তখন কেউ দেখেছিল? সে বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কোথায় দিয়েছিলে? সে বলল, জনাব কার্খের এক মসজিদে। তিনি বিবাদীকে বললেন, তুমি হলফ (কসম) করতে রাযী আছ? সে বলল, হ্যাঁ। কাযী ছাহেব বাদীকে বললেন, তুমি ঐ মসজিদ থেকে কুরআন মজীদের একটি পাতা নিয়ে আস, ওটা দিয়ে তাকে কসম করানো হবে। বাদী চলে গেল এবং বিবাদীকে মসজিদে বসিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর কাযী ছাহেব বিবাদীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোক কি নির্ধারিত মসজিদে পৌঁছতে পেরেছে? সে বলল, না। কাযী ছাহেব বললেন, খায়েন! তুমি ওর দীনার দিয়ে দাও। পরে সে স্বীকার করে এবং উক্ত বাদী ফিরে আসলে তার টাকা দিয়ে দেয়।

(৩) এক ব্যবসায়ী ব্যবসা করে মোটা অংকের টাকা স্ত্রীর নিকট জমা রাখে। একদিন উক্ত টাকা হারিয়ে যায়। চোরে চুরি করেছে, এমন কোন নমুনা দেখা যায় না। কারণ সিঁদ কাটা নেই, ঘরের চাল বা ছাদও ছিদ্র নেই এবং বাক্স বা সিন্দুকও ভাঙ্গা নেই। লোকটি খুব চিন্তিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (আর এত টাকা খোয়া গেলে চিন্তিত হবারই কথা)। পথিমধ্যে খলীফা মানছূরের সাথে দেখা হ'ল। তিনি চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। খলীফা কললেন, একথা তুমি কারু সাথে আলাপ করেছ কি? বা কেও জানে কি? সে বলল, না।

খলীফা পকেট থেকে একটি আতরের শিশি বের করে তাকে দিয়ে বললেন, এটা তুমি ব্যবহার কর (এটা বিশেষ ধরনের আতর শুধু খীলফার জন্য তৈরী করা হ'য়ে থাকে এবং বাজারে পাওয়া যায় না)। লোকটি আতর নিয়ে গিয়ে নিজে কিছু ব্যবহার করল এবং কয়েকজন লোককে একটু একটু করে দিয়ে শহর থেকে বের হওয়ার রাস্তায় বসিয়ে দিল এবং বলে দিল যে, এই সুগন্ধি যার নিকট পাবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। এরপর বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, এই আতরটা রাখ। সে দেখল আতরটা খুব ভাল, তার বাড়িতে একজন নিকটাত্মীয় এসেছিল। সে তাকে এই আতর দিল। আত্মীয় নিজ বাড়ির পথে যাত্রা করল। যখন সে শহর থেকে বের হওয়ার পথে পৌঁছল, সেখানে বসে থাকা লোকেরা এই আতরের সুগন্ধি পেয়ে তাকে ধরে ফেলল এবং বলল, ভাই তোমার আতরের সুগন্ধি খুব ভাল, তুমি এই আতর কোথায় পেলে? সে বলল, বাজার থেকে কিনেছি। তারা বলল, কোথায়? কোন দোকান থেকে? সে উত্তর দিতে পারল না। পরে তাকে ধরে নিয়ে তারা ব্যবসায়ীর নিকট আসল এবং এ ঐ খলীফার নিকট আসল। তিনি তাকে হারানো টাকার কথা জিজ্ঞেস করলে, সে তা স্বীকার করে। খীলফা উক্ত ব্যবসায়ীকে বললন, তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর মালিক বানিয়ে দাও। সে তাই করল। খীলফা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। আসলে চোরতো বাহির থেকে আসে নাই। চোর স্ত্রী; কিন্তু চোর ধরার একি অভিনব কৌশল। তার ঘরে এই চোর স্ত্রী থাকলে সে কোন দিনই শান্তি পাবে না, একথা জেনে তাকে তালাক দিয়ে দেওয়া হল, এটাও কম বিচক্ষণতা নয়।

কবিতা

জাগো মুসলিম জাগো

-মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান

নব্য বর্বর যুগের বটবৃক্ষরা তল্পিবাহক যারা
ইসলামের ঝান্ডা দমানোর নেশায় লিপ্ত হয়েছে তারা
পাশ্চাত্যসেবী পংকিলে যাওয়া প্রগতিপন্থীরা
ধ্বংস করছে মুসলিমের 'ঈমান' ও 'আক্বীদা'
চাইছে তারা এ ধরাধামে শয়তানের আধিপত্য
সবাই মিলে দমন কর তারে, ছাড় সব ভবিতব্য
ঘুচিয়ে দাও, গুড়িয়ে দাও, শয়তানী কালো ঝান্ডা
পাশ্চাত্যসেবী প্রগতিপন্থীরা দেখুক ইসলাম যিন্দা
দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অবতারনা তারা করেছে এ শতাব্দীতে
মুসলিম তথা বিশ্বকে ঠেলে দিচ্ছে নোংরা ভোগবাদীতে
ডিস এন্টিনার বদৌলতে ছড়াচ্ছে কেবল যৌনতা
যার ফলে হয় দ্বীনের মৃত্যু, হারিয়ে যায় নৈতিকতা
জাগো মুসলিম জাগো আর হাতে তরবারী ধর
বস্তুবাদীর শৃংখল ভেঙ্গে কঠিন শপথ কর
হও সত্যবাদী আর ঈমানের অধিকারী
ভন্ডদের জারিজুরি সব হটাও তাড়াতাড়ি।

সৃষ্টির খেলা

-মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

ওগো বিশ্বের মালিক
বড় ইচ্ছে ছিল তোমার,
মোদের বানিয়েছ তাই,
শ্রেষ্ঠ সবার।
বানিয়েছ তুমি
আশরাফুল মাখলূকাত,
আরো বানিয়েছ
জাহান্নাম আর জান্নাত।
মোদের বানিয়েছ তুমি
নামে ইনসান,
বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছ
দিয়েছ মোদের জ্ঞান।
জীবনে চলা পথে
নাহি যেন করি ভুল,
পাঠিয়েছ তাই
নবী ও রাসূল।
ফকীরকে আমীর কর
আমীরকে ফকীর,
ধ্বংস করতে পার
সব কিছু পৃথিবীর।
তোমার একি মহিমা
আরশে বসে তুমি
চালাও দুনইয়া।

আত-তাহরীক

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী
আত-তাহরীক! তোমাকে জানাই প্রীতি,
তুমি যে এক বিস্ময়কর স্মৃতি।
ভ্রান্তপথে চালিত মুসলিমের তরে
তুমি এক অনন্য আন্দোলন,
তোমারই ছোঁয়াতে হবে সেই ভুলের সংশোধন।
সমাজ আজ কতনা স্বজ্ঞান, স্বচেতন
তবু কেন চলছে ধর্মে কর্মে বাড়াবাড়ি,
এই সন্ধিক্ষণে তুমি হবে সেই সঠিক দিক দিশারী।
তাই তো বলি, তুমি বিশ্বব্যাপী
তুলনাহীন এক অনন্য অবদান,
মুসলিম মিল্লাতে তাই হয়ে থেকো চির অম্লান।

অনির্বাণ আহুতি

-মুহাম্মাদ আবু আহসান

এখন বড্ড দুঃসময়!
ধর্মের নামে দলাদলি করে সমাজটা হচ্ছে ধ্বংসময়,
অন্যায়ের সাথে আর আপোষ নয়
প্রয়োজনে বারুদের গন্ধ ছড়াতে চাই,
কুরআনের আইন শুধু মসজিদের ভিতরে নয়
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখতে চাই॥
ইসলাম কি....
মসজিদ মাদ্রাসা মকতব তথা
বাড়ির মধ্যে মরবে ধুকে?
ইসলামকে গড়তে চাই
গ্রেনেড, বুলেট, অ্যাটমবোম, ক্রস, স্কট
মিসাইল, প্যাট্রিয়টের মত মারণাস্ত্র রূপে॥
মুসলিমের নয়নে আর

নির্যাতনের অশ্রু গড়াবে না
এবার ঝলসাবে ইসলামের বহ্নি বলয়।
মুসলিমের এখন বড্ড দুঃসময়।।
বিজাতির সাথে আপোষ নয়
চাই একটি উত্তপ্ত যুদ্ধ
আমাদের কোন দুর্বলতা নেই
পাপিষ্ট সমাজকে করবো শুদ্ধ॥
ইসলাম আর
আদাড়ে অনাবৃত থাকবে না
যাবে ঐ রাজাসনে
মুসলিম আর
বুটের নীচে চাপা থাকবে না
বরং ঐ বুট পরিহিতরা স্যালুট মেরে
দাঁড়িয়ে দেখবে ঐ মুসলিমকে।
মুসলিমের কণ্ঠে এবার
গর্জে উঠবে কুরআন-হাদীছের শ্লোগান।
মুসলিমের উপর চলবে না আর হুলিয়ার কষাঘাত।
প্রয়োজনে বিক্ষোভ হবে
ওরা কাউকে আর কারারুদ্ধ করতে পারবে না
প্রয়োজনে ভাঙব ঐ লৌহ কপাট॥
কোন মুসলিমকে আর ফাঁসির রজ্জুতে
ঝুলাতে পারবে না
ইসলাম এবার বিস্ফোরিত হবেই
কিন্তু!!
তার আগে চাই মুসলিম উম্মাহ্র ঈমানী ঐক্য
আর! সম্মিলিত সামাজিক বিপ্লব॥

মহিলাদের পাতা

উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)

-তাহেরুন নেসা

মা খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবী সহধর্মীণীদের মধ্যে সর্বপ্রথমা ও সর্বশ্রেষ্ঠা, বেহেশতী মহিলাদের প্রধান হযরত ফাতিমাতুয যাহ্রার মহীয়সী মাতা। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর এই মহীয়সী নারী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই একমাত্র মহিলা যাঁকে দুনিয়া থেকেই বেহেশতের খোশ খবর এবং সাথে সাথে স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সালাম জ্ঞাপন করা হয়েছিল। জাহেলী যুগের কোন প্রকার অন্যায় বা পাপ তাকে স্পর্শ করেনি বিধায় বাল্যকালেই তিনি 'তাহেরা বা পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিতা হয়েছিলেন এবং এই নামেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন পরিচিতা ও খ্যাতনামা। রূপে-গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। সতী-সাধ্বী ও পতিব্রতা এই বিদুষী মহিলার গুণাবলী বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

হস্তী বর্ষের ১৫ বছর পূর্বে ৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হযরত খাদীজা (রাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কুনিয়াত উম্মে হিন্দ ও লকব ছিল ত্বাহেরাহ। পিতা ছিলেন খুওয়ালিদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যা বিন কুছাই। তিনি কেবল একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন না বরং তার বিশ্বস্ততা, গাম্ভীর্য, সাহস আর দূরদর্শিতার কারণে সমগ্র কুরাইশের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। মাতা ফাতিমা বিনতে যায়েদা আমের বিন লুআই -এর বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বহু গুণ সম্পন্না ছিলেন, তার কন্যা খাদীজার (রাঃ) অনন্য সাধারণ গুণবত্তা থেকে তা অনুমান করা যায়।

শৈশব ও প্রাথমিক জীবনঃ

তৎকালীন প্রতিকুল পরিবেশে লেখা পড়ার কোন সুযোগ না পেলেও শৈশব কাল থেকেই হযরত খাদীজা (রাঃ) বুদ্ধিমতী ও নেকবখ্ত ছিলেন। এজন্যই হয়তবা আরব সমাজের অন্যান্য পরিবারে যখন নারীর স্থান ছিল একেবারেই নিম্নে, খুয়াইলিদ পরিবারে খাদীজার (রাঃ) স্থান ছিল তখন অতি উচ্চে।

বিবাহঃ

রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ) সঙ্গে বিয়ের আগে বিবি খাদীজার (রাঃ) দু'বার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম আবু হালাহ হিন্দ বিন নাবাশ তামীমী। আবু হালাহ্র ঔরসে তাঁর দু'টি

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্রের নাম হিন্দ- যিনি জাহেলী যুগেই মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হিন্দ -যিনি ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে কোন কোন রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়।

আবু হালাহ্র ইন্তিকালের পর আতীক বিন আবেদ মাখযূমীর সাথে দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় স্বামীও মারা যান। আর রেখে যান অগাধ ধন-সম্পদ। এর পর কিছুদিন তিনি একাকী থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম পেয়েও সকল প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এ অবস্থায় তিনি কখনও কা'বা গৃহে অতিবাহিত করেন, কখনও সমকালীন মহিলা গণকদের সাথে ব্যয় করে, কখনওবা তাদের সাথে তৎকালীন বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটাতেন।[১]

ব্যবসা-বাণিজ্যঃ

বার্ধক্যের কারণে এবং কোন পুত্র সন্তান না থাকায় খাদীজার (রাঃ) পিতা তাঁর সমস্ত ব্যবসায়িক দায়-দায়িত্ব কন্যার হাতে সোপর্দ করেন এবং চাচা আমর বিন আসাদের উপর তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পন করে কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পিতা ও দ্বিতীয় স্বামীর অর্পিত ব্যবসায়িক দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করতে থাকেন। একদিকে সিরিয়া অন্যদিকে ইয়ামন পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাঁর আরব, ইহুদী, খৃষ্টান সহ বহু কর্মচারী ও গোলাম ছিল। এ সময় তিনি এমন একজন যোগ্য মানুষ খুঁজছিলেন, যার হাতে ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। ইবনে ইসহাক হ'তে বর্ণিত আছে যে, যখন বিবি খাদীজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানতদারী সম্পর্কে অবগত হ'লেন, তখন তিনি হযরতের (ছাঃ) নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, তাঁকে তার চাইতে অধিক মাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। হযরত (ছাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ-সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।[২]

রাসূলের (ছাঃ) সাথে বিবাহঃ

সিরিয়া থেকে যুবক নবীর (ছাঃ) প্রত্যাবর্তনের পর হিসাব-নিকাশ করে আমানত সহ এত বেশী পরিমান অর্থ তিনি পেলেন, যা ইতিপূর্বে কোন দিনই পাননি। অধিকন্তু দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে হযরতের (ছাঃ) মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানতদারী ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর তিনি এতবেশী প্রভাবান্বিত হন যে, নিজের দাসী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ -এর মাধ্যমে হুযুরের (ছাঃ) নিকট সরাসরি বিয়ের পয়গাম পাঠান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিষয়টি পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে আলোচনা করেন। আবু তালিব এ ব্যাপারে হযরত খাদীজার (রাঃ) পিতৃব্যের সাথে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। এক শুভক্ষণে আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুই বান্দা ও বান্দী পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এই বিয়ের মোহরানা ছিল ২০টি উট। এ সময় বিবি খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর আর রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ) বয়স ছিল ২৫ বছর। খাদীজার (রাঃ) জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি।[৩]

সন্তান-সন্ততিঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ট ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভজাত। নবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম। অতঃপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যয়নব, রুকাইয়াহ, উম্মে কুলছূম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ্। দু'পুত্রই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করনে। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলমান হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদা লাভ করেছেন।[৪]

রাসূলের (ছাঃ) জীবনে তাঁর অবদানঃ

রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ) জীবনে হযরত খাদীজা (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহ্র নবীকে (ছাঃ) সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি যুগিয়ে, অভাব-অনটনে সম্পদ দিয়ে, প্রয়োজন মত প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তা তুলনাহীন। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, 'যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তখন তিনিই আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, যখন অপরেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তিনিই আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন, যখন অন্যেরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করেছিলেন এবং আল্লাহ আমার অন্য সব স্ত্রীর মাধ্যমে আমাকে কোন সন্তান দেননি। কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমাকে

১. তালেবুল হাশেমী, মহিলা ছাহাবী (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ১৮।
২. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানুবাদ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৪, গৃহীতঃ সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮৭-৮৮।
৩. আর রাহীক্ব পৃঃ ১১৫, গৃহীতঃ ইবনে হেশাম, ১ম খণ্ড ১৮৯ ও ১৯০।
৪, আর রাহীক্ব ১১৬।

সন্তান দ্বারা অনুগৃহীত করেছিলেন'।[৫]

নবুঅয়ত লাভের কয়েক বছর পূর্ব থেকেই হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন স্বামী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -কে তিনি খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। সাংসারিক চিন্তামুক্ত রেখে তার সাধনায় যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, স্বয়ং ফিরিশতা জিব্রীল তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ছহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীমের (ছাঃ) নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনি (খাদীজা) আগমন করছেন। তার নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী খাদ্যবস্তু ও পানীয় আছে। যখন তিনি আপনার নিকট এসে পৌঁছবেন, তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরী একটি মহলের শুভ সংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন প্রকার হৈ চৈ থাকবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি শ্রান্তি আসবে না'।

রাসূলের (ছাঃ) প্রথম অহি প্রাপ্তির পর ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত স্বামীকে যেভাবে সান্ত্বনা আর অভয়বাণী শুনিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভয় জড়িত দুরু দুরু বক্ষে কম্পিত কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যখন খাদীজাকে বলতে লাগলেন 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও' 'আমাকে চাদর মুড়ি দাও' (زمّلونى زمّلونى) তৎক্ষণাৎ খাদীজা স্বামীর আদেশ পালন করে চাদর জড়িয়ে দিলেন ও কিছুক্ষণ পরে কম্পণ দূর হ'লে যখন তিনি খাদীজাকে বললেন, হে খাদীজা! আমার একি হ'ল (يا خديجة ما لى)? অতঃপর সব ঘটনা শুনালেন ও বললেন, 'আমি মৃত্যুর আশংকা করছি' (قد خشيت على نفسى) তখন খাদীজা দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন,

كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق

'কখনোই নয়। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আপনাকে আল্লাহ কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার কানে, সত্য কথা বলেন, অন্যের বোঝা বহন করেন, অতিথি সেবা করেন ও হক বিপদে সকলকে সাহায্য করেন।[৬]

এতেই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না বরং বিষয়টিকে তিনি এত বেশী গুরুত্ব দিলেন যে, সেই মুহূর্তে স্বামী মুহাম্মাদকে (ছাঃ) সাথে নিয়ে নিজের অন্ধ ও বয়োবৃদ্ধ চাচাতো ভাই খৃষ্টান পণ্ডিত অরাক্বা বিন নওফেল -এর কাছে গেলেন। তিনি আরবী ভাষায় 'ইনজীল' লিখতেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন,

(هذا الناموس الذى انزل على موسى) 'এতো সেই ফেরেশতা যাঁকে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেছিলেন।

এই সাথে তিনি এমন কিছু বললেন- যাতে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল যে, 'অনতিবিলম্বে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) হ'তে যাচ্ছেন। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ নবী জীবনের একান্ত সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর গোপন বাহির সবকিছু খাদীজার নখদর্পণে ছিল। নবী চরিত্রে কোন গোপন দুর্বলতা থাকলে সবার আগে তাঁর নযরে ধরা পড়তে। বরং তিনি তাঁর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে গভীর ভাবে অবগত ছিলেন। আর সে কারণে 'অহি' নাযিলের বিষয়টিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ও দ্ব্যর্থহীন ভাবে নবীকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ঐ সময় খাদীজার মত আপনজনের জোরালো সমর্থন না পেলে নবী (ছাঃ)-এর পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা কষ্টকর হয়ে যেত।

প্রথম অহি প্রাপ্তির তিন বৎসর পর যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দ্বিতীয় দফায় সূরা মুদ্দাছছিরের মাধ্যমে অহিপ্রাপ্ত হ'লেন, তখন তিনি উদ্বেগাকুল কণ্ঠে স্ত্রী খাদীজাকে ডেকে বললেন, খাদীজা! আমার উপর হুকুম এসে গেছে মানুষকে হুঁশিয়ার করতে, তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতে। বলো কাকে আমি আহ্বান জানাই, কে আমার ডাকে সাড়া দেবে? স্বামীর কথার মর্ম উপলব্ধি করতে দেরী হ'ল না তাঁর। নির্দ্বিধায় দীর্ঘদিনের সংস্কার মুছে ফেলে পরিবেশের প্রতিকূলতা ও ভয়-ভীতির পরওয়া না করে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমিই সাড়া দিচ্ছি সর্বপ্রথম। আমি ঈমান আনছি আল্লাহ্র উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। আপনি যে বাণী এনেছেন সমস্তই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করছি। আবুল কাসেম! আপনি চিন্তা করবেন না, উদ্বিগ্ন হবেন না, আমি আপনার সঙ্গিনী'।[৭]

খাদীজার (রাঃ) এই আশ্বাস বাণী রাসূলের উদ্বেগাকুল মনে কতখানি আশার সঞ্চার করেছিল, তা কেবল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এরপর শুরু হ'ল নবী দম্পতির সংগ্রামী জীবন। সকল প্রকার আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে মা খাদীজা (রাঃ) ইসলামের গোপন প্রচার কার্যে রাসূলকে (ছাঃ) পূর্ণ সহযোগিতা দিতে থাকেন। এ সময় রাসূলের (ছাঃ) উপর কাফিরদের নির্যাতনে তিনি দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হ'লেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি বরং পরম ধর্যের সাথে স্বামীকে তার ব্রত পালনে সাহস যুগিয়েছেন। অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে তিনি হক -এর দাওয়াতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অত্যাচারিত, কর্মচ্যুত ও সমাজচ্যুত নও-মুসলিমদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি তার সমস্ত

৫. প্রাগুক্ত পৃঃ ২২৬; মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১১৮।

৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৭, গৃহীতঃ ছহীহ বুখারী 'অহি নাযিলের বিবরণ' অধ্যায়।

৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, নবী সহধর্মিনী পৃঃ ৩৩।

ধন-সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। নবুঅতের সপ্তম বছরে কুরাইশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিবকে 'শে'বে আবি তালিবে' অবরোধ করে। এই বিপদের সময় হযরত খাদীজাও (রাঃ) রাসূলের (ছাঃ) সাথে থেকে পুরা তিনটি বছর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বরদাশত করেন। মোটকথা সেই মহা দুর্যোগপূর্ণ সময়ে খাদীজাতুল কুবরা শুধুমাত্র রাসূলের (ছাঃ) দুঃখ-বিপদের সাথীই ছিলেন না বরং প্রতিটি বিপদ-আপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন কাফেরদের নিকট থেকে কোন কথা শুনতাম এবং আমার নিকট অসহনীয় মনে হ'ত, তখন আমি তা খাদীজাকে (রাঃ) বলতাম। খাদীজা আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাতো যে, আমার অন্তর শান্ত হ'য়ে যেত। আমার এমন কোন দুঃখ ছিল না যা খাদীজার (রাঃ) কথায় হাল্কা হ'ত না'।[৮]

রাসূলের জীবনের কঠোরতম সংকটময় সময়গুলিতে বিবি খাদীজার (রাঃ) এই সীমাহীন অবদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এত বেশী ভালবাসতেন যে, বিবি আয়েশার মত পতিপ্রাণা, জ্ঞানী ও খোদাভীরু মহিলা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত না হ'য়ে পারেননি। মা আয়েশা নিজেই বলেছেন, 'আমি কখনই রাসূলের (ছাঃ) অপর কোন সহধর্মিনীর প্রতি তেমন ঈর্ষাপরায়ন ছিলাম না। যেমন ছিলাম হযরত খাদীজার প্রতি। আমি অনেক সময় তাঁকে (রাসূল) তাঁর (ছাঃ) তাঁর (খাদীজার) প্রশংসা করতে শুনেছি এবং বলতে শুনেছি 'তাঁকে আল্লাহ বেহেশ্‌তে মণিমুক্তা খচিত একটি গৃহের শুভসংবাদ প্রদানের হুকুম দিয়েছেন'। আর যখনই তিনি [রাসূল (ছাঃ)] কোন ছাগল জবাই করতেন, তখন তার থেকে একটা বড় অংশ তাঁর (খাদীজার) বান্ধবীদের নিকট হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করতেন। -বুখারী

মৃত্যুঃ নির্বাসিত জীবনের অকল্পনীয় দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেও সে সময়ের অর্ধাহার, অনাহার, কু-আহার আর অনিয়ম হযরত খাদীজার (রাঃ) দেহকে ক্ষয়গ্রস্থ করে ফেলেছিল। ফলে সুস্থতা আর ফিরে পাননি। নবুঅতের দশম বছরের রামাযান মাসে ৬৫ বছর বয়সে এই মহিয়সী মহিলা রাসূলকে (ছাঃ) শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৯] (ইন্নালিল্লাহে.....রাযি'উন)।

উপসংহারঃ পরিশেষে বলব, মা খাদীজা (রাঃ) ছিলেন রাসূলের (ছাঃ) জীবনের সকল বিপদের বিশ্বস্ত সাথী, সংকট কালের সহগামিনী, নৈরাশ্যে আশার সঞ্চারিনী, আর দুঃখ-বেদনায় সান্ত্বনা দায়িনী। আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেও অনাগত ভবিষ্যতের রমনীকুলের জন্য রেখে গেছেন এক চির উজ্জ্বল ও চির অম্লান আদর্শ, যা উম্মতে মুসলিমার মর্ম মুকুরে চির ভাস্বর হয়ে আছে এবং চিরদিন এরূপ সমুজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে বিরাজমান থাকবে।

৮. মহিলা সাহাবী (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ২২।
৯. আর-রাহীক্ব পৃঃ ২২৫।

সোনামণিদের পাতা

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

হাতেম খাঁ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ নাহিদ হাসান, নূর আলম, তামান্না ইয়াসমীন, ইসরাত জাহান, ফয়সাল উদ্দীন, অলিউর রহমান, তারেক মাহমূদ, মাজদার আলী, জলি, টুম্পা, মুহাম্মাদ সুমন, নূরুল ইসলাম, যাকির হোসেন, আব্দুল হালীম, শামিম হোসেন, হাসান আলী, মুসাম্মাৎ পারভীন, সারমীন আখতার, শাকিলা, নিমা আখতার, শামীমা সুলতানা ও জাহিদুর রেযা।

শেখ পাড়া হড়গ্রাম, রাজশাহীঃ নাজনীন আরা, হালীমা, মাহফূযা, সানজীদা, রিযিয়া, খালেদা, আরজিনা, রাহেলা, তাসমিরা, জেসমিন নাহার, রহীমা, মারুফা, সৈয়দাতুন নেসা, কমেলা, ইসমাঈল, যাকারিয়া, হারুনুর রশীদ, মুমিনুল ইসলাম ও ছিদ্দীকুর রহমান।

ভালুকগাছী পাঁচানীপাড়া দাখিল মাদরাসা, রাজশাহী ঃ আব্দুল্লাহ, খলীলুর রহমান, যাকির হোসেন, মাহ্‌বূবুর রহমান, মুমতাহিনা, মুরতাজিনা, মুত্ত্বাহিরা, ময়না খাতুন, খাদীজা খাতুন, রশীদা খাতুন, যিল্লুর রহমান।

নওহাটা মদনহাটা, রাজশাহী ঃ আফযাল বিন আব্দুস সাত্তার, আবুল কাযেম, কাওছার, ময়না খাতুন, পারভীন আখতার ও রেজিনা খাতুন।

রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ শারমীন আখতার, শিউলী আখতার, লাভলী খাতুন।

নগর পাড়া হড়গ্রাম, রাজশাহী মহানগরীঃ শারমীন ফেরদৌস, শরীফা খাতুন, রাশীদা খাতুন, মমতা খাতুন, খালেদা, আয়েশা খাতুন এবং সীমা খাতুন।

হাড়ুপুর, রাজশাহী থেকেঃ উম্মে সীনা, মুশতারি জাহান, মাবিয়া খাতুন, জেসমিন আরা, আঞ্জুয়ারা, রোজিনা খাতুন, জাহানারা খাতুন, শাহিনা খাতুন, শারমীন আখতার ও ফাহ্‌মিদা রহমান।

সমসপুর (হাফেযিয়া মাদ্রাসা), বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ শাহ্‌জাহান ইসলাম, হেলালুদ্দীন প্রামানিক, মুযাফ্‌ফার হোসেন, বাবুল ইসলাম, আবু বকর ছিদ্দীক, বাবুল হোসেন, মামূনুর রশীদ, হেলালুউদ্দীন মৃধা, নূরুল হুদা, আব্দুল ওয়াহেদ, আব্দুল্লাহ্ ও এনামুল হক।

মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহীঃ যয়নুল আবেদীন, রইস উদ্দীন, বেলাল হোসেন, বাবুল হোসেন, সাঈদুর রহমান,

সোহেল রানা, আবুল হোসেন, বাবর আলী, শামসুল হোসেন, মকছুদ আলী, শেফালী খাতুন, রশীদা খাতুন, খাদীজা খাতুন, ডালমি খাতুন, মিনারা খাতুন, রোজুফা খাতুন, মমতায খাতুন, নিলুফার খাতুন ও শামসুদ্দীন।

হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ জেসমিন আখতার, আনজুমান খানম, মনজুরা খানম, মাসউদ রানা, জাহাঙ্গীর আলম ও তোফায্যল হোসেন।

মোল্লাপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ সারোয়ার কামাল, ফারহানা ইয়াসমীন।

হড়গ্রাম পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ শামীম আখতার, সাবিনা খাতুন, শেফালী, তানীয়া, শারমীন আখতার, তাসলীমা শিরীন, জাহিমা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমীন, সাথী খাতুন, তাহমিনা, কামরুন্নেছা, সেলিমা খাতুন, শাহানায, বিজলী খাতুন, শারমিন খাতুন, মুখতারুল ও ত্বাহেরা খাতুন।

০ পাইবান্ধা থেকেঃ মুহাম্মাদ আকরাম হোসেন, আবুবকর, শাহাদৎ হোসেন, সুজন আহমাদ, সুমন আহমাদ, মিযানুর রহমান, আলতাফ হোসেন, মশিউর রহমান, আব্দুল মতীন, আব্দুল বারী, আব্দুল ওয়াহেদ, হাবীবুর রহমান, আব্দুল মজীদ বিন যবান আলী।

০ সাতক্ষীরা থেকেঃ সাহারা পারভীন, রেহেনা খাতুন ও রাজু আহমাদ।

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১। মসজিদে নববী, মদীনা। মুসলিম শরীফ।

২। মদীনা। -বুখারী শরীফ।

৩। মক্কা ও মদীনা-মুত্তাফাকুন আলাইহ।

৪। হযরত ওছমান (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) ২২১০ টি এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ৫৩৭৪ টি।

বুখারী শরীফ- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী।

মুসলিম শরীফ - আবুল হুসাইন মুসলিম বিনুল হাজ্জাজ।

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত ধাঁধাঁ-র সঠিক উত্তরঃ

১। ধাঁ ধাঁ ২। চিংড়ীমাছ ৩। লবন ৪। ওড়না ৫। জিহ্বা।

এ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রহস্য কুইজ)ঃ

১। তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ সফল করার জন্য নওদাপাড়া মাদরাসার মাঠে একটি সারিতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক দাড়িয়ে আছে। শেষ দিক থেকে গুণে যদি মাঝের একজন স্বেচ্ছাসেবকের ক্রমিক নং ৭ হয়, তবে ঐ সারিতে মোট কতজন স্বেচ্ছাসেবক আছে?

২। বলতো সোনামণি, ফাতেমা তোমার কি হয়? সে যদি তোমার দাদার এক মাত্র ছেলের মেয়ে হয়?

৩। সুন্দরবনের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী হরিণ এবং বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। একস্থানে তাদের ২০টি মাথা এবং ৪৮টি পা থাকলে সেখানে কয়টি হরিণ এবং দোয়েল পাখি ছিল।

৪। নওদাপাড়া মাদরাসার একজন শিক্ষকের হাতঘড়ি প্রতি ৫৯.৫ মিনিটে ঠিক করতে হয়। তাঁর হাতঘড়িটি দ্রুতগামী না স্থিরগামী?

৫। একটি গাছের পাখি উড়ন্ত এক ঝাঁক পাখিকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কতগুলো যাচ্ছ? উত্তরে বলল, আমরা যত, আমাদের সামনে তত এবং পিছনে পোয়া, তোমাকে দিয়ে পুরাবো শ'।

এর সংখ্যার ধাঁ ধাঁ বুদ্ধি খাটাও ঃ

১। রেল লাইন আছে সেথা, চলে নাকো গাড়ী,
বড় বড় রাজপথ আছে, নেই কোন বাড়ী।
নদ-নদী সাগর আছে, নেই তাতে পানি,
গাছ-বৃক্ষ তরু-লতা কিছুই নাই জানি।

২। জলে স্থলে উভয়েতে কেবা করে বাস
কলসের মাঝে দেখ, থাকে বার মাস।
কলমের পেটে থাকে, কালি কিন্তু নয়
খুলনায় খুঁজলে পাবে ইহার পরিচয়।

৩। সাগরেতে জন্ম লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুলে ছেলে মরে একি সর্বনাশ।

৪। তিন অক্ষরে নাম মোর, সবাই ভালবাসে
আমায় নিয়ে কেউবা কাঁদে, কেউবা শুধু হাঁসে।

৫। নহি আমি বৃক্ষ তবু শাখা আছে মোর
সব সময় থাকি আমি মাথার উপর।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি সমাবেশ

গত ২৭.০২.৯৮ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ আছর (তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ -এর দ্বিতীয় দিন) নওদাপাড়া মাদ্‌রাসার হল রুমে এক 'সোনামণি সমাবেশ' এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে ৬টি জেলার প্রায় ৫০০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল। সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন সোনামণি-র পরিচালক কেন্দ্রীয় মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি শাখা পরিচালকদের ব্যাচ পরিয়ে দেন এবং সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। তিনি বলেন যে, এতগুলি সোনামণির একত্র সমাবেশ যেন বাংলাদেশের সকল শিশু-কিশোরদের জন্য এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই তিনি

এদেশের সকল শিশু-কিশোরকে 'সোনামণি' সংগঠনে যোগ দিয়ে রাসূলের (ছাঃ) আদর্শে জীবন গড়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

উল্লেখ্য যে,উক্ত সমাবেশে। 'সোনামণি সদস্য' ও সদস্যারা কুরআন তেলাওয়াত, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন।

রাজশাহী সাংগঠনিক জেলা এবং মহানগর কর্মপরিষদ সমাবেশের সার্বিক সহযোগিতা করেন ও সোনামণিদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেনঃ (১) মুহাম্মাদ রফীক (২) মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্ (৩) মুহাম্মাদ ওয়ালিউয্ যামান (৪) মুহাম্মাদ আবুবকর (৫) হুমায়ুন কবীর (৬) মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ।

সোনামণি সংলাপ

গত ২৭.০২.৯৮ ইং রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব, তাবলীগী ইজতেমা-'৯৮ এর স্টেজে এক আকর্ষণীয় 'সোনামণি সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপ পরিচালনা করেন- (১) মুহাম্মাদ ওয়ালিউয্ যামান, মহানগরী দপ্তর সম্পাদক ও (২) সোনামণি পরিচালক, মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। উক্ত সংলাপে নওদাপাড়া মাদরাসার ১২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৮ জন সোনামণি সদস্য এবং ৪ জন আগন্তুকের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। অংশ গ্রহণকারী সোনামণি সদস্যরা হচ্ছেঃ

(১) জাহিদুল ইসলাম (২) আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব (৩) জিয়াউল ইসলাম (৪) জিয়াউর রহমান (৫) মাসঊদ আলম মাহফূয (৬) শফীকুল ইসলাম (৭) মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ (৮) আলমাস আরাফাত এবং আগন্তুকঃ (১) মুহাম্মাদ ইকবাল হোসেন (২) আব্দুল্লাহেল কাফী (৩) ইমদাদুল হক (৪) মুছলেহুদ্দীন।

সংলাপ চলাকালে ৫০০ জন সোনামণি সদস্য-সদস্যা স্টেজের উভয় পার্শ্বে সুশৃংখল ও সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করছিল। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন- (১) নাজিমুদ্দীন (২) এরশাদ আলী (৩) আব্দুল আহাদ (৪) আব্দুল মোহাইমিন (৫) আব্দুল মুমিন (জেলা সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাজশাহী)। সোনামণি সংগঠনের ইসলামী গান এবং শ্লোগানের মাধ্যমে সংলাপের সমাপ্তি ঘটে। সংলাপটি নিম্নরূপঃ ছিল

সোনামণি সংলাপ

❐ চরিত্র বিশ্লেষণঃ (১) সোনামণি সদস্য-৮ জন (ক্রমিক নং ১ হ'তে ৮ পর্যন্ত) (২) আগন্তুক - ৪ জন (ক্রমিক নং ১ হ'তে ৪ পর্যন্ত)। (৩) সংলাপ পরিচালক -২ জন। প্রথমে সংলাপ পরিচালক এবং সোনামণি সদস্য স্টেজে আসবে এবং পরে আগন্তুক আসবে।

আগন্তুক-১ঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। (হাত ইশারা, মুছাফাহা উভয় হাতে এবং চুমা খাবে ও হাত বুকে ঠেকাবে)।

সোনামণি-১ঃ ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্ মুত্তাফাক আলাইহ, আবুদাঊদ মিশকাত হা/৪৬২৮, ৪৬৪৪। ওভাবে সালাম ও মুছাফাহা করার বিধান ইসলামে নেই। মুছাফাহা ডান হাতে করবে এবং নাহ্মাদুল্লা-হা অনাস্তগফিরুহু-তাগফিরুহ্ পড়বে তবে আবুদাউদ, মিশকাত হা/ ৪৬৭ হাদীছটি যঈফ।

আগন্তুক-১ঃ আচ্ছা ভাইয়া, তোমরা নাকি ছোট ছোট পোলাপনদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছ তার নাম কি?

সোনামণি-১ঃ আমাদের এই শিশুকিশোর সংগঠনের নাম 'সোনামণি'।

আগন্তুক-১ঃ এতো খুব সুন্দর নাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের মা ও বাপ আদর করে সোনামণি বলে ডাকে। বাংলাদেশে এমন সুন্দর নামে কোন সংগঠনের কথা আমার জানা নেই। তুমি জান কি 'সোনামণি'! এমন সুন্দর নামটি কে দিয়েছেন?

সোনামণি-১ঃ হ্যাঁ- জানি, পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে এ সুন্দর ও মজার নামটি নির্বাচন করেছেন, আমাদের মুহ্তারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

আগন্তুক-১ঃ আচ্ছা বন্ধু 'আমীর' কি?

সোনামণি-২ঃ আমীর হ'লেন নেতা। একটি নির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে জামা'আত বলে। আর জামা'আতের প্রধান হ'লেন আমীর। হাদীছে এসেছে-

من يطع الأمير فقد اطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى متفق عليه-

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা, করল সে আমারই অবাধ্যতা করল' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ৩৬৬১)।

আগন্তুক-১ঃ ভাইয়া! তোমরা তোমাদের নেতাদের কেমন সম্মান কর?

সোনামণি-২ঃ আমরা আমাদের নেতাদেরকে তাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মান করি। শুন তবে রাসূলের বাণীঃ

انزلوالناس منازلهم-

অর্থঃ 'মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মাতন দাও, মিশকাত হা/ ৪৯৮৯। (আবুদাঊদ)

আগন্তুক-২ঃ তোমরা কি তোমাদের সংগঠনের নামকরণের সেই আয়াত দু'টি জান?

সোনামণি-৩ঃ অবশ্যই জানি, শুন তবে- اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا، وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ- وَ هُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ- সূরা হজ্জ-২৩ ও ২৪ নং আয়াত।

আগন্তুক-২ঃ বলবে কি বন্ধু তোমাদের সংগঠন সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তারিত কিভাবে জানব?

সোনামণি-৩ঃ শুন বন্ধু,আত-তাহ্‌রীক নামে আমাদের একটি মাসিক পত্রিকা আছে- যা পড়লে তুমি 'সোনামণি' ছাড়াও অঢেল জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সেই পত্রিকায় দরসে কুরআন, দরসে ও হাদীছ, মহিলা ও সোনামনিদের পাতা, ছাহাবা চরিত্র, দেশ ও বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, মুসলিম জাহান এবং প্রশ্নোত্তর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে।

আগন্তুক-২ঃ আচ্ছা বন্ধু! সোনামণিদের পাতায় আবার কি থাকে?

সোনামণি-৪ঃ আমাদের জন্য অনেক শিক্ষামূলক ও মজার মজার বিষয় থাকে এ পাতায়। আমাদের পরিচালক ভাইয়া কুরআন-হাদীছ, ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধাঁ ও- মেধা পরীক্ষাসহ আনন্দদায়ক বহু রকম মধুসন্দেশ উপহার দেন। তাই আমরা প্রতিমাসে নতুন 'তাহরীক-এর' অপেক্ষায় চাতকের মত চেয়ে থাকি।

আগন্তুক-২ঃ (তোমাদের) তাহ্‌রীক-এর কোন কোন সংখ্যায় পড়লে সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে জানা যাবে?

সোনামণি-৫ঃ শুন তবে, অক্টোবর/৯৭ সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠা এবং নভেম্বর/৯৭ সংখ্যার ৩৪, ৪৭ ৪৮ পৃষ্ঠা পড়লে সোনামণি সংগঠন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।

আগন্তুক-২ঃ ভাইয়া! তোমাদের সংগঠনের কোন মূলমন্ত্র আছে কি?

সোনামণি-৫ঃ হ্যাঁ আছে। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া।এর দলিলঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ সূরা আহ্‌যাব-২১ নং আয়াত।

আগন্তুক-২ঃ খুব সুন্দর মূলমন্ত্র তো। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবলম্বনে এমন সুন্দর মূলমন্ত্র বাংলাদেশের কোন সংগঠনে আছে বলে তো শুনিনি।

আগন্তুক-৩ঃ হ্যালো ভাইয়া, সোনামণি সদস্যদের কি কোন গুণাবলী অর্জন করতে হয়?

সোনামণি-৫ঃ অবশ্যই। সোনামণি সদস্যদেরকে ১০টি গুণ অর্জন করতে হয়।

আগন্তুক-৩ঃ প্লীজ, আমাদেরকে ১০টি গুণাবলী শুনাবে কি?

সোনামণি-৬ঃ হ্যাঁ শুন তবে (১) জামা'আতের সঙ্গে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা (২) মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরুজন, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা (৩) ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা। (৪) মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ফজরের ছালাতের পরে হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলা (৫) নিয়মিত ক্লাসের বই অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা (৬) সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা (৭) বৃথা তর্ক, ঝগড়া, মারামারি এবং রেডিও -টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা (৮) আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করা (৯) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ঈমান রাখা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ্' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে শেষ করা। (১০) দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট ক্বিরাআত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

আগন্তুক-৪ঃ খুব সুন্দর গুণাবলী তো! এগুলি শুধু তোমাদের নয়, সমস্ত শিশু-কিশোরদের অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

আগন্তুক-৪ঃ আচ্ছা বন্ধু কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে আমার মধ্যে তুমি কি কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ?

সোনামণি-৭ঃ হাদীছের দৃষ্টিতে আপাততঃ তোমার মধ্যে আমি ৩টি ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি। (১) তোমার গলায় সোনার চেইন, (২) টাখনুর নীচে প্যান্ট (৩) হাতে তাবীয। রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে পোশাক পরা ও সোনার অলংকার পরা 'হারাম' এবং তাবীয ব্যবহার করা 'শিরক' ঘোষনা করেছেন। তুমি কিছু মনে করোনা মহানবী (ছাঃ) বলেন-

المؤمن مراة المؤمن-

অর্থঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। আমার আয়নায় তোমার ঐ ত্রুটি গুলি ধরা পড়েছে। তাই বললাম।

আগন্তুক-৪ঃ তোমাদের সাথে পরিচিত হ'য়ে আজ আমরা ধন্য। অ-নেক কিছু শিখলাম- যা আমরা কখনও শিখতে পারিনি।

সোনামণি-৮ঃ আমরাও তোমাদের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। আল্লাহ যাদের ভাল চান, ভাল বন্ধুদের সাথে তাদের মিলিয়ে দেন। শুন বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বাণী اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ، متفق عليه-

অর্থঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তারই সাথে থাকবে,, যাকে সে ভাল বাসে'। মুত্তাফাক আলাইহ। মিশকাত হা/ ৫০০৫।

আগন্তুক-৪ঃ আমরা সবাই তোমাদের সংগঠনের লক্ষ্য

অনুসারে সংগঠিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই। আল্লাহ আমাদের এ আকাংখা পূণ করুন।

সোনামণি-৮ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ তুমি আমাদের কবুল কর। আমীন!!

আত-তাহ্‌রীক

-জামিলা খানম

শিরক ও বিদ'আতের মাঝে
কে গো তুমি জিহাদী সাজে
সত্যকে করতে এসেছো পত্তন,
মিথ্যাকে করতে নিধন?
তুমি কোন সে নির্ভীক
আত-তাহরীক আত-তাহরীক।
নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডা নিয়ে
সোনামণিদের ডাকছো হাতছানি দিয়ে
তোমারি ডাকে সাড়া দিয়ে মোরা
ঘুম থেকে উঠেহয়েছি খাড়া।
তুমি কোন সে নির্ভীক
আত-তাহরীক, আত-তাহরীক।

সঞ্চয় করি

মুসাম্মাৎ মুরতাজিনা

পাঁচানি পাড়া মাদরাসা,ভালুকগাছী,রাজশাহী

সঞ্চয় করি প্রতিদিন
তাহ্‌রীক কেনার তরে।
আট আনা, চার আনা পেলে
অন্য খরচ না করে
রাখি আমি সেটাকে
ছোট্ট একটি ঘরে।
প্রতি মাসের মাঝে আমি
সেগুলি আব্বুর হাতে রাখি।
আব্বু বলেন, এগুলি তুই
পেলি কোথায় খুকি?
বলি আমি, এগুলোকে
রেখেছিলাম লুকি।
আব্বু এসে বলেন যখন,
খুকী! তাহ্‌রীক এনেছি,
খুশী হয়ে বলি আমি,
আমার তাহ্‌রীক আমি পেয়েছি।

ইচ্ছা

নাজনীন আরা (৭ম শ্রেণী)
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

আমি ছোট্ট সোনামণি,
আমার খুব ইচ্ছা করে
ছহীহ হাদীছ শিখতে,
জীবনটাকে আল্লাহ ও রাসূলের
পথে সুন্দর করে গড়তে।
আমার খুব ইচ্ছা করে
সত্য কথা বলতে,
মিথ্যাকে জীবন,
চির বিদায় করতে।
আমার খুব ইচ্ছা করে,
রাসূলের পথে চলতে
পাপ কাজ থেকে
মানুষকে সঠিক পথে আনতে।
আমার এই বাসনা
পূরণ কর আল্লাহ
এটাই মোর ইচ্ছা এটাই মোর কামনা।

এক দুই তিন

শারমীনা রহমান (৫ম শ্রেণী),
সপুরা, মিয়াঁপাড়া রাজশাহী

এক দুই তিন
আল্লাহ তাওফীক দিন।
চার পাঁচ ছয়
জ্ঞানার্জনে জয়।
সাত আট নয়
করব আল্লাহ্‌র ভয়।
একে শূন্য দশ
সত্য পথের যশ।

আশা

-এম, এ, তাহের (৬ষ্ঠ শ্রেণী)পীরগাছা, রংপুর

আমি হ'লাম ছোট্ট ছেলে
ছোট্ট আমার আশা।
বাংলা ভাষার মত আমি
শিখব আরবী ভাষা।
কুরআন হাদীছ পড়ে আমি
সত্য পথে চলব,
লোক সমাজে গিয়ে আমি
ছহীহ্‌ হাদীছ বলব।
আমার বড়ই আশা
মনোযোগে শিখব আমি
কুরআন-হাদীছের ভাষা।

পাঠকের মতামত

মাননীয় সম্পাদক ছাহেবকে ধন্যবাদ

মুহতারাম সম্পাদক ছাহেব! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু।

আপনার গবেষণামূলক দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ আমার জ্ঞানের খোরাক যোগাচ্ছে।

পত্রিকার প্রতিটি কলামই অন্যান্য সকল পত্রিকার তুলনায় তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পত্রিকা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে।

আর্থিক সহযোগিতা ও লেখনী দিয়ে সাহায্য করে এই পত্রিকাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

পরিশেষে আপনার গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি হৌক এই কামনায় -

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
ধর্মীয় শিক্ষক
বান্দাই খাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
আত্রাই, নওগাঁ

প্রগতিবাদী নগ্ন সভ্যতার ক্রান্তি লগ্নে 'আত-তাহরীকের' আত্মপ্রকাশ এক অচিন্তনীয় সাড়া জাগিয়েছে

'আত-তাহরীক' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। প্রগতিবাদী নগ্ন সভ্যতার এ ক্রান্তি লগ্নে মুসলিম সমাজ যখন এমনি একটি দিক দিশারী পত্রিকার তীব্র অভাব বোধ করে আসছিল, ঠিক সে মুহূর্তে বাস্তব ও গবেষণাধর্মী পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীকে'এর আত্মপ্রকাশ এক অচিন্তনীয় সাড়া জাগিয়েছে। আন্দোলিত করেছে ঘুমন্ত যুব শক্তিকে। এ পত্রিকার মাধ্যমে সমাজদেহ নৈতিকতার মানদন্ডে অধ্যাত্ম শক্তিতে বলীয়ান হবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এর সম্পাদক সহ সকলকে আন্তরিক মোবারকবা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে এর দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মাওলানা আব্দুছ ছবূর
সভাপতি
আইচপাড়া জামে মসজিদ কমিটি
সাতক্ষীরা

মাসিক আত-তাহরীক ইসলামী আদর্শহারা মানুষগুলোকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে

মুহতারাম সম্পাদক,
মাসিক আত-তাহরীক

সালাম মাসনূন বাদ আপনার প্রতি রইল অন্তর নিংড়ানো দো'আ। আপনি এবং আপনার সহকর্মীগণের দীর্ঘদিনের সোনালী সপ্ন 'মাসিক আত-তাহরীক' আমরা হাতে পেয়ে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আপনাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম সংখ্যা পড়ে দেখলাম, বর্তমান সময়ে ইসলামী আদর্শহারা মানুষগুলোকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শে ফিরিয়ে আনতে এবং বিভিন্ন মাযহাব ও ফের্কাবন্দীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক জীবন ও সমাজ গড়তে এই পত্রিকা অতুলনীয় ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আপনার গবেষণামূলক জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি পাক, আপনাকে আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করুন, মহান কারুণিকের দরবারে এই প্রার্থনা করি আমীন! ওয়াসসালাম।

আব্দুর রহীম
সভাপতি
বাহাদুর,গাবতলী এলাকা, বগুড়া

আত-তাহরীক তোমায় পেয়ে আমি ধন্য

হে আত-তাহরীক!

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে। অনেকদিন ধরে তোমাকে খুঁজে চলেছি। ঠিক তোমার মত আরো অনেককে দেখে ভালবেসে সাদরে গ্রহণ করেছি। কিন্তু যা মনে করি তার বিপরীত হয়ে যায়। তৃপ্তি না পেয়ে আমার মন বিচলিত হয়ে খুঁজতে থাকে। কোথায় নির্ভেজাল কাফেলার তাওহীদী ডাক। সন্ধান করে আজ হাতে পেয়েছি তোমাকে তোমাকে পেয়ে আজ আমি ধন্য।

হে আত-তাহরীক! আমার কলূষ কালিমামুক্ত হৃদয়কে করে দাও পরিষ্কার পবিত্র, করে দাও পৃথিবীর সকল মানুষকে টাকার বেড়াজাল হ'তে মুক্তি, দিয়ে দাও পবিত্র আত্মাগুলিকে শান্তি। তুমি অন্ধকারের মশাল হয়ে থাক। তুমি দীর্ঘজীবি হও, আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন- আমীন!

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
গ্রাম-পুটিহার, পোঃ ভাদুরিয়া
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

খোশ আমদেদ আত-তাহরীক

আত-তাহরীক তুমি বাতিলের কাছে বজ্রাঘাত
আত-তাহরীক তুমি বিদ'আতের কাছে বুলেট

ইসলামী লেবাস পরে যারা অনৈসলামী কাজ করে
আত-তাহরীক তুমি তাদের কাছে যমদূত।
আত-তাহরীক তুমি তাওহীদি জনতার কণ্ঠস্বর।
তুমি আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন।
আত-তাহরীক মযলুম মানবতার মুখপত্র
তুমি যালিমের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে
সমস্ত ষড়যন্ত্র মাড়িয়ে, ইসলামের আলো দাও ছড়িয়ে।
তোমার অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানাই।

তাওহীদুয্যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আত-তাহরীক দেশের শিক্ষিত তরুণ মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের দিকে সহজে আকৃষ্ট করবে

আহলেহাদীছ আন্দোলন, বাংলাদেশ খুলনা সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মোক্তাদির সকালে আমার বাসায় এসে 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর/৯৭ সংখ্যা পত্রিকাখানি আমার হাতে দিয়ে গেলেন। বিসমিল্লাহ বলে পত্রিকার উপর চোখ বুলাতে শুরু করলাম। কিন্তু চোখ আর বন্ধ করতে পারলাম না। এক নাগাড়ে আমাকে শেষ করে উঠতে হ'ল। প্রধান কারণ হলো- পত্রিকার লেখকগণের লেখনীর পরিচ্ছন্নতা। এই পরিচ্ছন্নতা দেশের শিক্ষিত তরুন মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের দিকে সহজে আকৃষ্ট করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি। আজ হতে আমি এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হ'লাম।

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী
বসুপাড়া, বাঁশতলা
মহানগরী

আত্-তাহ্‌রীক বাস্তব হিদায়াতের বাহন

স্তর-স্তুতি সবই আল্লাহ্‌র জন্য। আর নিবেদন করি সহস্র দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) উদ্দেশ্যে।

এবারের বাংলাদেশ সফরে নূতন দিনের একটি নবারুণ আমার প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হ'ল। যা ছিল অনেকের চেতন-অবচেতন মনের হার্দিক কামনা। 'আত্-তাহ্‌রীক' বাঙ্গালা ভাষাভাষী মানুষের চাওয়ার পাওয়া, আত্মিক ক্ষুধার খোরাক যা পাওয়ার দৈন্য-ক্লেশ অপনোদনের বাস্তব প্রতিশ্রুতির মত আমার কাছে প্রতীয়মান হ'ল। কয়েকটি সংখ্যা পড়লাম। প্রভাত সমীরণ স্নিগ্ধতায় সিক্ত হ'ল মন। 'কলাম' গুলির নির্বাচন ও তার ধারাবাহিকতার সংরক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থায়িত্বের প্রতীক হিসাবে- 'সকলের তরে সকলে আমরা'র মত কুঞ্জকাননের উদার অভ্যুদয় যেন। আল হামদু লিল্লাহ্। 'চিকিৎসা জগৎ' সংযোজিত হ'লে ভাল হয়।

প্রাবন্ধিক, গল্প-নাট্যকার, চরিত-লেখক বৃন্দের প্রকাশ ভঙ্গিমা সহজ-সরল প্রাঞ্জল ও সুপ্রবাহিত। যেন একই সুধার আধার হ'তে উৎসারিত। অভিন্ন ধ্যান-ধারণা বিগলিত। 'দরসে কুরআন' ও 'দরসে হাদীছ' পাঠে পাঠক মন মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। মহান শিক্ষকের দিল দরদী আবেদন আপ্লুত ভাষা ও ভাব প্রকাশের নির্ঝরিণী সুলভ স্বচ্ছন্দ গতি পড়ুয়া প্রাণকে আন্দোলিত এবং সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করতে মোক্ষম আবে-হায়াত স্বরূপ। এতে আলোচ্য বিষয় বস্তুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পাঠকের মনের গহীনে স্থায়ী আসন দানে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি ঈমানী জোশ-জাযবায় উদ্বেলিত হবে অন্তরের অন্তঃপুর। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি সত্য ও যুক্তির অপরূপ মিশ্রণে অনবদ্য। আল কুরআনের নির্মেঘ নির্ভেজাল সত্য মন্দাকিনী ধারায় প্রবাহিত। যুগ-সমস্যা সমাধানে প্রারঙ্গম সম্পাদক ছাহেবের বিষয় বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্র দিগন্ত প্রসারিত হৌক, এই কামনা করি। আর আন্তরিক বাসনা জ্ঞাপন করি যে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সালংকার সাধুভাষায় বিরচিত হৌক। পশ্চিম বঙ্গে এর বহুল প্রচার ব্যবস্থায় আমরা আমাদের আন্তরিক সহযোগিতার হাত সাগ্রহে প্রসারিত।

ইলাহী দরবারে 'আত্-তাহরীক' এবং তার প্রাণ পুরুষের অনন্ত প্রবাহ ও দীর্ঘায়ুর আবেদন জানাই। আমীন!!

মুয্যাম্মিল হক,
উপদেষ্টা কুলসোনা, বর্ধমান
পশ্চিম বঙ্গ যুব জম্ঈয়তে আহলেহাদীছ

ধন্যবাদ। ফারযানা ইয়াসমীনকে

গত ফেব্রুয়ারী '৯৮ সংখ্যা মাসিক আত-তাহরীক পাঠান্তে 'পর্দা মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে সত্যিই আনন্দিত হলাম। এ যেন সত্য কথার প্রাপ্তি স্বীকার। পত্রিকার পাতা খুললেই পাওয়া যায়, নারী ধর্ষণ অত্যাচার ও খুন। নগ্নতা, বেপর্দা ও বেহায়াপনায় ছেয়ে গেছে শহর থেকে শুরু করে মফস্বল এলাকা পর্যন্ত। সহশিক্ষার নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে অধিকাংশ ঈমান ডিগ্রী ধারী বেহায়া পুরুষও নারী। কলাগাছ রোপন করে যেমন কাঁঠাল পাওয়ার আশা করা যায় না। তেমনি একজন বেপর্দা সত্যিকারের নারী থেকে মুসলমান ও সুনাগরিক পাওয়ার আশা করা যায় না। তাই এহেন বর্তমান জাহেলী সমাজে মহিলাদের ইয্যত আব্রু সম্মান ও অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এরূপ গবেষণা ও তথ্য বহুল লেখা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

আব্দুল মোহাইমিন
অর্থনীতি (সম্মান) ২য় বর্ষ
রাজশাহী কলেজ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে সরকার নির্বিকার

ভোগ্যপণ্য সহ সকল বস্তুর বাজার দর সাধারণ মানুষের বিশেষকরে শ্রমজীবীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ঘরে ঘরে হা-অন্ন রব উঠেছে শহরের বস্তি ও দূর পল্লী অঞ্চলে। চালের অভাব প্রকট হ'য়ে উঠেছে। অনাহার জনিত মৃত্যু মহামারির আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারী তৎপরতার অভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। আমন মৌসুমে ইতি পূর্বে আর কখনও এমন ফলন ঘাটতি দেখা যায়নি। সময়োচিত যথাযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত না হ'লে দুর্ভিক্ষের ব্যাপকআশংকা করা হচ্ছে।

ছিয়াম বিস্ময়

ঢাকার লিট্‌ল এঞ্জেল্‌স্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আকীব জাভেদ এবারের রামাযানের সব ক'টি ছিয়াম পালন করেছে। বয়স তার মাত্র সাত বছর। আকীব সবার দো'আ প্রার্থী।

হজ্জ অফিস স্থানান্তরিত

ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস নিমতলী থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পূর্ব পার্শ্বে আমকোনায় স্থানান্তরিত হয়েছে। টেলিফোন নম্বর ৮৯৬৫৭০ এবং ৮৯৬৫৭৪।

উজবেক-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি চুক্তি দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের পন্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনান্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পদ্মার পানি দ্রুত গতিতে কমছে সেচের পানি না পাওয়ার আশংকা

শুষ্ক মৌসুম শুরু হ'তে না হ'তে পদ্মার পানি দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। দুই তীর ছাড়া মধ্য নদীতে জেগে উঠছে চর। নৌচলাচলে সৃষ্টি হচ্ছে বাধা।

বর্ষা শেষে জেগে উঠা চরে পদ্মা তীরের চাষীরা আবাদ করে বিভিন্ন চৈতালী ফসল। তৈরী করে ইরি ধানের চারা। কিন্তু এ বছর মধ্য ডিসেম্বর থেকে অলক্ষ্য ইঙ্গিতে বাড়তে থাকে পানি। ডুবে নষ্ট হ'য়ে যায় সমস্ত তৈরী ফসল ও বীজতলা। জানা গেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহার ও হিমাচলে ঐ সময়ে প্রচুর বর্ষণে অতিরিক্ত পানির চাপ কমাতে ফারাক্কা ব্যারেজের গেট গুলি খুলে দেয়া হয়। পরিণতিতে বাংলাদেশের গরীব চাষীদের হ'ল পরোক্ষ মৃত্যুদণ্ড। হায় ফারাক্কা চুক্তি!

এবারের বসন্ত উৎসব উলুধ্বনি ও রাখী বন্ধন পরিয়ে

ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল রাজধানী ঢাকা। রমনা, সোহরাওয়াদী উদ্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চারুকলা ইনস্টিটিউট, টিএসসি, বাংলা একাডেমী, শাহবাগ প্রভৃতি এলাকা মেতে উঠেছিল উৎসবের জোয়ারে। বসন্তবরণে বসেছিল হলুদের রঙে রঙে এক জীবন্ত মেলা। উৎফুল্ল তরুণীরা বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরে, গলায় তাজা ফুলের মালা জড়িয়ে, খোঁপায় হলুদ গাঁদা, ডালিয়া, গোলাপ গুঁজে বন্ধুদের সাথে, প্রিয়জনদের সাথে দল বেঁধে হাসি-গানে-আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে সারাদিন। ঝলমলে রঙিন পাঞ্জাবী পরা তরুণরাও সঙ্গ দিয়ে তাদের মাতোয়ারা করে রেখেছে সারাক্ষণ!

বসন্তবরণ উপলক্ষে এবার জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট বটতলায় সারা দিনব্যাপী ঘটা করে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে। উদযাপন পরিষদের আহবায়ক কবি শামসুর রাহমান সকালে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারায় উলুধ্বনির মধ্যে মেয়েদের হাতে রাখী বন্ধন পরিয়ে দিয়ে উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন। মেয়েরাও তার হাতে রাখী পরিয়ে দেয়। পরে ছায়ানট, উদীচী, বঙ্গীয় শুদ্ধ সঙ্গীত সভা, বাফা, আনন্দধ্বনি, সুরের ধারা, সুরতীর্থ, সঙ্গীত ভবন, রবিরাগ, গীতাঞ্জলী, নটরাজ, খেলাঘর, কচি-কাঁচার মেলা প্রভৃতি সংগঠনের মেয়েরা পৃথক পৃথক ভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। দুপুর বারোটায় পুজার বাজনার সাথে শুরু হয় আনন্দ র‍্যালী। ঢাক-ঢোল, খোল মন্দিরা করতালের সাথে রাজপথে তরুণ-তরুণীরা হাত ধরাধরি করে আনন্দে উৎফুল্লে নেচে গেয়ে উলুধ্বনি দিয়ে র‍্যালীতে অংশ নেয়। এ সময় কিছু এনজিও নেতা-কর্মী, খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং বিদেশী সংস্থার লোকজনকেও বেশ তৎপর দেখা যায়। তরুণ-তরুণীরা আবেগে, আনন্দের আতিশয্যে পরস্পর দৃষ্টিকটুভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে র‍্যালীকে আদিম মাত্রায় বর্ণিল করে তোলার চেষ্টা করে। এদের অনেকে কপালে মঙ্গল তিলক কেটে হাতে মুখে রঙ মাখিয়ে সঙ সেজে মজা করে। এভাবে শালীনতার পরিমিতিবোধকে অতিক্রম করে যুবক-যুবতীদের অশালীন ভঙ্গিমার মাতাল নৃত্য দেখে পথচারী জনতা থমকে দাঁড়ায়। এদেশের

প্রচলিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পাল্টে দেয়ার এ সুক্ষ কৌশলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

[বিশ্বাসের পরিশীলিত রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি। মুসলমানদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত হবে। অসভ্য পৃথিবীকে সভ্য বানানোর জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। মুসলমানের চাল-চলন ও ক্রিয়া-কর্ম হবে সভ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত। বর্ষবরণ, বসন্তবরণ, মঙ্গলঘট, উলুধ্বনি, রাখীবন্ধন, কপালে মঙ্গল তিলক, গায়ের মুহরাম, তরুণ-তরুণীর অবাধ সম্মিলন, নর্তন-কুর্দন ও প্রকাশ্য নৃত্য- এসব তো অসভ্য বর্বর যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এগুলো কোন সংস্কৃতিই নয় বরং অসভ্যতা। হে মুসলিম তরুণ-তরুণী! তোমার দেহের প্রতি ফোটা রক্ত আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত। তোমাকে দেওয়া রূপ-যৌবন আল্লাহ্‌র দেওয়া মহান নেয়ামত। এসো তা ব্যয় করি আল্লাহ্‌র পথে, জান্নাতের পথে। জাহান্নামের পথ থেকে ফিরে এসো। জিহাদী জাযবা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ো এই সব বেহায়াপনার বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। জিহাদের খুনরাঙা পথেই আসবে মানবতার মুক্তি। প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের মানবীয় সংস্কৃতি। -সম্পাদক]

৪ মণ ওজনের ১৮ফুট লম্বা সাপ উদ্ধার

মংলা থানার ফিরা ইউনিয়নের পূর্ব ফিলা গ্রামের বিনয় মজুমদারের মাছের ঘের থেকে প্রায় ৪ মণ ওজনের একটি সাপ ধরা পড়েছে। স্থানীয় ভাষায় 'গোলবাহার' নামে পরিচিত এই সাপটি ১৮ফুট লম্বা এবং প্রায় সাড়ে ৩ফুট বেড় সম্পন্ন। জীবিত এই সাপটি চিড়িয়াখানায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বিনয় মজুমদার তার মাছের ঘের পাহারা দেয়ার সময় ভাসমান সাপটি দেখে এবং ও চিৎকার করে লোক জড়ো করে। দু'দিক থেকে সাপটির গলায় ফাঁস লাগিয়ে ২০ জনে মিলে সাপটিকে পানি থেকে ওপরে ওঠানো হয়। বন বিভাগ দাবি করছে, সাপটি জোয়ারে সুন্দর বন থেকে ভেসে এসেছে। তারা সাপটি চিড়িয়াখানায় রাখতে চায়। ঢাকা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা যোগাযোগের চেষ্টা করছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী চূড়ান্ত পর্যায়েঃ আগামী মাসে খসড়া চুক্তি

ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানীর বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রায় দেড় বছর যাবত দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও আলোচনা শেষে আগামী এপ্রিলের শেষ দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিনিময় প্রকল্পের পরবর্তী বৈঠকে এতদসংক্রান্ত খসড়া চুক্তি উপস্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে এডিবি নিয়োজিত উপদেষ্টা মিঃ ডব্লিউ এস লুইসকে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিনিময় তথা ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানীর ব্যাপারে গত বছরের ২৯ ও ৩০ মে দু'দেশের সচিব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বশেষ গত ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী দু'দেশের কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের ফারাক্কার নিকটবর্তী কৃষ্ণনগর হ'তে বাংলাদেশের ঈশ্বরদী পর্যন্ত ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট ও বাংলাদেশের শাহজীবাজার হ'তে ত্রিপুরা রাজ্যের কুমারঘাট পর্যন্ত ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট লাইনের মাধ্যমে এ বিদ্যুৎ বিনিময় হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শেষোক্ত লাইনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩২ কেভিতে চালু করা হবে। সম্প্রতি গঠিত পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) ও ভারতের পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন (পিজিসিআই)-এর মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় দৈনিক সাধারণ অবস্থায় ১৫০ মেনওয়াট এবং জরুরী অবস্থায় ৩০০ মেনওয়াট বিদ্যুৎ বিনিময় এবং তা ২৪ ঘণ্টার যেকোন সময়ে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত থেকে বিদ্যুৎ কেনার এই প্রত্যক্ষ তৎপরতা শুরু হয় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কিছু দিন পর থেকেই।

[যে ভারত নিজেই বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে ও লজ্জা-শরম ভুলে চিরবৈরী পাকিস্তানের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করছে, সেই মিসকীনরাই আবার বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ দিবে। পানি দেওয়ার নাম করে ফারাক্কা চুক্তির মাধ্যমে যেভাবে তারা পানি ডাকাতি করছে, অমনিভাবে বিদ্যুৎ দেওয়ার নামে বিদ্যুৎ চুক্তি করে আমাদের বকেয়া সবটুকু বিদ্যুৎ ডাকাতি করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? দেশের ঘাটতি পুরণের জন্য দেশের নিজস্ব সম্পদ ও প্রতিভার সদ্ব্যবহার করাই যথেষ্ট ছিল। দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি অন্য একটি দেশের হাতে তুলে দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন কি? অতএব খাল কেটে কুমীর ডেকে না আনাই মঙ্গল হবে। -সম্পাদক।

সতিক্ষীরায় তাঁত শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

সাতক্ষীরা থেকে মুহাম্মাদ মতিউর রহমানঃ সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন সীমান্ত পথে অবাধে ভারতীয় নিম্নমানের কাপড়, সুতা ও রং বাংলাদেশে প্রবেশ করার ফলে সাতক্ষীরা সদর সহ তালা, আশাশুনি, দেবহাটা, কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, কলারোয়া থানার তাঁত শিল্প অচল হয়ে পড়েছে। এদিকে আমাদের দেশীয় সুতা, রং ও অন্যান্য সর ামের উচ্চ মূল্যের কারণে কাপড়ের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে কাপড়ের মান ভাল হওয়া সত্বেও ভারতীয় নিম্নমানের কাপড়ের সাথে মূল্যের পাল্লায় বাংলাদেশী কাপড় মার খাচ্ছে । সাধারণ মানুষ কম মূল্যে পেয়ে ভারতীয় নিম্নমানের কাপড়ই ব্যবহার করছে। অপরদিকে আমাদের দেশীয় কাপড় পড়ে থাকছে তাঁত ঘরেই। সরকারী হস্তক্ষেপ আশুযরূরী।

বিদেশ

বৃটেনে দু'টি মুসলিম স্কুলের সরকারী স্বীকৃতি লাভ

উত্তর লণ্ডনস্থ ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল ও বার্মিংহামের আল-ফুরকান প্রাইমারী স্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মত এদেশে কোন মুসলিম স্কুল সরকারী স্বীকৃতি ও অনুদান লাভ করল। ইংল্যান্ডে ৬০টি মুসলিম স্কুল আছে। ভর্তির জন্য শত শত ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষারত। বৃটেনে প্রায় ৭ হাজার খৃষ্টান স্কুল ও ২৪টি ইহুদী স্কুল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুদান প্রাপ্ত।

আলজেরিয়ায় মুসলমান

সাধনা-সংগ্রামের পথে আলজিরিয়া নামটি নব প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।

ডেমোক্রাটিক পপুলার রিপাবলিক অব আলজিরিয়া-র রাজধানী আলজিয়ার্স, আয়তন ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৬০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ (১৯৮৯ এর আদম শুমারী)। মুসলিম ৯২%। রাষ্ট্রভাষা আরবী। প্রচলিত মুদ্রা দীনার।

বিশ্বে ম্যালেরিয়ার ভয়ংকর প্রকোপ প্রতি ৩০ সেকেণ্ডে ১টি শিশুর মৃত্যু

বিশ্বে এখন প্রতি ৩০ সেকেণ্ডে একটি করে শিশু ম্যালেরিয়া বা এ রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য রোগে মারা যাচ্ছে। জাতিসংঘ ও ইউনিসেফ কর্তৃক বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় এ ভয়াবহ খবর দেয়া হয়েছে। ঐ প্রকাশনায় বলা হয়েছে, প্রতি বছর বিশ্বে ৫ বছর বয়সের ১০ লাখ শিশু ম্যালেরিয়া ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট রোগে মারা যাচ্ছে। এনোফিলিস মশাবাহিত চার প্রজাতির ম্যালেরিয়া জীবাণু মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর হলেও সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রজাতির যে জীবাণুর ফলে ম্যালেরিয়া সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল মৃত্যু ঘটে, তা হচ্ছে 'প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপোরাম'। এ ধরনের জীবাণু আফ্রিকার উপসাহারা, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওসেনিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চল বিশেষে দেখা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বের ৪০ ভাগের বেশী মানুষ ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চলে বাস করে। তবে এক্ষেত্রে এশিয়া বাসীর জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর হচ্ছে যে, প্রতি বছর বিশ্বে আনুমানিক ৩০ থেকে ৫০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেও তার ৯০ ভাগই আফ্রিকায় বাস করে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে এখনও সারা বিশ্বে নিরংকুশ সফলতা আসেনি। জাতিসংঘ এ ফলাফলকে মিশ্র বলে অভিহিত করেছে।

আজ পর্যন্ত বিশ্বে ম্যালেরিয়ার এমন কোন টিকা আবিষ্কৃত হয়নি, যা রুটিন মাফিক ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। অদূর ভবিষ্যতে এর কোন টিকা আবিষ্কারের সম্ভাবনারও আভাস পাওয়া যায়নি।

ষাট বছর বয়সে মাতৃত্ব

ব্রিটেনে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা সম্প্রতি মাতৃত্ব লাভ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রবীণতম ব্রিটিশ মহিলা যিনি এ বয়সে মা হলেন। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা প্রেস এ্যাসোসিয়েশন জানায়, ওয়েলসে এলিজাবেথ বাটল নামের এক বৃদ্ধা একটি স্বাস্থ্যবান পুত্র সন্তান জন্ম দেন। ১৯৩৭ সালে এলিজাবেথের জন্ম বলে জানা গেছে। তবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশী বয়সে মাতৃত্ব লাভকারী মহিলাটির নাম রোজানো দাল্লা কোর্তা। ইনি ইতালীর ভিতের্বোর বাসিন্দা। রোজানো ৬৩ বছর বয়সে মা হন। এলিজাবেথ বাটল কোনো চিকিৎসা ছাড়াই গর্ভধারণ করেন। তার স্বামীর নাম পিটার রোস্ট্রম। বর্তমানে গিনেস বুক অব রেকর্ডে প্রবীণতম ব্রিটিশ মাতার নাম ক্যাথলিন ক্যাম্পবেল। তিনি ১৯৮৭ সালে যখন সন্তান প্রসব করেন, তখন তার বয়স ছিল ৫৫ বছর।

ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী

অনেক জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে অবশেষে ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলের (বিজেপি) নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী। গত ১৯শে মার্চ সকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে ভারতের প্রেসিডেন্ট কে আর নারায়নন সাধারণ নির্বাচনে কোন দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় সেখানে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হ'লে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দল বিজেপিকে সরকার গঠনের আহবান জানান। বিজেপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৩টি শরীক দল ও কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থনে তার নয়া সরকার গঠন করেন। শপথ গ্রহণের ১০দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ২৯ মার্চের মধ্যে বাজপেয়ীকে ৫৪৫ আসনের মধ্যে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। না পারলে ভারতের রাজনৈতিক সংকট আরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে বাজপেয়ী আস্থাভোটে পরাজিত হলে পদত্যাগ করবেন বলেও জানিয়েছেন। কংগ্রেসও জানিয়েছে বিজেপি-র বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা তারা করবে।

এদিকে বিজেপি-র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীক দল সরকার গঠনের পর বিজেপিকে 'ব্লাক মেইল' করতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। ইতিমধ্যে বিজেপি সরকারের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না বলে উত্তর প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এ সরকার বড়জোর কয়েক মাস স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৯৬ সালে বাজপেয়ী মাত্র ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখনও তিনি আস্থা ভোটে পরাজয়ের আশংকায় পদত্যাগ করেছিলেন।

মুসলিম জাহান

রিয়াযে আকাশ চুম্বী ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা

সঊদী রাজধানী রিয়াযে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সঊদী প্রিন্স আল-ওয়ালিদ বিন তালাল। সূচও এই ভবনে পিনেসর বোয়িং ৭২৭ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের সুবিধা থাকবে। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার অথবা নিউইয়র্কের স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র অনুরূপ ইমারত নির্মাণ করতে চান কোটিপতি প্রিন্স। সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হ'য়েছে ৪৫ কোটি ডলার। ২ হাজার সালের মধ্যে এটি নির্মিত হবে ব'লে আশা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত সাড়ে চার হাযার

তালেবান বিরোধী জোট নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সংঘটিত ভূমিকম্পে প্রায় সাড়ে চার হাযার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আটকে পড়া অসংখ্য মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তালেবান সরকার ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের জন্য তাদের নিয়ন্ত্রিত বিমান বন্দর ও সড়ক উন্মুক্ত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। তালেবান সরকার উক্ত অঞ্চলে সকল প্রকার সামরিক তৎপরতা বন্ধ রেখেছে।

বড় নখের শাস্তি

সংযুক্ত আরব আমীরাতের একটি স্কুলে লম্বা নখ রাখার অপরাধে ৪০ জন ছাত্রীকে বহিষ্কার করে বলা হয়েছে, নখ ছোট করে কেটে আসার পরেই তাদের ক্লাসে বসতে দেয়া হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এসব বহিষ্কৃত ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছে এই মর্মে আশ্বাস পেতে চান যে, তাদের কন্যারা আর বড় নখ নিয়ে স্কুলে আসবে না।

ইরাকে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সোচ্চার

ছাদ্দাম মার্কিন দাদাগিরির বিরুদ্ধে অনড়

চীন, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স সহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ইরাকে সম্ভাব্য মার্কিন আগ্রাসী হামলার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের মত প্রকাশ করেছে। ইরান, সিরিয়া, মিশর, সঊদী আরব সহ বিশিষ্ট মুসলিম শক্তিগুলিও মার্কিন হামলার বিরোধিতা করেছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন পরিকল্পনা মিশর সহ গোটা আরব জাহানের উপর ইসরাঈল, মার্কিন ও বৃটিশ আগ্রাসনের নামান্তর, যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক শীর্ষ সাত জন এবং আমেরিকার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গুরুরা ইরাকে মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করেছেন। লেবানন, সুইডেন ও ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা লেবাননে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসে। নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থন চাওয়া হ'লে রাশিয়া ভেটো দেবে।

রুশদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকবে

১৯৮৯ সালে 'স্যাটানিক ভার্সেস' উপন্যাসে ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননার দায়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর জারীকৃত মৃত্যুদণ্ডাদেশ আজও কার্যকর আছে। বলেছেন, ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাহমূদ মুহাম্মদী।

সোমালিয়ায় প্রবল বন্যাঃ ২ হাজার লোকের প্রাণ হানি

সোমালিয়ায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও টানা বর্ষণে সৃষ্ট প্রবল বন্যায় ২ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউ এফপি) গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই জুবা নদীর উপচে পড়া পানি সরে যাচ্ছে। কৃষকরা ফসল বুনতে শুরু করেছে। দূর্গত এলাকায় হেলিকপ্টার ও নৌকা যোগে ত্রাণ সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা মার্চ থেকে জুনে স্বাভাবিকের চাইতে অধিক বর্ষণের আশংকা করছেন।

তুরস্কে ইসলামী রীতির উপর নিষেধাজ্ঞাঃ ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু

তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় জেনারেলগণ গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সরকারী নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে রক্ষার আরো ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের লক্ষ্য। এদিকে ইসলামী রীতি-নীতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপের প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রেক্ষিতে ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়টি উত্থাপিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈঠকের পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, নিরাপত্তা

পরিষদ বিদেশে বসবাসকারী তুর্কী ছাত্র ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে খবরে বলা হয়, কট্টরপন্থী ছাত্রদের প্রতিরোধে পরিষদ আরো ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তুরস্কের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ওয়েলফেয়ার পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা

ধর্ম নিরপেক্ষতা রিরোধী কার্যকলাপের জন্য গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী তুরস্কের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইসলামপন্থী ওয়েলফেয়ার পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সংবিধান খর্ব করার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন এরবাকানকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হ'তে পারে। গত ১৬ জানুয়ারী সাংবিধানিক আদালতের রায়ে পার্লামেন্টে জনাব এরবাকান ও অন্য ৫জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করে দেয়া হয়। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী বক্তব্য ও কার্যকলাপের জন্য এরবাকান ও অন্য ৫ জন সদস্যের শুনানি অব্যাহত থাকে। কৌসুলিরা আভাস দিয়েছেন, অভিযোগ সঠিক হ'লে তাদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু করা হবে। এরবাকানের বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংসদ সদস্যরা পাঁচ বছর সক্রিয় রাজনীতি করতে পারবেন না। এরবাকান'৯৬ সালের জুন থেকে'৯৭ সালের জুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী আইন বলবৎ -এর চেষ্টার কারণে সামরিক বাহিনী এরবাকানকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করে। ৫৫০ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টে ওয়েলফেয়ার পার্টি এখনো বৃহত্তম দল হিসেবেই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ব্যথানাশক ঔষধ কিডনীর জন্য ক্ষতিকর

যেসব ঔষধ শরীরের ব্যথা নাশ করে, সেগুলো কিডনীর উপর ক্রিয়া করতে পারে। আমেরিকার ন্যাশনাল কিডনী ফাউণ্ডেশনের গবেষণালব্ধ তথ্যে জানা যায় যে, অতিরিক্ত ব্যথা নাশক ঔষধ কিডনী রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম। ১০% কিডনী বিকল হয় দিনে আটবারের বেশী যুগ্ম ব্যথা নাশক ঔষধ সেবন করা হয় যাতে এসপিরিন ও এসিটামিনোফেন জাতীয় ঔষধের আধিক্য থাকে। অথবা বেশি মাত্রার ব্যথা নাশক ঔষধ বেশি সময় নেয়া হ'লে ক্ষতি হ'তে পারে।

সতর্কতাঃ শুধুমাত্র চিকিৎসক নির্দেশিত ঔষধ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করুন। যুগ্ম ভাবে এই ঔষধ মোটেই গ্রহণ করবেন না। কারণ, একত্রে কয়েকটি ব্যথা নাশক ঔষধ দেহের মধ্যে বিষাক্ততা ছড়িয়ে দেয়। ফলে, কিডনীতে রক্ত প্রবাহ কমে যায় এবং সৃষ্টি হয় জটিল কিডনী রোগ।

টনিকের সাহায্যে কি স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়?

টনিক খেলে স্মৃতি শক্তি বাড়ে, আমরা শুনি আর মানি। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর মত ঔষধ আজও কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।

'স্মৃতিবর্দ্ধক' বলে চালু ঔষধে আসলে থাকে 'স্যামফিটামিন' জাতীয় ঔষধ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে। এতে শরীরের অবসাদ কেটে যায়। চা, কফিতে একই গুণ রয়েছে। 'স্যামফিটামিন' ঘুম তাড়ায়, রাত জেগে পড়া করা যায় সত্য, কিন্তু তা শরীরের ক্ষতি সাধন করে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে রক্তচাপ বাড়ে, ঘণ ঘণ মাথার যন্ত্রনা হয়, পেটের গণ্ডগোল এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। ব্রাহ্মীশাকও উক্ত উপকার করে বলে ধারণা করা হয়। তবে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রামাণিত নয়।

গর্ভ সঞ্চারের ৯ বছর পর

গর্ভ সঞ্চারের ৯ বছর পর সন্তান প্রসবের ঘটনাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও বিজ্ঞানের কল্যাণে তাই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে। ৪৪ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ৪ কেজি ওজনের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটির বাবা-মায়ের পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেছে। সন্তান জন্মদানে অক্ষম ঐ মহিলা ও তার স্বামী লস

এঞ্জেলসের একটি হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থায় সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে দু'টি ডিম্বাণু নিষিক্ত করান এবং একটি ডিম্বাণু গর্ভে ধারণ করে ঐ মহিলা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই সন্তান জন্মদানের ৭ বছর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক চিঠির মাধ্যমে এই দম্পতির নিকট জানতে

চান যে, অপর যে নিষিক্ত ডিম্বাণুটি (ভ্রূণ) হিমাগারে রক্ষিত আছে, সেটাকে কি করা হবে। এরপর ঐ দম্পতি অপর একটি সন্তান লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মহিলাটি নিষিক্ত ডিম্বাণুটিকে গর্ভে ধারণ করেন এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই পুত্র সন্তানের জন্মদান করেন। মাতা-পুত্র উভয়েই সুস্থ আছে।

মানব ক্লোনিং ভীতিকর ॥ স্কটিশ গবেষক

একজন স্কটিশ গবেষক বলেছেন, মানব ক্লোনিং এর চিন্তা করাটা ভীতিকর হবে। গবেষক আয়ান উইলমুট ভেড়ার সফল ক্লোনিং-য়ে নেতৃত্ব দেন। নোভা সাউথ-ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আয়োজিত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, পোষা জীবজন্তুর ক্লোনিং যথেষ্ট বেদনাদায়ক। কিন্তু মানব ক্লোনিং এর চিন্তা করাটা খুবই আতঙ্কের ব্যাপার। উইলমুট বলেন, মানব ক্লোনিং-য়ে অপরিণত ভ্রূণ ও শিশু পাওয়া যাবে। এসব শিশু জন্মের পর শীঘ্রই মারা যাবে। তিনি শিকাগোর পদার্থবিদ রিচার্ড শিডের আগামী দুই বছরের মধ্যে মানব ক্লোনিং শুরু করতে ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন। উইলমুট এই ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় লোক আমাদের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন আমরা তাদের মৃত সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে পারবো কি-না। এর জবাবে উইলমুট বলেন, অবশ্যই আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এক সঙ্গে সাত নবজাতকের জন্ম

আমেরিকার একজন গর্ভবতী মা একই সঙ্গে সাতটি শিশু জন্ম দিয়েছেন। শিশুদের ৩ জন কন্যা এবং ৪জন পুত্র সন্তান। লোয়া ম্যাথোডিস্ট মেডিক্যাল সেন্টারে এই আলোড়িত ঘটনাটি ঘটে। সাত সন্তানের এই জননীর নাম ম্যাক ক'গে মার্ভেলস। ডাক নাম 'মম'। ডাক্তাররা বলছেন, শীঘ্রই বাচ্চাদের নিয়ে মিসেস 'মম' বাড়ি ফিরতে পারবেন। বাচ্চাদের নামঃ কেনেথ রবার্ট, নাথান রয়, জোয়েল স্টিভেন, নাতালি সুই, কেলসি আন, অ্যালেক্সিস মে এবং ব্রাণ্ডেন জেমস।

হৃদযন্ত্র সংযোজনে অস্থিমজ্জার ব্যবহার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শল্য চিকিৎসককে হৃদযন্ত্র সংযোজন করার সময় প্রতিষেধক হিসেবে ঔষধ ব্যবহারের বদলে অস্থিমজ্জা ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। যাদের দেহে হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয় তাদের দেহ যাতে সংযোজিত যন্ত্রটিকে প্রত্যাখ্যান না করে সে জন্য তাদের সাধারণতঃ প্রতিষেধক ঔষধ খেতে হয়। কিন্তু ডাঃ ইউস ড্যাট ও সহযোগীরা সংযোজিত অঙ্গটি যেন শরীর প্রত্যাখ্যান না করে সেজন্য অস্থিমজ্জা ব্যবহার করার একটি উপায় আবিষ্কার করেছেন।

মারকায সংবাদ

তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ সফল ভাবে সমাপ্ত

বিগত ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ ও ১৫ই ফাল্গুন রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর উদ্যোগে আয়োজিত ৮ম বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া বিমান বন্দর সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত মারকায সংলগ্ন খোলা ময়দানের বিশাল প্যাণ্ডেলে ১ম দিন বাদ আছর বিকাল ৪ ঘটিকায় তাবলীগী ইজতেমার ১ম অধিবেশন শুরু হয়। যথারীতি তেলাওয়াতে কালামে পাকের পরে তাবলীগী ইজতেমার মূল সভাপতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে সমবেত বিশাল জন মণ্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের দাওয়াত বা আন্দোলন চলছে। একটি আন্দোলন চলছে তাগুতের পথে। আরেকটি চলছে আল্লাহ্র পথে। যারা ঈমানদার তাদের দায়িত্ব হ'ল মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া। সেই দাওয়াতের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই বৎসরান্তে আমরা এই ব্যাপক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করে থাকি।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহির বিধান কায়েম করতে চায়। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ইসলামকে 'দ্বীনে কামেল' বা Complete code of life বলে বিশ্বাস করে। যেখানে মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক সার্বিক জীবনের নির্ভুল দিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন, মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাই মানুষের সার্বিক জীবনের কল্যাণের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানই প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির রচিত বিধান কখনোই মানুষের নিঃশর্ত আনুগত্যের দাবীদার হ'তে পারেনা।

বক্তব্যের শেষাংশে তিনি উপস্থিত হাযার হাযার মানুষকে বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী হিসাবে চিন্তা না করে সকলকে আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে মনে করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অমিয় বাণী ও তাঁর প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান সমূহ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে তা মেনে নেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

একই সাথে তিনি সুশৃংখল ভাবে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে

ইজতেমায় অবস্থান এবং এই রহমানী সম্মেলনের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণের পরে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সহকারে দেশ ও বিদেশের আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরাম একে একে বক্তব্য শুরু করেন। ইজতেমা প্রথম দিন রাত ২টা পর্যন্ত এবং পরের দিন দিবা-রাত্রি একটানা বক্তৃতা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। ইজতেমায় পুরুষ প্যাণ্ডেলের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য একটি পৃথক প্যাণ্ডেল করা হয়। যেখানে তাদের পৃথক টয়লেট, পানি ও ওযূর ব্যবস্থা রাখা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মহিলা শাখার দায়িত্বশীল পর্যায়ের বহু মা-বোন ইজতেমায় আগমন করেন। তাদের জন্য মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বের বিল্ডিংয়ের একটি ফ্লোর বরাদ্দ রাখা হয়।

ইজতেমায় আগমনকারী শ্রোতাদের খাবারের সুবিধার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে বিমান বন্দর সড়কের পূর্ব পার্শ্বের মাদরাসার বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে অত্যন্ত রুচিকর পরিবেশে খাবার হোটেলের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও বাইরের ৭টি হোটেল ও প্রায় ৯৫০টি বিভিন্ন প্রকারের দোকান ইজতেমা প্যাণ্ডেলের অদূরে বসেছিল। যা থেকে শ্রোতারা সহজেই তাদের প্রায়োজন মিটাতে সক্ষম হন।

ইজতেমার ২য় দিন বাদ মাগরিব 'সোনামণি' সংগঠনের উদ্যোগে (১৩ বৎসরের নীচের বয়সের) সোনামণিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। এতে প্রায় ৫০০ 'সোনামণি' অংশ গ্রহণ করে। সে সময় সোনামণিদের তাকবীর ধ্বনিতে সারা প্যাণ্ডেল মুখরিত হয়ে উঠে। তারা স্টেজে এসে সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি সুন্দর শিক্ষামূলক 'সংলাপ' উপহার দিয়ে জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

একই দিন এশার ছালাতের পূর্বে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনায় দেশব্যাপী হাদীছ প্রতিযোগিতা'৯৮-য়ে জাতীয় পর্যায়ে কৃতকার্য প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পাকিস্তানের শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী ও নেপাল জমঈয়তে আহলেহাদীছের নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ মাদানী। উত্তীর্ণদেরকে একটি করে ক্রেষ্ট ও বিভিন্ন প্রকার হাদীছের কিতাব ও অন্যান্য জ্ঞান মূলক বই পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' পক্ষ হ'তে এবং বিদেশী মেহমানদের পক্ষ হ'তে তাদেরকে নগদ আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেনঃ

'ক' গ্রুপ (অর্থসহ ৪০টি হাদীছ)ঃ প্রথম- মেহরাব আলী বিন পায়গাম আলী, দিনাজপুর। দ্বিতীয়- আব্দুল হামীদ বিন যহূরুল হক, জামালপুর। তৃতীয়- জাহিদুর রহমান বিন আব্দুল মান্নান, বগুড়া।

'খ' গ্রুপ পুরুষ (অর্থসহ ২৫ টি হাদীছ)ঃ প্রথম- মাছূম বিল্লাহ বিন ছাদেক আলী, দিনাজপুর। দ্বিতীয়- নূরুল ইসলাম বিন ঈমান আলী, রাজশাহী। তৃতীয় (১) মুমিনুল ইসলাম বিন নযরুল ইসলাম, দিনাজপুর। (২) আব্দুল মতীন বিন আবুল কাসেম, রাজশাহী।

'খ' গ্রুপ মহিলা (অর্থসহ ২৫টি হাদীছ)ঃ প্রথম- শাহরিমা খাতুন, বগুড়া। দ্বিতীয় (১) মাহফূযা ফেরদৌসী, রাজশাহী। (২) নাজনীন আরা, রাজশাহী। তৃতীয় -(১) হালীমা, রাজশাহী, (২) সুফিয়া সুলতানা, নাটোর।

'গ' গ্রুপ 'সোনামণি' (অর্থসহ ১০টি হাদীছ)ঃ প্রথম- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, রাজশাহী। দ্বিতীয়- আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, রাজশাহী। তৃতীয়- আব্দুর রহীম, সাতক্ষীরা।

এছাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার হেফয বিভাগ হ'তে ফারেগ তিনজন হাফেযকে পাগড়ী পরিয়ে সম্মানিত করেন, পাকিস্তানের শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী। তাদেরকে এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে ১০০০ টাকা করে নগদ পুরস্কারও প্রদান করা হয়। ফারেগ হাফেয ছাত্ররা হচ্ছে- (১) মুহাম্মাদ দুররুল হুদা বিন লোকমান, তানোর, রাজশাহী। (২) মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান বিন মিরাজুদ্দীন, নাচোল, চাপাই নবাবগঞ্জ (৩) আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিন লুৎফুর রহমান, নলডাঙ্গারহাট, নাটোর।

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০টা থেকে জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত মুহতারাম আমীরে জামা'আত ইজতেমায় আগত শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবিসহ বিভিন্ন পেশাজীবি ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে পৃথকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মিলিত হন। একই সময়ে বিভিন্ন জেলা হ'তে আগত আহলেহাদীছ মহীলা সংস্থার দায়িত্বশীলদের নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মহিলা বিভাগের পরিচালিকা মুহতারামা তাহেরুন নেসা পৃথক মহিলা সমাবেশে মিলিত হন ও মা-বোনদের মধ্যে দাওয়াতের অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। একই দিন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দারুল ইমারত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'অহির বিধান বাস্তবায়নে শেষ নবী (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীনের ভূমিকা'

বিষয়ে এবং মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর ইজতেমা ময়দানে 'গীবতের অপকারিতা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

দুই দিন ব্যাপী এই তাবলীগী ইজতেমায় দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা), অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা), মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুর রহীম (বাগেরহাট) মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী (মোমেনশাহী), মাওলানা আব্দুর রউফ (খুলনা), মাওলানা আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ (নওদাপাড়া মাদরাসা), মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট), মাওলানা মোশররফ হোসেন আকন্দ (খতীব, এ জি বি কলোনী জামে মসজিদ, ঢাকা), ক্বারী গোলাম মোস্তফা (ক্বারী, রেডিও ও টিভি, ঢাকা) এবং বিদেশী বক্তাদের মধ্যে শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী (পাকিস্তান), শায়খ আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া), শায়খ আবু ছাবেত (সৌদি আরব), আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব (নেপাল), আবু খোবায়েব (ইরাক), আবু আব্দুল্লাহ (ইরাক) শায়খ আলী আক্বীল (সুদান), আবু আনাস শাযলী ইরফাত (সুদান), আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন সর্বজন পরিচিত বক্তা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) ও ইসলামী জাগরণী উপহার দেন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠির প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

শিক্ষা সফর'৯৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন

গত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতি বার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া থেকে জয়পুরহাট জেলার পাহাড়পুরে এক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা সফরে ৫জন শিক্ষক এবং ৫০জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেন। সফরের প্রারম্ভে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন, মাদরাসার শিক্ষক জনাব সাঈদুর রহমান। তিনি এ সফরে 'আমীর' নিযুক্ত করেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী মহানগরীর অর্থ সম্পাদক আব্দুল আহাদ কে।

পাহাড়পুর পৌঁছে মাদরাসার শিক্ষক জনাব আমীর খাঁন সেখানকার প্রাচীন তথ্য সমূহ ছাত্রদের মাঝে উপস্থাপন করে এই সফরকে প্রকৃত শিক্ষা সফরে রূপায়িত করেন। সফর থেকে ফেরার পথে মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী এই সফরের শিক্ষা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উপদেশপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ছাড়াও এই সফরে প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত কুসুম্বা জামে মসজিদ ও সম্রাট আলাউদ্দীন হোসেন শাহ -এর স্মৃতি বিজড়িত কুসুম্বা দীঘির অমর কীর্তিও শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ করে। সম্পূর্ণ ইসলাম পদ্ধতিতে ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা সফর সম্পন্ন হয়।

সংগঠন সংবাদ

'সোনামণি' সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ৬ ই মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ আছর হড়গ্রাম, শেখপাড়া ও নগরপাড়া এলাকার ৫টি সোনামণি শাখার (২টি বালিকা শাখা সহ) উদ্যোগে মহানগরীর নগর পাড়ায় এক 'সোনামণি' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

তিনি সোনামণিদের উদ্যেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, কিশোর বয়সই চরিত্র গঠনের মূল সময়। কাজেই সোনামণিদেরকে এই বয়স থেকেই চরিত্র গঠনে সচেতন হ'তে হবে। তিনি মহানবী (ছাঃ) -এর কিশোর সংগঠন 'হিলফুল ফুযূল' -এর উদাহরণ পেশ করে সোনামণিদেরকে ছোট থেকেই নেকীর কাজে সংঘবদ্ধ হওয়ার ও জামা'আতী যিন্দেগীতে অভ্যস্ত হওয়ার আহবান জানান।

সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত ও অনুবাদ করে যথাক্রমে সোনামণি হালীমা খাতুন ও নাজনীন আরা। অর্থ সহ হাদীছ পাঠ করে- কেন্দ্রীয় হাদীছ প্রতিযোগিতা'৯৮ -য়ে সোনামণি গ্রুপে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী যথাক্রমে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব এবং স্বরচিত কবিতা, সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও ১০টি গুণাবলী পাঠ করে শুনায় যথাক্রমে শারমীন ফেরদৌস, সামাউন ইমাম ও মকবুল হোসেন।

মহিলা সংস্থার সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর হড়গ্রাম, নগরপাড়া ও শেখপাড়া মহিলা শাখার উদ্যোগে গত ৬.৩.৯৮ তারিখে নগরপাড়ায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মহিলা বিভাগের পরিচালিকা ও আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন নেসা।

তিনি আগত মহিলাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা ও অন্যান্য মহিলা সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এছাড়া তিনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মহিলাদের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল নিয়েও আলোচনা করেন এবং মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি সমবেত মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মহিলা বিভাগ 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থায়' যোগ দিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার উদাত্ত আহবান জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জান্নাতুল ফেরদৌস, তাসনিমা ইয়াসমীন, ফারযানা ইয়াসমীন প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ য়ে, বক্তাদের বক্তৃতার সার সংক্ষেপঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

হামদ ও ছানার পর তিনি উপস্থিত জন সমাবেশকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের শুভ সূচনা করেন। অতঃপর আহলেহাদীছ আন্দোলন কি? এরা কি চায়? এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন নতুন কিছু নয়, ১৪০০ শত বছর আগের নির্ভেজাল ইসলাম, আল-হেরা ও আল মদীনার ইসলাম, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নিষ্কলুষ ইসলামের যে আদি রূপ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বুকে রক্ষিত আছে, সেগুলিকে মানুষের আক্বীদায় এবং আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে সংগ্রাম তাকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়। 'আহলেহাদীছ' হাদীছের অনুসারীদের নাম। 'আহল' অর্থ অনুসারী। 'হাদীছ' অর্থ বাণী। এ বাণী আল্লাহ্র বাণী, এ বাণী রসূল (ছাঃ)-এর বাণী। পবিত্র কুরআনের ১৪টি স্থানে কুরআনকে হাদীছ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন-

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ-

'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ (অর্থাৎ কুরআন) নাযিল করেছেন' (যুমার ২৩)।

অনুরূপভাবে আমরা যখন খুৎবায় দাঁড়াই তখন বলে থাকি

فإن خيرَ الحديث كتابُ اللّٰه..

'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হাদীছ হচ্ছে আল্লাহ কিতাব' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)।। সুতরাং আহলেহাদীছ বললে একই সঙ্গে কুরআন এবং হাদীছের অনুসারী বুঝানো হয়। আর তখনই প্রশ্ন আসে তাহ'লে কি অন্যেরা কুরআন ও হাদীছের অনুসারী নন? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলিম মনীষীর উক্তি তুলে ধরেন, যা নিম্নরূপঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন,

ومن أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يَخْلُقَ اللّٰهُ أبا حنيفةَ ومالكا والشافعى وأحمدَ فانه مذهبُ الصحابة الذين تَلَقَّوْهُ عن نبيهم صلى اللّٰه عليه وسلم-

'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদের জন্মের বহু পূর্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি সুপ্রাচীন মাযহাব ছিল। যা ছিল ছাহাবায়ে কেরামের। যারা সরাসরি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন' (মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২৫৬)। যাদের শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দ্বিতীয় কোন শিক্ষক ছিল না। তাদের সেই মাযহাবটিই হ'ল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' -এর আদি মাযহাব।

পরবর্তীকালে যে সমস্ত ইমামরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে-ভারত গুরু আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (১ম খণ্ড মিসরী ছাপা ১১৮ পৃঃ ও কায়রো ছাপা ১৫২ পৃঃ) -তে বলেন,

إعلم أن الناسَ قبل المائة الرابعة غيرُ مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحدٍ بعينه-

'জেনে রাখো দুনিয়ার মানুষ! চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার মুসলমানগণ কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের 'মুক্বাল্লিদ' ছিলেন না'। এগুলি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়েছে এক একজন ইমামকে সামনে রেখে।

'পঞ্চম শতাব্দীর খ্যাতনামা মনীষী স্পেনের ক্ষণজন্মা মহা পুরুষ হাফেয ইবনে হযম আন্দালুসী বলেন,

و أهلُ السنة الذين نذكرهم أهلَ الحق ومن عداهم فأهلُ الباطل فانهم الصحابةُ رضى الله عنهم وكل من سلك نَهْجَهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أهلُ الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جَيْلاً فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدَى بهم من العوام فى شَرْقِ الأرض وغَرْبِها رحمةُ الله عليهم -

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত – যাদেরকে আমরা হক পন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিল পন্থী বলেছি, তারা হলেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) ছাহাবীদের অনুসারী তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) এবং ফকীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল 'আম' জনসাধারণ যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন'। -কিতাবুল ফাছ্ল ২/১১৩।

এক কথায় যিনি মানুষের রায়কে অগ্রাধিকার না দিয়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র অহিকে অগ্রাধিকার দিবেন, তিনিই হবেন সত্যিকার অর্থে 'আহলেহাদীছ'।

উক্ত কথার দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হ'ল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহ বিদ্বানগণই কেবল 'আহলেহাদীছ' ছিলেন না বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 'আম' জনসাধারণও সকল যুগে 'আহলুলহাদীছ নামে অভিহিত ছিলেন ও আজও হয়ে থাকেন। যেমন বিভিন্ন মাযহাবের পণ্ডিত ও সমর্থকগণ একই নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে আরবের মুশরিকরা আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) নিকট তিন তিনটি দাবী পেশ করেছিল। তাদের প্রথম দাবী ছিল-হে মুহাম্মাদ আমরা তোমার কথা মানতে পারি যদি তুমি আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত ধন ভান্ডারের মালিক করে দিতে পার। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ভবিষ্যত জীবনে কি কল্যাণ-অকল্যাণ আছে যদি তা বলে দিতে পার তবে আমরা তোমার নবুঅত মেনে নিব। তৃতীয়তঃ তুমি তো আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মতই সব কাজ করে থাক। কাজেই নবী হওয়ার জন্য ফেরেশতা হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ পাক তাদের এই দাবী সমূহের জওয়াবে আয়াত নাযিল করেছিলেন-

قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّىْ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحى إِلَىَّ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمى وَالْبَصِيْرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ-

'বলে দাও হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাদের এ কথা বলব না যে, আমার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধন ভান্ডার রয়েছে। আমি ভবিষ্যতের খবরও জানি না এবং আমি এটাও বলব না যে, আমি ফেরেশতা। আমি শুধু অনুসরণ করি ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার নিকট 'অহি' হয়' (আল-আন'আম-৫০)।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র অহি। মানুষের রায় কখনো অভ্রান্ত সত্যের উৎস হ'তে পারে না। অহির বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তাই অহির বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন ও সমাজ পরিচালনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আহলেহাদীছের দাওয়াত কি? এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, আহলেহাদীছের দাওয়াত দুটি বিষয়েঃ

১। ইবাদতকে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য খালেছ করা। যার মধ্যে অন্য কারো অংশীদারিত্ব থাকবেনা।

২। ইত্তেবা-কে স্রেফ রাসূলের জন্য খালেছ করা। অর্থাৎ হাদীছ মানার ক্ষেত্রে 'কিন্তু' 'যদি' ইত্যাদি শর্তসমূহ যুক্ত করা যাবে না।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে কখনো আদর্শ কায়েম করা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে পাঁচ বছর ক্ষমতা দখল করা নয়। বরং স্থায়ীভাবে এদেশের সমস্ত মুসলমানকে হাদীছ পন্থী করাই আমাদের উদ্দেশ্য। স্থায়ীভাবে চিরদিনের মত বাংলার মাটি সম্পূর্ণ হাদীছ পন্থী মানুষ দ্বারা পরিচালিত হউক, এই দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য এসেছে। ক্বিয়ামত উষার উদয় কাল পর্যন্ত, পৃথিবী ধ্বংসের প্রাক্কাল পর্যন্ত আল্লাহ্র রাসূলের ওয়াদা অনুযায়ী একদল মানুষ সর্বদা হকের উপরে কায়েম থাকবেন। ১০ লক্ষ হাদীছের হাফেয, রঈসুল মুহাদ্দেছীন, আমীরুল মুমিনীন ফীল হাদীছ ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আল বাগদাদী আশ-শায়বানী কে জিজ্ঞেস করা হ'ল এ দলটি কারা? উত্তরে তিনি বললেন-

إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم؟

'যদি তারা আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানিনা তারা কারা'। বুঝা গেল যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা হকের উপরে টিকে থাকবেন তাঁরা হবেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী বা 'আহলেহাদীছ'। সংখ্যায় তারা কম হবেন, এমনকি দিন দিন কমতে থাকবেন। কিন্তু তবুও তারা হকের উপরে টিকে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে বলেন, পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলার মাটিতে দাওয়াতের কাজ শুরু করেছে এবং জিহাদী জাযবা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবীর মানুষগুলোকে বিভক্ত করেছে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত মানুষ। ধর্মের নামে ভারতের জনগণকে হিন্দু বানানো হয়েছে। অতঃপর হরিজন বানানো হয়েছে, ক্ষত্রিয় বানানো হয়েছে, বৈশ্য বানানো হয়েছে ব্রাহ্মণ বানানো হয়েছে। মুসলমানদেরকেও মাযহাবের নামে, তরীকার নামে, মা'রেফাতের নামে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অথচ আমরা সবাই এক আদমের সন্তান ও এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরায়ে হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানব জাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার? নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু'।

অতএব আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্যে হ'লেও সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিজেদেরকে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে মনে করি ও তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানকে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র বিধান হিসাবে কবুল করি।

তিনি বলেন, ইমাম ছাহেবদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ সকল ইমামই কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমলের জোর দাবী রেখে গেছেন।

ইমাম আবু হানীফা মৃত্যুর পূর্বে তার সাথীদেরকে বলে গেছেন,

إذا صح الحديث (اى من بعدى) فهو مذهبى

অর্থাৎ 'যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে, মনে রেখ ওটাই আমার মাযহাব' (শামী (বৈরুত ছাপা) ১/৬৭ পৃঃ)।

ইমাম মালেক বিন আনাস আল্লাহ্র রাসূলের কবর দেখিয়ে বলেন-

وما من أحد الا وماخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم-

'দুনিয়ার বুকে এমন কোন মানুষের সৃষ্টি হয়নি, যার প্রতিটি নির্দেশ গ্রহণ যোগ্য ও যার প্রতিটি নিষেধ বর্জন যোগ্য, এই কবর বাসী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত' (দিরাসাতুল লাবীব ৮৫ পৃঃ)।

'ইমাম মুহম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ-শাফেঈ আল মুত্ত্বালাবী আল-মাক্কী বলেন-

اذا رايتم كلامى يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامى الحائط-

'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বিরোধী দেখতে পাবে, তখন হাদীছ অনুযায়ী আমল করবে ও আমার কথা তোমরা দেয়ালে ছুঁড়ে মেরো' (ইকদুল জীদ ৯৭ পৃঃ)।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন,

ولا تقلدنى ولا تقلدن مالك ولا الا وزاعى ولا النخعى بل خذوا من حيث اخذوا من كتاب والسنة-

'তোমরা আমার অন্ধ অনুসরণ করোনা, ইমাম মালেক ইমাম আওযাঈ, ইমাম নাখঈ, কারুর অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তারা যেখান থেকে আলো গ্রহণ করেছিলেন সেই আলোর মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে তোমরা দলীল সন্ধান কর' (ইকদুল জীদ ৯৮ পৃঃ)।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন,

ومن المعلوم ان الله ما كلف أحدا أن يكون حنفيا اومالكيا او شا فعيا اوحنبليا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة إن كانوا علماء او يقلدوا علماء إن كانوا جهلاء-

'এটা জানা কথা যে, আল্লাহপাক পৃথিবীর কোন মানুষকে বাধ্য করেন নাই যে, সে হানাফী হউক, মালেকী হউক, শাফেঈ হউক বা হাম্বলী হউক। বরং বাধ্য করেছেন, যেন সকলে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে যদি সে আলেম হয়। নইলে যেকোন আলেমের অনুসরণ করবে' (মি'য়ারুল হক ৫৩ পৃঃ)।

ইমামদের উপরোক্ত বক্তব্য গুলোই আহলেহাদীছ আন্দোলন -এর মূল বক্তব্য।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পৃথিবীর সকল মানুষকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে, রাজনৈতিক জীবনে আমাদের নেতা নেত্রীরা আমাদের আদর্শ নয়। অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের ধনকুবের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা আমাদের আদর্শ নয়, ধর্মীয় জীবনে আমাদের পীর ছাহেবেরা, আমাদের কুতুবে যামানরা আমাদের আদর্শ নন। আমাদের আদর্শ একমাত্র নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا-

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত আছে, রাসূলের মধ্যে। তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ও আখেরাতকে কামনা করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে' (আহযাব ২১)।

তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারাই ক্ষমতায় থাকুন। কারণ আপনারা মুসলমান। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে অহি-র বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করুন। নইলে আপনাদের উপরে জান্নাত হারাম হ'য়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬, 'ইমারত' অধ্যায়)।

পরিশেষে তিনি বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করার মনোভাব ত্যাগ করুন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করুন। যদি তা করতে পারি তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহ রহমত নেমে আসবে।

তিনি সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও পেশাজীবী ভাইদের প্রতি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রকে এবং মা-বোনদের প্রতি স্ব স্ব পরিবারকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলার আহবান জানান।

পরিশেষে তিনি সকলের প্রতি আগামী দিনের রেঁনেসা ও জিহাদের সাথী হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ ভাষণ সমাপ্ত করেন।

আবু আব্দুর রহমান (লিবিয়া)

মাসনূন খুৎবার পর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। তন্মধ্যে 'তাওহীদ' বা একত্ববাদ সবচাইতে বড় নেয়ামত এবং তিনি আমাদরেকে সে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানব এবং দানবকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি"।

তিনি বলেন, আমাদের ইবাদতের মাপকাঠি হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আমরা যদি নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমরা কি সত্যিকারার্থে সালাফে ছালেহীনের বুঝের মত কুরআন হাদীছ বুঝেছি? না- অন্যভাবে? আমরা আমাদের নাম দিয়েছি- 'আহলে হাদীছ'। এখন যদি কেউ নামায না পড়ে, তবে আমরা কিভাবে তাকে 'আহলেহাদীছ' বলবো? অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যেটা করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং যেগুলি থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমলগুলি দেখবেন। আমাদের চেহারা বা আকৃতি দেখবেন না। সুতরাং আমরা সকলেই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবো এবং সর্বাগ্রে এ সাক্ষ্য প্রদান করব যে 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলো, তাহ'লে কৃতকার্য হবে'। মক্কার কাফেরগণ আল্লাহকে 'রব' হিসাবে মেনেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা কিছু মুসলমানকে দেখতে পাচ্ছি যারা পূর্বতন আরবদের চেয়েও বড় মুশরিক হয়ে গেছে। মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ্র সাথে শিরক করত স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু বিপদে তারা আল্লাহকে ডাকতো। অথচ দুঃখের বিষয় আমরা নামধারী মুসলমান বিপদের সময় পীর-ফকীরদের মাজারে গিয়ে তাদের নিকট সাহায্য কামনা করি। তাদের নামে কুরবানী করি এবং নযর নেওয়ায পেশ করি। এগুলো মারাত্মক শিরক।

তিনি বলেন, আমাদের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শিরকের লেশ যেন না থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী- 'নিশ্চয় আল্লাহ শিরক ব্যতীত যে কোন পাপ ক্ষমা করে দিবেন' (নিসা ৪৮, ১১৬)। একত্ববাদের আর একটি দিক হলো আল্লাহ্র নাম সমূহ কুরআন ও হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ্র নাম নিয়ে বা ছিফাত নিয়ে যেন কোন প্রকার অপব্যাখ্যা না করি। আমরা অনেকেই বলে থাকি, আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহ্র কোন আকার নেই। এ কথাটি একেবারেই ভুল। কুরআন ও হাদীছে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ্র আকার রয়েছে। যেমন আল্লাহ্র 'হাত' আছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তাদের হাতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'। অর্থাৎ ছাহাবীদের হাতের উপরে আল্লাহর হাত রয়েছে। কিন্তু এক ধরনের জ্ঞানী নামধারী লোকেরা এর অপব্যাখ্যা করে বলেন, তাদের হাতের উপরে আল্লাহ্র 'কুদরত' রয়েছে।

তাই আমাদেরকে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং আমাদের উচিৎ হবে কুরআন এবং হাদীছকে আঁকড়ে ধরে থাকা। এই দু'টি ব্যতীত আর কোন বিকল্প পথ নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ رواه فى المؤطا-

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবেনা যতক্ষণ ঐ দু'টি বস্তু তোমরা কঠিনভাবে ধরে থাকবে।- আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্ত্বা)।

একথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর পন্থা। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!!

আবু ছাবিত ছালেহ মুহাম্মাদ (সঊদী আরব)

মাসনূন খুৎবার পর তিনি 'ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ' শীর্ষক আলোচনায় বলেন, আমি আপনাদের এই তাবলীগী ইসতেমায় যোগদান করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত

হয়েছি। আমি আপনাদের সম্মুখে ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

তিনি বলেন, نواقض الإسلام বা ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তু দশটি। যথাঃ-

(১) ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকটে দো'আ চাওয়া, সাহায্য তালাশ করা, তাদেরকে সিজদা করা এবং তাদের জন্য কুরবানী ও নযর-নিয়ায পেশ করা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءَ

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। তিনি শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন'।

(২) যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে তার ও আল্লাহ্র মধ্যে কাউকে মাধ্যম বা অসীলা মেনে নিবে যে, তার কাছে কিছু চাবে। সে সুপারিশ করবে ও তার উপরে ভরসা করবে। তিনি বলেন, এসকল কাজ সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরী কাজ।

(৩) মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের মাযহাবকে ছহীহ মনে করা কুফরী কাজ।

(৪) কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পন্থার চাইতে অন্যের পন্থা পরিপূর্ণ অথবা মুহাম্মাদের ফায়ছালার উর্ধে অন্যের ফায়ছালাকে উত্তম মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা অপসন্দ বা ঘৃনা করলে সেটাও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে এরশাদে এলাহী হচ্ছে-

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْامَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ-

অর্থঃ 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপসন্দ করে। অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ বরবাদ বা নষ্ট করে দিবেন' (মুহাম্মাদ ৯)।

(৬) রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীনের মধ্যে যে কোন ছোট-খাট বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে সেটাও কুফরীর অর্ন্তভুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন- 'আপনি বলুন! তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর আয়াতের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলে? ছলনা করো না। তোমরা কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর (তাওবা-৬৫, ৬৬)।

(৭) সপ্তম ইসলাম বিনষ্ঠকারী বস্তু হচ্ছে- জাদু। যে ব্যক্তি জাদু করে অথবা জাদু করাতে তার সম্মতি রয়েছে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ-

অর্থঃ 'তাদের দুইজন (হারুত ও মারুত) যা বলেছিল তা ছাড়া কাউকে শিক্ষা দেন নাই, যতক্ষণ না (তারা বলেছিল) আমরা পরীক্ষার জন্য এসেছি। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না' (বাক্বারা ১০২)।

(৮) মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা কুফরী কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের (কাফের) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না' (মায়েদা ৫১)।

(৯) দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকে অনুসন্ধান করলে সে কাফের হয়ে যাবে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِىْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে, তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে' (আল-ইমরান ৮৫)।

(১০) আল্লাহ্র দ্বীন হ'তে বিমুখ হওয়া অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করলো না এবং আমলও করলো না। এটাও কুফরী কাজ। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا الخ-

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে অধিক অত্যাচারী হ'তে পারে যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বুঝানো হয়। অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়' (কাহাফ ৫৭)।

আল্লাহ যেন আমাদেরকে উক্ত ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহ হ'তে রক্ষা করেন- আমীন!

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ (ইরাক)

হামদ ও ছানার পর তিনি 'ঐক্য' বিষয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন ও বলেন, আমরা ঐক্য ছেড়ে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছি। তাই সমস্ত বিশ্ববাসী আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং পারস্পরিক মতভেদ ভুলে ঐক্যমত ধারণ করতে হবে। রোম সম্রাট আলী ও মু'আবিয়া মধ্যে পরস্পর সংঘাত দেখে মু'আবিয়ার কাছে দেশ আক্রমন করার জন্য একখানা পত্র আসলে তিনি বলেছিলেন, যদি তুমি তাই কর তবে আমি অবশ্যই আমার চাচাতো ভাই আলীর (রাঃ) সাথে সমঝোতা করে নিব এবং তোমার বিরুদ্ধে উভয়ে মিলে যুদ্ধ করব'। এভাবে পূববর্তীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ ছিলেন। আমাদেরকেও অনুরূপ হ'তে হবে। ঐক্য অটুট রাখার নিমিত্তে ও মীমাংসার খাতিরে হাসান (রাঃ) স্বীয় খেলাফত মু'আবিয়ার হাতে সোপর্দ করেছিলেন। আমাদেরকেও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের অনেকে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে মিলে থাকতে পারে না। সামান্য বস্তুকে কেন্দ্র করেই পরস্পরে বিরোধী হয়ে যায়। অথচ উচিত ছিল এর বিপরীত করা। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-

'মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তার সাথে যারা রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে দয়ালু' (ফাতহ ২৯)।

শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী (পাকিস্তান)

হামদ ও ছানার পর তিনি 'ইত্তেবায়ে সুন্নাতে'র উপরে আলোচনা করতে গিয়ে মু'আয (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং এই হাদীছের উপরেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। হাদীছটির অর্থ নিম্নরূপঃ

একদা মু'আয (রাঃ) নবী (ছাঃ) এর দরবারে রুগ্ন ও মলিন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলে নবী (ছাঃ) তাকে বললেন, হে মু'আয! তোমাকে কোন বস্তু আমার দরবারে এনেছে? সে বলল, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার দরবারে এসেছি এ জন্যই যে আমি খুব চিন্তিত। একটি বিষয় আমাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। নবী (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, উহা কোন বস্তু হে মু'আয? মু'আয বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। মহানবী (ছাঃ) বললেন, (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) ছিয়াম পালন করা (৪) যাকাত আদায় করা (৫) হজ্জ সম্পাদন করা।

তিনি বলেন, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ যাবতীয় ইবাদত নবী করীম (ছাঃ) -এর তরীকা অনুযায়ী হ'তে হবে। অন্যথায় তা গ্রহনযোগ্য হবে না। তিনি এর সমর্থনে বুখারী শরীফ থেকে কয়েকটি হাদীছ দলীল স্বরূপ উপস্থাপন করেন। যেমন-

আবু দারদা বিন নাইয়ার (রাঃ) ঈদের ছালাতের পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন। নবী (ছাঃ) তখন তাকে বলেছিলেন, তোমার কুরবানী হয়নি, তোমার যবেহকৃত পশু কুরবানীর পশু নয় বরং তা গোস্ত খাওয়ার পশু বলে গণ্য।...

হুযায়ফা (রাঃ) একজনকে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, তুমি এভাবে ছালাত আদায় কর কতদিন থেকে? উত্তরে সে বলল, ৪০ বছর ধরে। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, তুমি কোন ছালাতই আদায় করনি। যদি তুমি এই ছালাত নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তবে তোমার মৃত্যু হবে মহানবী (ছাঃ) -এর মিল্লাতের বহির্ভূত অবস্থায়। তার ছালাত এজন্যই হয়নি যে, তিনি নবীর (ছাঃ) সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায় করেননি।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

তাবলীগী ইজতেমা'৯৭ তে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের বিশেষ অংশ নিম্নরূপঃ

তিনি হামদ ও ছালাতের পর বলেন, আমি বহুলোক আহলেহাদীছ হওয়ার দৃশ্য দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি।* এরপর তিনি হাদীছ শুনে সংগে সংগে তার প্রতি আনুগত্য পেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে ছাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী থেকে দু'একটি ঘটনা তুরে ধরে বলেন, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) সামনে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। জিহাদে গিয়ে সেদিনই লোকটি শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ্র নবী ছাহাবীগণকে ডেকে বললেন, এই মানুষটি আমার হুকুম শোনার সংগে সংগে আজকে আল্লাহ্র রাস্তায় তার জীবন উৎসর্গ করে দিল। আমি দেখলাম হাযার হাযার ফেরেশতা তার রূহকে নেয়ার জন্য ও তার আমলগুলিকে লিখে নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। এ মর্যাদা তার এ কারণেই যে, রাসূলের নির্দেশ শুনা মাত্রই অবনত মস্তকে সেটা সানন্দে মেনে নিয়েছে। একটুও সংকোচ বা আপত্তি করেনি।

* ঐ স্টেজে এসে ১১টি জেলার ৩৬ জন শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে প্রকাশ্যে 'আহলেহাদীছ' হন।

আজকেও যদি আপনাদের মধ্যে 'ইমারত'-এর প্রতি এ ধরণের আনুগত্য বোধ ফিরে আসে, তাহ'লে আবার হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উক্ত মর্যাদায় ফিরিয়ে দিতে পারেন।

আমি একজন মহিলার দৃষ্টান্ত দিতে চাই, যে মহিলা আরবের একজন ধনী ঘরের সুদর্শনা মেয়ে ছিলেন। এ মেয়ের বিবাহের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একজন নও মুসলিমকে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে বলবে যে, আমাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাঠিয়েছেন বিয়ের পয়গাম নিয়ে। আদেশমত সেখানে গিয়ে তিনি বিয়ের পয়গাম দিলেন। এতে বাবা-মা অসন্তুষ্ট হ'লেন এবং এ ধরনের পাত্রকে তার মেয়ের জন্য অনুপযুক্ত মনে করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মেয়ে আড়াল থেকে সবকিছু শুনছিল। মেয়েটি যখন দেখল যে, তার বাবা-মা লোকটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তখন মেয়েটি সরাসরি তার বাবা-মার সামনে গিয়ে বললো, আববা! আপনি কি জানেন এই লোকটি কে? কে একে পাঠিয়েছেন? যিনি পাঠিয়েছেন তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। মেয়ে আরও বললেন, আমি এই বিয়েতে রাযী। অতএব বিয়ের ব্যবস্থা করুন'।

অবশেষে তাদের বিয়ে হলো। এই মিসকীন লোকটি এই মেয়েকে বিবাহ করার পর আল্লাহ্র রহমতে মদীনার মধ্যে সবচাইতে বিত্তবান ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশ শ্রবণ এবং নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ফলে এমনি করে আল্লাহ পাক বরকত দান করেন। তাই আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন এই যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীরের প্রতি আনুগত্য করা অতীব যরূরী। তাহ'লে আল্লাহ সেই ব্যক্তির ন্যায় আপনাদের উপর রহমত ও বরকত নাযিল করবেন ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের আখেরী যামানায় যাঁরা আসবে তাদের কল্যাণ এবং মঙ্গল নির্ভর করছে প্রথম যুগের উম্মতদের কল্যাণ ও মঙ্গলের উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত আখেরী যামানার উম্মতদের মধ্যে প্রথম যামানার উম্মেতের চরিত্র ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সমাজ সংশোধন হওয়া সম্ভব হবে না। প্রথম যুগের উম্মতরা যেভাবে রাসূলের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দিতেন, আখেরী যামানার উম্মতরা যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশের সামনে অমনি করে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন থিউরী, কোন মতবাদ বা ইজমের দ্বারা শান্তি আনা সম্ভব হবে না। আজকে আমরা অনেকেই 'আহলেহাদীছ' কিন্তু আমরা তাদের মধ্যেও এই রোগ দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে আমীরের প্রতি আনুগত্য বোধ নেই, হাদীছের প্রতি আমল নেই। আপনারা এই রোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ এই সমাজ সংশোধন হবে। আবার এই সমাজ সোনালী সাফল্যে ভরপুর হয়ে উঠবে। আমি আপনাদের জন্য অন্তর খোলা দো'আ করছি এবং আমাকে এই তাবলীগী ইজতেমায় দাওয়াত দেয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আগামীতে আবারও আপনাদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আবু খুবায়েব (ইরাক)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি 'মুসলিম ব্যক্তির করণীয়' সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া সকলের পবিত্র দায়িত্ব। তবে এক্ষেত্রে দাঈকে চরিত্রবান হ'তে হবে। সুব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'উত্তম চরিত্রের চেয়ে কোন বস্তুই (ক্বিয়ামতের দিনে) দাঁড়িপাল্লায় ভারী হবে না'।

উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিলে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন,

'যদি আপনি কঠোর ও শক্ত অন্তরের হ'তেন তবে তারা আপনার চতর্পাশ্ব হ'তে সরে যেত' (আলে ইমরান ১৫৯)।

হাদীছে এসেছে-'উত্তম কথা বলা ছাদকা স্বরূপ'। সুতরাং মানুষকে ভালো ব্যবহার দেখিয়ে তাদের মনের গহীনে প্রবেশ করতে হবে ও তাদেরকে সঠিক পথে ফিরাতে হবে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি সুদ-ঘুষ ও অবাধে নারী-পুরুষে মেলা মেশার বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

আব্দুল্লাহ সালাফী (ভারত)

মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী সর্বপ্রথমে আল্লাহ্র শানে হামদ অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করে তাঁর নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় 'শরীয়তের দৃষ্টিতে যৌতুক প্রথা ও তার প্রতিকার'-এর উপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এটা বর্তমান সমাজে এক দূরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধি আজ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, বিবাহ বিষয়টা দুনিয়াবী নয়, বরং পারলৌকিক। তাই এই বিবাহ দুনিয়াবী কোন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মত হ'তে পারেনা। এটা হ'তে হবে সম্পূর্ণ ইসলামী নিয়ম-নীতির মধ্যেই। আমরা যদি রাসূল (ছাঃ)-এর দেয়া নিয়ম-নীতির বিপরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, তাহ'লে আমাদের

সন্তানাদি, জন সংখ্যা কেবল বেড়েই যাবে। কিন্তু তাদের থেকে আমরা কোন সুফল পাব না। তাদের থেকে আমরা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের আশা করতে পারব না।

তিনি বলেন, বিবাহ আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি বিধান যা সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠনের অন্যতম পবিত্র মাধ্যম। কিন্তু এই বিবাহকে আমরা অপবিত্র করে ফেলি তখনই, যখন আমরা ছেলে-মেয়ে উভয় পক্ষ প্রচলিত পণ বা যৌতুক দেয়া-নেয়া করি। এখানে আমরা শুধু ছেলে পক্ষকেই দোষারোপ করি। তা ঠিক নয়, এর জন্য মেয়ে পক্ষও অনেক সময় অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কারণ এরকম প্রস্তাবটা অনেক সময় মেয়ে পক্ষ থেকেই আসে। তিনি মেয়ে পক্ষকে দোষারোপ করে উল্লেখ করেন যে, মেয়ে বিক্রি করার জন্য ইহা এক প্রকার ঘুষ। যেমন করে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে আমরা অপরাধী হিসাবে গন্য করি, অনুরূপভাবে যৌতুক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বলেন, এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর জঘন্য এই প্রচলিত প্রথা আমাদের ভারত উপ-মহাদেশে চালু রয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক ঘোষণা দিচ্ছেন, হারাম খেয়ে কেউ এবাদত করলে তার এবাদত কবুল হবে না। তিনি বলেন, সুন্নাতী কায়দায় এবাদত না করলে এবাদত কবুল হবে না। এমনকি মক্কা-মদীনাতে গিয়ে এবাদত করলেও নয়। যতক্ষণ না তার জিহ্বা হারাম ভক্ষণ থেকে বিরত না হবে। তিনি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'সামান্য হারাম খেয়ে এবাদত করলেও ৪০ দিন যাবৎ তার এবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না'। তিনি বলেন, এই প্রথার কবলে পড়ে কত মেয়ে যে অকালে মৃত্যুবরণ করছে তার ইয়ত্তা নেই। এই জন্যে এ প্রথাকে শুধু ঘৃণা করে নয়, উপস্থিত মুসলিম জনতাকে বলছি, আমাদেরকে তো তা থেকে বিরত থাকতে হবেই উপরন্তু এর বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করতে হবে। তিনি বলেন, এই প্রথা যখন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তখন আমাদের সমাজের উঁচু-নীচু, ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্যের অবসান ঘটবে। আমরা পণ প্রথা যদি বন্ধ করতে না পারি, তাহ'লে আমরা সুসন্তান বা নেক সন্তানের আশা করতে পারি না।

পরিশেষে তিনি বলেন, আজ আমাদেরকে এখান থেকে শপথ করে যেতে হবে যে, এই হারাম প্রথা থেকে নিজেকে বাঁচতে হবে এবং অপর ভাইকে বাঁচাবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শায্‌লী আবু আনাস (সুদান)

'দাওয়াত ও জিহাদ' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দাওয়াত ও জিহাদ একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। দাওয়াত ও জিহাদ যদি ছাহাবীরা না করতেন তবে এই বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার হ'ত না। ছাহাবীরা অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছিলেন বলেই এদেশে ইসলামের আলো পৌঁছেছে। তিনি সকল জনতাকে দাওয়াত ও জিহাদে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে বলেন। তিনি বলেন, দাওয়াত একটি পবিত্র দায়িত্ব। কারণ এ দায়িত্ব স্বয়ং আম্বিয়া ও রসূলগণ আঞ্জাম দিতেন। দাঈ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ'তে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং আমলে ছালেহ করে আর বলে যে, আমি মুসলমানদের দলভুক্ত' (হামীম সাজদাহ ৩৩)। তিনি বলেন, দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকার পরিণতি ভালো নয়। কারণ আল্লাহ্‌র গযব আসলে তখন কাউকে ক্ষমা করবে না। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে কয়েকটি দলীল উল্লেখ পূর্বক দাঈর কয়েকটি বিশেষ গুণ সম্পর্কে আলোকপাত করে তার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব (নেপাল)

হামদ ও না'তের পর তিনি 'ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' এ বিষয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি উক্ত বিষয়ে তার বক্তব্যে ইসলামের বিভিন্ন দিক সমূহ বলে* করেন এবং অন্যান্য ধর্মের বিধান সমূহের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি 'আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এই বিশাল তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সহ সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলী আব্দুল করীম (সুদান)

তিনি 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, ইহা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাকে উম্মতে মুহাম্মাদী ত্যাগ করার কারণে দূর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ' ইহা মুসলমানদের অপবি* বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে তিনি দাঈকে কি কি গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে তা উল্লেখ করে বিদায় গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদ মুসলিম (ঢাকা)

মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়ের পর তিনি পূর্ব নির্ধারিত 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বিষয়ে তাঁর সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, জিহাদ শুধু

এটা নয় যে, একজন অমুসলিমকে সামনে পেয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। বরং জিহাদ কথা, কলম এবং অস্ত্র এই তিনটির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আজকে এখানে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে এটা 'জিহাদ বিল্ লিসান' বা কথার জিহাদ। অপরদিকে 'জিহাদ বিল কলম' বা লিখনীর জিহাদও চলছে। প্রয়োজনে আমাদেরকে অস্ত্রও ধারণ করতে হবে।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী (ছাঃ) আপনি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন' (আনফাল ৬৫)।

আলোচ্য আয়াতে 'ক্বিতাল' অর্থ সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রয়োজনে আমাদের প্রতিপক্ষকে পরাভূত করার জন্য আমাদেরকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে।

মহানবী (ছাঃ) বলেন-

أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله-

অর্থঃ 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা' (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৯৪)।

আলোচ্য হাদীছে পাঁচটি কাজের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' উল্লেখযোগ্য।

তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আজকে আমরা ইসলামের নামে নানা রকম অনৈসলামী কাজে লিপ্ত। অথচ দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব থেকে আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি। সত্যিকার ভাবে কোন দায়িত্ব পালন করতে চাচ্ছি না।

আল্লামা ইকবাল বলেছেন 'যার অন্তর মরে গেছে সেটাতো অন্তরই নয়, তাকে দিয়ে কোন কাজ হ'তে পারেনা।'

তিনি বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দীলকে যিন্দা করতে হবে। আমরা যারা আজকে এই ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেছি তাদেরকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, সত্যিকার মুমিন হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা মাঠে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ব। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আমাদের দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন রকমের কুসংস্কারের সয়লাব মুসলিম মিল্লাতের বুকে চলছে। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনসমুদ্রকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে দাওয়াত ও জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্যের উপসংহার টানেন।

অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা)

অন্যতম প্রবীন আলেম তাওহীদ ট্রাস্ট-এর সৌজন্যে প্রকাশিত বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডের অনুবাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা) আল্লাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের পর বলেন, দুর্ভাগ্য আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বেশী কিছু বলতে পারব না- হঠাৎ অসুস্থতার কারণে। তবুও আজকের এই দিনে অগণিত জনতার সম্মুখে যে হাযির হ'তে পেরেছি এর জন্য মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি বলেন, মহান কারুণিকের অপার অনুগ্রহে ইতিমধ্যে ছহীহ বোখারী শরীফের মোট ৩০ পারার মধ্যে ১ম তিন পারা নিয়ে দশ খণ্ডের ১ম খণ্ড আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি এবং ২য় খণ্ড অতি সত্বর প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে। যাতে করে একে একে এর সবগুলো খন্ডের কাজ শেষ করে যেতে পারি, সে তাওফীক আল্লাহ পাক যেন আমাকে প্রদান করেন সেজন্য সকলে দো'আ করবেন। তিনি ইজতেমা সফল হৌক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন।

আব্দুর রঊফ (খুলনা)

হাম্দ ও ছানার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যের শুভ সূচনা করেন। অতঃপর বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত 'মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য তথা আহলেহাদীছ মাদরাসা বনাম অন্যান্য মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা' বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি 'মুক্বাদ্দামা মিশকাতে'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মাদরাসার ফাযেল ক্লাশে 'মক্বাদ্দামা মিশকাত' পড়ানো হয়। যেখানে হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি উল্লেখ পূর্বক বলা হয়েছে-

"হে ছাত্র! তুমি জেনে রাখো এই পৃথিবীতে যত লিখিত হাদীছের কিতাব পাবে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব, যে কিতাবের হাদীছকে সর্বপ্রথমেই মানতে হবে সেটা হচ্ছে ছহীহ আল-বুখারী। এই বুখারী শরীফ এত বিশুদ্ধ কিতাব যে, এই কিতাবকে মুহাদ্দেছীনে কেরাম আল্লাহ্র কিতাবের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীছের কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন। আর ছহীহ বুখারীর পর ছহীহ মুসলিমের স্থান। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে যে হাদীছ পাওয়া যাবে সেই হাদীছ হচ্ছে 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ'। আর এই 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' হাদীছের মান হচ্ছে সকল হাদীছের উর্দ্ধে। অর্থাৎ

সর্বপ্রথম 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' -এর হাদীছ মানতে হবে।

এই মূলনীতি পাঠ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আলেম সম্প্রদায় তা মানছেন না। ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম শরীফকে তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা 'আমীন' সশব্দে বলা, রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি অসংখ্য মাসআলা আছে যা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। অথচ তারা এগুলো অবজ্ঞাভরে অমান্য করে চলেছেন। ফলে একজন ছাত্র তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আমল থেকে দূরে সরে থাকে।

প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ছাত্রের সম্মুখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন সে তা বাস্তবে প্রতিফলিত করতে পারছে না? এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঐ সকল মাদরাসায় হাদীছ পড়ানোর বহু পূর্বে থেকে ছাত্রদেরকে মাযহাবী ফিক্হের কিতাব পড়ানো হয়। ফলে পরবর্তীতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তা মানতে অপারগ থেকে যায়।

পক্ষান্তরে আহলেহাদীছ মাদরাসা সমূহে প্রথম থেকেই ছেলেদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে কুরআন ও হাদীছ মানতে ঐ ছেলে কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না।

পরিশেষে বাংলাদেশের মাদরাসা সমূহে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রদানের জোর দাবী জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী (মোমেনশাহী)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'বিদ'আতে'র উপরে তাঁর ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-

اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যে অহি অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। সাবধান! এ ব্যতীত অন্য কোন অলী আউলিয়ার বা কোন পীর পুরোহিতের অনুসরণ করো না'।

তিনি বলেন, অহি ২ প্রকার (১) অহিয়ে মাতলু। যেমন আল-কুরআন। (২) অহিয়ে গায়রে মাতলু। যেমন হাদীছ। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টির দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ কর।

মাহনবী (ছাঃ) বলেছেন,

فان خيرا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضالالة فى النار-

'সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব, ও সর্বোত্তম হেদায়াত হ'ল বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে ইসলামে নতুনত্বের আবিষ্কার, আর দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত। প্রত্যেকটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেকটি । ভ্রষ্টতার পরিনাম হচ্ছে জাহান্নাম' (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিদায় হজ্জের দিন আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا-

অর্থঃ 'আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'।

তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তার নবীর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। কাজেই এর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

মহানবী (ছাঃ) বলেন-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

'আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গোলাম। যতদিন তোমরা এই দু'টিকে আকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। একটি হ'ল আল্লাহ্র কিতাব আর অন্যটি হ'ল তাঁর নবীর সুন্নাত' (মুয়াত্ত্বা)।

মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ টি দল হবে। সব দলই জাহান্নামে যাবে। একটি দল ব্যতীত, যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ রয়েছি' (আহমাদ, আবুদাউদ)।

এই হাদীছের দিকে ইংগিত করে তিনি বলেন, এই হাদীছ প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা বলে থাকেন। কিন্তু কেউ গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন না। তিনি বলেন, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর তরীকা ব্যতীত যত তরীকা পৃথিবীতে আবিষ্কার হবে সব বিদ'আতী তরীকা হবে।

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد-

'যে কোন ব্যক্তি আমার এই শরীয়তে নতুনত্বের আবিষ্কার করবে, যা এর মধ্যে নেই, সেটা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী, মুসলিম)।

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন,

'আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা বহু এখতেলাফ দেখতে পাবে, তখন তোমাদের উচিত হবে আমার সুন্নাত আর আমার হেদায়াত প্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে মযবুত করে ধরা' (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ)।

তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত রাসূলের সুন্নাত আর খলীফারদের সুন্নাত আলাদা নয়।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদের সামনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে নিমজ্জিত আছি। আমরা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছি। পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আমাদেরকে এসব পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসা উচিত।

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী)

প্রখ্যাত বাগ্মী, বিশিষ্ট আলেম, নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ 'রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ' বিষয়ের উপর বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ) -এর উপর দরূদ পেশ করেন। অতঃপর বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর' (হাশর ৭)। তিনি উদাহরণ স্বরূপ আমাদের সমাজে প্রচলিত কতগুলি প্রথা সম্পর্কে বলেন। যেমন রামাযানের সাহারী খাওয়ার জন্য ঢোল পিটানো, বেল বাজানো, পটকা ফুটানো, সাইরেন বাজানো, উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে দল বেঁধে রাস্তায় ঘোরা ইত্যাদি এবং মাসের শেষে বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে পয়সা আদায় করা প্রভৃতি কাজকর্ম নিঃসন্দেহে বিদ'আত যা রাসূলের (ছাঃ) যামানায় ছিল না। রাসূলের (ছাঃ) যামানায় কেবলমাত্র সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযানের প্রচলন ছিল। আমাদেরকেও তাই-ই করতে হবে। তার বেশী নয়। তিনি আরো কিছু উদাহরণ পেশ করেন এবং অবশেষে বলেন, আমাদেরকে পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং ধর্মের নামে প্রচলিত বিষয়গুলি তদন্ত করে কেবলমাত্র নির্ভেজালটুকুর অনুসরণ করতে হবে। যেমন করে আমরা মাছ খাওয়ার সময় সতর্কতার সাথে কাঁটাগুলি বাদ দিয়ে ভাল অংশটুকু খেয়ে থাকি।

মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কুমিল্লা জেলা সভাপতি, বিশিষ্ট আলেম ও সংগঠক মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ -তে 'দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের গুরুত্ব' বিষয়ের উপর বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহ্র শানে হামদ ও রাসূল (ছাঃ) -এর উপর দরূদ পেশ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর নিকটে যে অহি পাঠিয়েছেন, সেই অহি প্রদত্ত জীবনাদর্শকেই আমরা 'দ্বীন' বলে বুঝে থাকি। কোন মানুষের কল্পিত ইজম, মাযহাব বা মতবাদকে দ্বীন বলা হয় না। দ্বীন বলতে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অহিকেই গ্রহণ করতে হবে। আর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে প্রত্যেককে অবশ্য জামা'আতবদ্ধ হ'তে হবে। আর জামা'আতে থাকবেন একজন আমীর বা নেতা। প্রত্যেককে আমীরের নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে। তা নাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কোন জামা'আত ভুক্ত হবেন। তিনি বলেন আমাদেরকে ঐ জামা'আত ভুক্ত হ'তে হবে, যে জামা'আত আমাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকে। যে জামা'আত বাতিলের সাথে মুহূর্তের জন্যও আপোষ করে না। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেই জামা'আত হওয়ার দাবীদার। কেননা এই জামা'আতই একমাত্র জামা'আত যারা সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে অহি-র আলোকে গড়ে তুলতে চায় এবং অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে চায়।

মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)

আল্লাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করার পর বিশিষ্ট বক্তা মাওলানা আব্দুছ ছামাদ 'তাবলীগী দ্বীন এবং উহার গুরুত্ব' বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের দাওয়াত দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। অতীতে যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রাসূল এই দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আমাদের শেষ নবী (ছাঃ) ও সে কাজ করে গেছেন এবং আমাদেরকে দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলে অনেক বাধা আসতে পারে, সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করতে হতে পারে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন নমরূদকে দাওয়াত দিতে গিয়েছিলেন তখন তাকেও নির্যাতিত হ'তে হয়েছিল। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন তাঁর

কওমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল, আমাদের পূর্বপুরুষরা কি কম বুঝত? আমরা তাদেরই অনুসরণ করব।

তিনি বলেন, বর্তমানেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিতে গেলে অনেকে বলেন, আমাদের বাপ-দাদারা, বড় বড় আলেমরা কি কম জানেন? তিনি কাদিয়ানীদের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ বাতিল দলটি ইহুদী, খৃষ্টানদের চক্রান্তে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্চার হ'তে হবে। এর জন্য আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হ'তে হবে।

মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী)

'ক্বিয়ামত ও জান্নাতের বিবরণ'- বিষয়ের উপর বক্তব্যের শুরুতে তিনি আল্লাহ্র শানে হাম্দ ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পেশ করেন। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিনের বিভীষিকাময় ভয়ংকর অবস্থা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনার আমার জন্য জান্নাতকে নানা বৃক্ষ-লতা, ফল-মুল, স্রোতঃস্বিনী ও নহর দ্বারা এবং সেবা পাওয়ার জন্য হুর, হিরা, মনি-মুক্তা খচিত ঘর-বাড়ী প্রভৃতি নেয়ামত দ্বারা সজ্জিত করে রেখেছেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আমলে ছালেহ। আমল যদি বিশুদ্ধ না হয় তবে জান্নাতের আশা করা নিরাশারই শামিল। কাজেই পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আমাদেরকে নিবিষ্ট মনে আমলে ছালেহ করতে হবে।

ক্বারী গোলাম মোস্তফা (ঢাকা)

মাসনূন খুৎবার পর তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত সূরায়ে আলে ইমরান ১০৪-১০৫ আয়াত উল্লেখ করেন।

অনুবাদঃ 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধিতা করছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব'।

তিনি বলেন, আজ আমাদের মাঝে কুরআন ও হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হচ্ছি। সারা পৃথিবী জুড়ে যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে তখন আমরা মুসলমানরাই এক হ'তে পারছি না। মুসলমানরাই একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি। মুসলমানদের একতা নষ্ট করার জন্য যখন সারা বিশ্ব জুড়ে চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে, তখন আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন থাকলে চলবে না। আমাদেরকে একতাবদ্ধ হ'তে হবে।

তিনি বলেন, মুসলমানদের ঐতিহ্য হ'ল দাওয়াত ও জিহাদ। অথচ মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে মোমবাতি ও আগরবাতি নিয়ে মাযারে ছুটছে, পীর ছাহেবের দরবারে ছুঁটছে। তিনি বলেন, আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

পরিশেষে তিনি কুরআন ও হাদীছের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

মোশাররফ হোসাইন আকন্দ (ঢাকা)

যথারীতি খুৎবা পাঠের পর নির্ধারিত 'পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে জীবন গঠন' শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গায়ের জামা যত বড় কিংবা মাথার পাগড়ী যত লম্বা হউক না কেন, তার তাসবীহ-তাহলীল মুরাকাবা-মুশাহাদা যত বেশীই হউক না, কেন সে বুযূর্গ তো দূরের কথা সে আদৌ মুসলমান কি-না সন্দেহ। কারণ ঐ ব্যক্তি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেনি।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে মৌখিক ভাবে কুরআন ও হাদীছের প্রাধান্য মেনে নেয়া হলেও আমলের ক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। মাযহাবী স্বার্থে সুকৌশলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে এড়িয়ে চলা হয়। তিনি বলেন, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয় বরং পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে হবে।

তিনি এদেশে প্রচলিত কিছু হাদীছ বিরোধী আমলের উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে 'হিলা' প্রথার উল্লেখ করে বলেন, আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে এই প্রথা প্রচলিত। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মহানবী (ছঃ) এইরূপ হিলাকারী পুরুষ ও হিলাকারিনী নারীর প্রতি লা'নত করেছেন।

পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর নিরপেক্ষভাবে আমল করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আবদুল্লাহিল বাকী (সাতক্ষীরা)

সাতক্ষীরার বিশিষ্ট বাগ্মী মৌলবী আব্দুল্লাহিল বাকী তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণের শুরুতে হামদ ও ছানার পরে বলেন, এবারে সর্ব প্রথম তাবলীগী ইজতেমায় এসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পক্ষে এই অভূতপূর্ব জনসমর্থন দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। যে নেতৃত্বের মাধ্যমে এই ব্যাপক গণজাগরণ সম্ভব হয়েছে, আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ভাবে স্বাগতঃ জানাই। তিনি 'হাদীছ প্রতিযোগিতা'য় ১৩ বছরের নীচে সোনামণিদের অংশ গ্রহন ও মঞ্চে তাদের সুন্দর 'সংলাপ' অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করে বলেন, একটি বিল্ডিং গড়তে গেলে যেমন প্রথমে ভিত, পরে দেওয়াল ও তার পরে ছাদ দিতে হয়। ঠিক তেমনি একটি সমাজ গড়তে গেলে প্রথমে সোনামণি, পরে তরুণ ও যুবক শ্রেণী ও তার পরে বয়স্কদের একই লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ করতে হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি আন্তরিক ভাবে আনন্দিত। তাঁর সংক্ষিপ্ত ওজস্বিনী বক্তৃতার সময় সমস্ত প্যাণ্ডেল মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)

হাম্দ ও ছানার পর তিনি নির্ধারিত দরসে কুরআন পেশ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা শূরা-র ৩৬-৩৯ নং আয়াত পেশ করেন-

অনুবাদঃ 'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জগতের নগন্য ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। (এই নেয়ামত তাদের জন্য) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও আপন পালনকর্তার উপর ভরসা করে। যারা মহাপাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। যারা তাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দেয় ও ছালাত আদায় করে। যারা পরস্পরে পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা হ'তে ব্যয় করে'। যারা আক্রান্ত হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' (শূরা ৩৬,৩৭,৩৮)।

তিনি সমবেত বিশাল জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, কুরআন ও হাদীছের বাণী বাস্তবায়ন করলে অল্প সংখ্যক মানুষও আল্লাহ্র রহমতে বিজয় লাভ করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ২ কোটি আহলেহাদীছ রয়েছে। এই ২কোটি আহলেহাদীছও যদি কুরআন ও হাদীছকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে, তবে এদেশ একদিন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আমরা আজ পার্থিব জীবন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। আমরা যেন পারলৌকিক জীবন ভুলতে বসেছি। মনে হয় এই দুনিয়াকেই আমরা চিরস্থায়ী আবাসস্থল ধরে নিয়েছি। অথচ উচিত ছিল স্বল্প সময়ের এই পার্থিব জীবনকে নগন্য মনে করে পরকালকে প্রাধান্য দেয়া।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইসলাম পরাজিত। কারণ ইসলামী আইন ও শাসন এ দেশে চালু নেই। এ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত ও জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের মাধ্যমে যেকোন অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে। ধর্মদ্রোহিতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপকে কঠোর হস্তে প্রতিহত করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এদেশের পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। এ আন্দোলন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহারা সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে আমুল পরিবর্তন করতে চায়।

পরিশেষে তিনি স্বল্পকালীন এই দুনিয়ার জন্য পরকালকে না হারিয়ে সকলকে আখেরাতমুখী হওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ)

অধ্যপক আলমগীর হোসাইন 'যাকাত ও তার গুরুত্ব' বিষয়ের' উপর অত্যন্ত দলীলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

তিনি বলেন, 'যাকাত' শব্দের অর্থ প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদি। কাজেই যাকাত প্রদান করলে বাহ্যিকভাবে সম্পদের ঘাটতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পদের প্রবৃদ্ধিই ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআন মজীদের অসংখ্য স্থানে আল্লাহপাক 'যাকাত'-এর নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই 'যাকাত' সম্পর্কে অবগত আছি। আবার অনেকে অজ্ঞ রয়েছি। আমরা অনেকে মনে করি যে, 'যাকাত' ইচ্ছামত কিছু দিলেই হয়ে যাবে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী নেছাব পরিমাণ সম্পদের আমরা 'যাকাত' অনেকেই প্রদান করি না।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিয়োনা এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন কর না। ছালাত আদায় কর, যাকাত প্রদান কর এবং ছালাতে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়' (বাক্বারাহ ৪২-৪৩)।

তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'ছালাত' ও 'যাকাত'-এর কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই শুধু ছালাত আদায় করলে চলবে না। আমাদের পরকালকে সুখময় করতে চাইলে আমাদেরকে নেছাব পরিমাণ সম্পদের যাকাতও প্রদান করতে হবে।

তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ ২০৮ নং আয়াত উল্লেখ করেন-

অনুবাদঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের শত্রু'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমরা জানি যে, ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কলেমা, ছালাত, যাকাত, হজ্জ ও ছিয়াম। আমাদেরকে এর সব ক'টিই মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হওয়ার দাবী অযৌক্তিক হবে। যারা ইসলামের কিছু মানবে আর কিছু ছাড়বে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন, 'তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড় তাদের আর কোন পথ নেই। ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে' (বাক্বারা ৮৫)।

বক্তব্যের শেষাংশে তিনি যারা 'যাকাত' আদায় করে না তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত তুলে ধরেন-

অনুবাদঃ 'আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে

দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের ললাট পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সে দিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, এক্ষণে জমা করে রাখার আস্বাদ গ্রহণ কর' (তওবাহ ৩৪-৩৫)।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ প্রদান করেছেন, অথচ সে তার 'যাকাত' আদায় করে না, এই মাল ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য একটি বিষধর সাপে পরিণত হবে। এই সাপ তার গলা পেঁচিয়ে ধরবে। ঐ ব্যক্তিকে কামড়াতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ, যে সম্পদের তুমি 'যাকাত' আদায় করনি'।

সবশেষে তিনি যাকাতের খাত সমূহ আলোচনা করেন এবং সকলকে 'যাকাত' প্রদানে সচেতন হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আব্দুর রহীম (বাগেরহাট)

মাসনূন খোৎবার পর তিনি বলেন, সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে একটিই। সেটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ। এ পথেই মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা। তিনি বলেন, আমরা সকলেই সঠিক পথ প্রাপ্তির আশা করে থাকি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ'ল, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথ ও মতকে সঠিক ও নির্ভুল হিসাবে ধরে নিয়েছি। আমরা মনে করে নিয়েছি এ পথেই মুক্তি। এ পথই জান্নাতের পথ, এ পথেই শান্তি আছে। কিন্তু কখনোই তলিয়ে দেখিনি সঠিক পথ কোনটি।

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুসরণ কর'। অথচ আমরা এ পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছি। তিনি বলেন, মহানবী (ছাঃ) -কে মানতে হবে এ দাবী সকলের। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল- তাঁকে কিভাবে মানতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মহানবী (ছাঃ) যখন যা যেভাবে করেছেন, করতে বলেছেন এবং সমর্থন করেছেন, আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই তা করতে হবে। তবেই রাসূলের প্রকৃত অনুসরণ হবে। যদি কেউ কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করেন, সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে মহানবী (ছাঃ) এ বিষয়ে কম বুঝতেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উল্লেখ করেন-

অনুবাদঃ 'আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি' (বনী ইসরাঈল ১২)।

তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সব বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হওয়ার পর কোন বিষয় অবশিষ্ট থাকতে পারে না। আমাদেরকে গবেষণা করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সব ফায়ছালা বের করতে হবে।

তিনি বলেন, ধর্ম কোন পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ধর্ম হ'ল বিশ্বাসের নাম। আমাদের পূর্ব পুরুষরা যা করে গেছেন, আমরা তাই করব এটা ধর্ম নয়। পূর্ব পুরুষরা ভুল করলে সেই ভুলটা আমরা দলীল হিসাবে মেনে নিব এটা ধর্মীয় বিশ্বাস হ'তে পারে না।

পরিশেষে তিনি সকলকে সকল পথ ও মত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথের অনুসারী হওয়ার আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আব্দুস সাত্তার (নওগাঁ)

হাম্‌দ ও ছানার পর তিনি 'জাহান্নামের বিবরণ' শীর্ষক বিষয়ের উপর তার সুমধুর বক্তব্য পেশ করেন।

তিনি বলেন, এই পৃথিবীতে যারা নানা প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় নিমগ্ন থাকে, আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী, তার দেওয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে না, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম-নীতি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিচালিত করেন, তাদের জন্য রয়েছে চির সুখময় জান্নাত।

এ প্রসঙ্গে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বারি'আহ-র ৬-১১ নং আয়াত উল্লেখ করেন-

অনুবাদঃ 'অতএব যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া, (হে নবী) আপনি জানেন কি তা কি? (তা হচ্ছে) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি'।

তিনি বলেন, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত সকল নবী রাসূলগণই নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবেন। মহানবী (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করবেন। সেদিন মহানবী (ছাঃ)-এর সুপারিশ ব্যতীত আর কারো সুপারিশ গ্রহণীয় হবে না। কাজেই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জাহান্নামের আকৃতি-প্রকৃতি ও জাহান্নামের শাস্তির বিভিন্ন বিবরণ প্রদানের পর সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গঠন। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত করতে পারলেই আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি। তার বক্তৃতার পরেই শেষদিন ফজরের আযান হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৫৪)ঃ ইফতারী সম্মুখে নিয়ে ইফতারের পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করা যায় কি?

রেযাউল ইবনে নুরশাদ
কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরঃ ইফতারের সময় দো'আ পাঠ করা সুন্নাত। আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দো'আ ফেরৎ দেওয়া হয় না। -ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছটি বিশুদ্ধ; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দো'আ ফেরৎ দেওয়া হয় না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশার দো'আ। (২) ছায়েমের দো'আ ইফতার করা পর্যন্ত (৩) মাযলূমের দো'আ। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছ বিশুদ্ধ; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ। ইফতারী সামনে রেখে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই। ছায়েমগণ নিজেরা তাদের জানা দো'আ সমূহ পড়বেন।

প্রশ্ন-(২/৫৫)ঃ সাহারী খাওয়ার পূর্বে অথবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হয় কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী

উত্তরঃ 'রামাযান' বা অন্য সময়ে সাহারী খাওয়ার পূর্বে অথবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন -বুখারী ১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ; তিরমিযী ১৬৩ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৫৬)ঃ আমি একজন ফাযেল ক্লাসের ছাত্রী। 'রামাযান' মাসে কুরআন মজীদ খতম করার নিয়ত করেছিলাম। অসুস্থতার কারণে নিয়ত পুরণ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের মাধ্যমে পড়ে নিলে হবে কি?

নারগিস ইসলাম
জামালপুর মহিলা মাদরাসা
জামালপুর

উত্তরঃ ছিয়াম ছাদকা, ইস্তেগফার ও হজ্জ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকে পালন করার শরঈ বিধান পাওয়া যায়। কিন্তু ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কাজেই এইরূপ ইবাদত শরীয়তে গ্রহণীয় নয়। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪খণ্ড ৩০০ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া আব্দুল আযীয বিন বায ৪র্থ খণ্ড ৩৪৮ পৃঃ। অতএব সাধ্য থাকলে ক্বাযা হিসাবে নিয়ত পুরণ করুন। না পারলে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বান্দার নিকটে সাধ্যের বাইরে কিছু চান না।

প্রশ্ন-(৪/৫৭)ঃ আমরা মৃত ব্যক্তির নামে মাওলানাদের মাধ্যমে কুরআন খতম করি এবং তাদেরকে খাওয়াই ও নযরানা দেই। এতে মৃত ব্যক্তির কোন ছাওয়াব হবে কি?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা ও ছালাত আদায় করা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই মৃত ব্যক্তির নামে নিজে কুরআন তেলাওয়াত করুক অথবা অন্য লোক দ্বারা করা হউক তা 'বিদ'আত' হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪ খণ্ড ৩০০ পৃঃ। মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত। -যাদুল মা'আদ ১মখণ্ড ৫২৭ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড ৯২ পৃঃ।

এদেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশার খানা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। অমনিভাবে কেউ মারা যাওয়ার পর লাশের নিকটে বা অনতিদূরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করার কোন প্রমাণ নেই। মৃত ব্যক্তি এসবের কিছুই জানতে পারেন না। তার আমলনামায় এসবের কিছুই পৌঁছে না। অপচয় এবং 'রিয়া'-র গোনাহ হ'তে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁচতে পারেন না। রাসূল (ছাঃ) ও চার খলীফার জন্য কুলখানি ও চেহলামের ব্যবস্থা কখানোই ছিল না। অতএব অন্য ধর্মের অনুকরণে আমাদের মধ্যে চালু হওয়া এইসব বিদ'আত থেকে দ্রুত তওবা করা উচিত।

প্রশ্ন-(৫/৫৮)ঃ পশুর সাথে যেনা করলে তার বিধান কি?

আরীফুর রহমান
গ্রামঃ চরকুড়া, জামতৈল কামার খন্দ
সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ পশুর সাথে যেনাকারী পুরুষকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে হত্যা করা যাবে না। -আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৬১৩ পৃঃ 'পশুর সাথে যেনা করা' অধ্যায়; তিরমিযী ২য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় অপকর্মকারী ব্যক্তি ও পশুকে হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হত্যা না করার হাদীছকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

প্রশ্ন-(৬/৫৯)ঃ আমাদের দেশে তারাবীহর ছালাত এশার

ছালাতের পর পরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কি সুন্নাত? তারাবীহর ছালাতের প্রকৃত সময় কখন?জানিয়ে বাধিত করবেন।

বনী আমীন
তাবলীগ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা

উত্তরঃ তারাবীহর ছালাত এশার ছালাতের পর রাতের প্রথম ভাগে পড়ার কথা হাদীছে এসেছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেন, একদা (১৪ হিজরীর রমাযান মাসের রাতে) আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্ত্বাবের সাথে মসজিদে (নববীতে) গেলাম। অতঃপর লোকদের বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখলাম। কেউ একা ছালাত আদায় করছে, কারো সাথে কিছু লোক জামা'আত করছে। ঐ বিশৃঙ্খল ভাবে দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, আমি যদি সবাইকে এক ইমামের পিছনে জমা করে দেই তাহলে খুব ভাল হ'ত। তারপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'বের পিছনে জামা'আত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে আসলেন এবং সবাইকে একজন ক্বারীর পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা। তবে হাঁ (শেষ রাতের তাহাজ্জুদের) যে ছালাত থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে, তা এই তারাবীহ থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়তো। -বুখারী, মেশকাত, ১১৫ পৃঃ। অবশ্য প্রথম রাতে জামা'আতে তারাবীহ পড়া শেষরাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম। -মির'আত ২/২৩২ পৃঃ। হাদীছে রাতের প্রথম ভাগে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য এক বর্ণনায় অর্ধ রাতে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -বুখারী ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ। অপর বর্ণনায় এশার কিছু পরের প্রমাণ পাওয়া যায়। -মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ৭-৮ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৭/৬০)ঃ হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে কি? বিবাহ পড়ানোর নিয়ম কি? বিবাহের পর ছালাত পড়া ও বৌ-ভাত -এর অনুষ্ঠান কি জায়েয?

হাসান আলী
জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ

উত্তরঃ মুসলমান হিসাবে হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে। তবে শর্ত হ'ল বিদ'আত থেকে দূরে থাকতে হবে। যদি স্বামী বা স্বামীর পরিবারের চাপে আহলেহাদীছ মেয়েটি কোন শিরক বা বিদ'আত করতে বাধ্য হয়, তবে তার গোনাহ ও পরকালীন শাস্তি মেয়ের সাথে তার দুনিয়াদার বাপ-ভাই বা অভিভাবকদেরও ভোগ করতে হবে।

বিবাহের নিয়ম- (১) বিবাহের জন্য প্রথম ওয়ালী নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না'। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ; আবুদাঊদ ১ম খণ্ড ২৯৪ পৃঃ।

(২) দুই জন মুমিন ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ অথবা দুইজন মহিলা ও একজন পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২১০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৫ পৃঃ। ওয়ালী নিজে অথবা বিবাহ সম্পাদনকারী খুৎবা ও দু'আ পাঠ করবেন। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২১০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩০ পৃঃ। ওয়ালী বিবাহের বৈঠকে বর ও কনের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের দুইজন সাক্ষী রেখে বরের সামনে প্রস্তাব পেশ করবেন ও তা কবুল করাবেন। একে অপরের প্রস্তাব ও কবুল শুনবে! -ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড ৩০পৃঃ। বর ও কনের বৈঠক ভিন্নও হ'তে পারে। তখন ওয়ালী কনের প্রস্তাব বরের সামনে পেশ করবেন। -নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩২ পৃঃ।

বিবাহের শেষে ছালাত আদায় করা সুন্নাত নয় বরং দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর ও কণের জন্য প্রত্যেকে নিম্নের দো'আটি পড়বেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ رواه الخمسة الا النسائى وصححه الترمذى–

'আল্লাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান করুন এবং আপনাদের দু'জনের মধ্যে মঙ্গলময় মিলন দান করুন' (তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ) -নায়লুল আওত্বার ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩০০। বিবাহ ও প্রথম মিলনের পর স্বামীর পক্ষ হ'তে সম্ভব মত আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর ব্যাবস্থা করা সুন্নাত। যাকে 'ওয়ালীমা' বলা হয় (বৌ-ভাত নয়)। -বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৬ পৃঃ।

'বৌ-ভাত' একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ- হিন্দু বিবাহে বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নব বধুর দেওয়া অন্ন গ্রহণরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ; পাকস্পর্শ (সংসদ্ বাঙ্গাঁলা অভিধান, কলিকাতা ১৯৯১ পৃঃ ৪৬৮); নব বধুর ছোঁয়া অন্ন বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক গ্রহণের আচার বিশেষ; পাকস্পর্শ (বাংলা অভিধান, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২, পৃঃ ৭৫৭)।

মুসলমানেরা নব বধুর হাতের ছোঁয়া পাকস্পর্শ খেতে যায় না। বরং নব বিবাহিত মুসলমান স্বামী তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে ঘরে আনার পর নতুন জীবনের যাত্রা শুরুতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে ও আত্মীয়-স্বজনের দো'আ চেয়ে আনন্দের সাথে নিজের সাধ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাকেই 'ওয়ালীমা' খানা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা পালন করা সুন্নাত। ওয়ালীমার দাওয়াতে সুন্নাত মনে করে যোগদান করার নির্দেশ শরীয়তে এসেছে, উপহারের ডালি নিয়ে নয়।

সকল মুসলমানের জন্য হিন্দুদের অনুকরণে 'বৌ-ভাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন-(৮/৬১)ঃ ঈদের ছালাতের নির্দিষ্ট সময় কখন? ৯টা বা ১০টার সময় ছালাত আদায়ের বিধান আছে কি?

আব্দুল হাসিব
কাঁটাবাড়ীয়া, বগুড়া

উত্তরঃ জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে 'ঈদুল ফিতরের' ছালাত আদায় করলেন। তখন সূর্য দুই কাঠি উপরে ছিল এবং ঈদুল আযহা সূর্য এক কাঠি উপরে থাকাকালীন সময়ে আদায় করেন। -নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর একদা 'ঈদুল ফিতর' কিংবা 'ঈদুল আযহা' পড়তে বের হন। অতঃপর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই সময়েই আমরা (আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) যুগে) ছালাত আদায় করে ফারেগ হয়ে যেতাম। এটা ছিল ইশরাকের সময়। -আহমাদ, আবুদাঊদ ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা আমর ইবনে হযমকে এক পত্রে লেখেন, তুমি 'ঈদুল আযহা' জলদী করে পড় এবং ঈদুল ফিতর দেরী কর। আর লোকদের নছীহত কর। -মিশকাত ১ম খণ্ড ১২৭ পৃঃ। সুতরাং সব হাদীছ গুলো একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর আনুমানিক দেড় ঘন্টার মধ্যে 'ঈদুল আযহা' এবং আড়াই ঘন্টার মধ্যে 'ঈদুল ফিতর' পড়া উচিত।

প্রশ্ন-(৯/৬২)ঃ ঈদে যে তাকবীর পাঠ করা হয়, যেমন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লা-হিল হাম্দ'- এই তাকবীর কি সুন্নাত সম্মত?

আব্দুল ওয়াদূদ
কাঁটা বাড়ীয়া, বগুড়া

উত্তরঃ উল্লেখিত শব্দ সমূহ দ্বারা 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'তে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) উক্ত শব্দগুলি সহকারে তাকবীর দিতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা 'তাকবীর কোন্ দিন কোন সময় পর্যন্ত' অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭২ পৃঃ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, অধিক সংখ্যক ছাহাবী হ'তে মারফূ ভাবে উক্ত শব্দে তাকবীর প্রমাণিত আছে। -ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ২৪ খণ্ড ২২০ পৃঃ। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, উক্ত শব্দে তাকবীরের হাদীছগুলি বিশুদ্ধ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'আইয়ামে তাশরীকে যিকর' অধ্যায় ৩য় খণ্ড ৩১৬ পৃঃ; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৭৫ পৃঃ 'ঈদায়নের তাকবীর' অধ্যায়।

প্রশ্ন-(১০/৬৫)ঃ কুরবানীর দিনে কুরবানীর পশুর গোস্ত ছাড়া অন্য খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যাবে কি?

আব্দুল মতীন
মেহেন্দীপুর,বগুড়া

উত্তরঃ 'ঈদুল আযহা' শেষ করে বাড়ী ফিরে কুরবাণী কারীর জন্য কুরবাণীর গোস্ত খাওয়া উত্তম হবে। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে বের হ'তেন না, আর ঈদুল আযহাতে ছালাত শেষ না করে খেতেন না। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ হা/১৪৪০।

মুসনাদে আহমাদ -এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি স্বীয় কুরবানীর গোস্ত হ'তে খেতেন' (فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ) (নায়ল ৪/২৪১। বায়হাক্বীর-র রেওয়ায়াতে আল্লাহ্র নবী প্রথমে কলিজা হ'তে খেতেন' (মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)।

দীর্ঘ বিরতির পরে সকালে প্রথম খাওয়াকে আভিধানিক অর্থে 'ইফতার' বলা হয়। কিন্তু শারঈ পরিভাষায় ইফতার বলতে ছিয়াম শেষের ইফতার বুঝায়। ইবনু কুদামা বলেন, এই দিন খাওয়া দেরীতে করার তাৎপর্য এই যে, এইদিন কুরবানী করা ও সেখান থেকে খাওয়াটাই সুন্নাত। অন্য একজন বিদ্বান বলেন, দুই ঈদে দুই সময় রাসূলের খাওয়ার তাৎপর্য হ'ল দু'ঈদের জন্য নির্দিষ্ট ছাদকা বের করা। যেমন- ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিৎরার ছাদকা বের করা এবং ঈদুল আযহা শেষে কুরবানীর ছাদকা বের করা। আমীরুল ইয়ামানী বলেন, আল্লাহ যে কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করেছেন, সেই নিয়ামতের শুকরিয়া জানানোর জন্য সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোস্ত থেকেই খেতে হয়'। -মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'ঈদায়েন' অধ্যায় ৪/২৪১-৪৩ পৃঃ। অবশ্য শারীরিক অসুবিধা থাকলে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে সাধারণ খাদ্য খাওয়া যাবে। এই দিন যারা কুরবানী করতে পারেন না তাদের জন্য সাধারণ খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

- প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
- ২টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
- প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
- ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।